পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 137 Saturday, 18 April, 2026 ❋ ৩১ বর্ষ, ১৩৭ সংখ্যা ❋ ৪ বৈশাখ ১৪৩৩, শনিবার, ১৮ এপ্রিল ২০২৬ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

আইপ্যাকের বিরুদ্ধে ভুয়ো প্রেস কার্ড তৈরির অভিযোগ!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ এপ্রিলঃ রাজ্যের বিধানসভা ভোটের মুখে নয়া বিতর্কের সূত্রপাত। তৃণমূলের পরামর্শদাতা সংস্থা 'আইপ্যাক'-এর বিরুদ্ধে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ তুললেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা তথা নন্দীগ্রাম এবং ভবানীপুরের বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর দাবি, ভোটকেন্দ্রে অবাধ প্রবেশাধিকার পেতে এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ করতে তৃণমূল কর্মীদের হাতে সুপরিকল্পিতভাবে তুলে দেওয়া হচ্ছে 'ভুয়ো' প্রেস কার্ড। এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনকে কড়া পদক্ষেপ করার আর্জি জানিয়েছেন তিনি। শুক্রবার সোশ্যাল মিডিয়ায় শুভেন্দু অধিকারী দাবি করেন, আইপ্যাক সুসংগঠিতভাবে তৃণমূল কর্মীদের ভুয়া সাংবাদিকের পরিচয়পত্র দিচ্ছে। তাঁর মতে, ''এই ব্যক্তিরা পেশায় সাংবাদিক নন। তাঁদের মিডিয়ার সদস্য হিসেবে সাজিয়ে স্পর্শকাতর এলাকা, প্রশাসনিক দফতর এবং ভোটকেন্দ্রে অবাধ প্রবেশের সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে।'' বিরোধী দলনেতার আশঙ্কা, এই 'ছদ্মবেশী সাংবাদিকরা' প্রেস কার্ডের বিশেষ ক্ষমতা ব্যবহার করে কেন্দ্রীয় বাহিনীর নজর এড়িয়ে বুথে ঢুকবে। সেখানে গিয়ে ভোটারদের প্রভাবিত করা, ভয় দেখানো কিংবা নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় কারচুপি করার মতো বেআইনি কাজ করার পরিকল্পনা রয়েছে শাসকদলের। তিনি একে তৃণমূলের একটি 'পুরনো কৌশল' বা 'প্লে-বুক স্ট্র্যাটেজি' বলেও কটাক্ষ করেছেন। নির্বাচন কমিশনের কাছে শুভেন্দুর আবেদন, যাতে জেলা প্রশাসন ও পুলিশ এই বিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থা নেয়। তাঁর প্রস্তাবিত পদক্ষেপগুলি হল-(১) নতুন পরিচয়পত্র পাওয়া সাংবাদিকদের গতিবিধির ওপর কড়া নজরদারি চালানো (২) শুধুমাত্র স্বীকৃত এবং প্রতিষ্ঠিত সংবাদমাধ্যমের সাংবাদিকদেরই ভোটকেন্দ্রের কাছাকাছি যাওয়ার অনুমতি দেওয়া (৩) প্রতিটি সাংবাদিকের পরিচয়পত্র দ্বিতীয়বার যাচাই করা। শুভেন্দু অধিকারীর দাবি, প্রেস কার্ডের যে মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা থাকে, তাকে ব্যবহার করে তৃণমূল সাধারণ কর্মীদের এমন সব জায়গায় পৌঁছে দিতে চাইছে, যেখানে যাওয়ার অনুমতি সাধারণ মানুষের নেই। ভোটের মাত্র কয়েকদিন আগে এই 'ফেক প্রেস কার্ড' ইস্যু নিয়ে শুভেন্দুর এই অভিযোগ রাজ্যে রাজনৈতিক পারদ যে আরও চড়িয়ে দিল, তা বলাই বাহুল্য। এখন দেখার, নির্বাচন কমিশন এই অভিযোগের ভিত্তিতে কী পদক্ষেপ গ্রহণ করে। সম্প্রতি কয়লা পাচার মামলায় গ্রেফতার হয়েছেন আইপ্যাকের অন্যতম কর্ণধার ভিনেশ চান্ডেল। তাঁকে ১০ দিনের ইডি হেফাজত দেওয়া হয়েছে। এর আগে ইডি এই সংস্থার আরও দুই বড় কর্তা-প্রতীক জৈন এবং ঋষি রায় সিংকেও তলব করেছিল। তবে সামনেই পশ্চিমবঙ্গ-সহ পাঁচ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন মেটানোর পর হাজিরা দেওয়ার অনুমতি চেয়ে তাঁরা দিল্লি হাইকোর্টে আবেদন জানিয়েছেন।

বড় বিপাকে রাহুল গান্ধি

সংবাদ সংস্থা, লখনউ, ১৫ এপ্রিলঃ ভারতের লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির বিরুদ্ধে এবার বড়সড় আইনি পদক্ষেপ। দ্বৈত নাগরিকত্বের অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করার নির্দেশ দিল এলাহাবাদ হাইকোর্টের লখনউ বেঞ্চ। শুধু তাই নয়, এই স্পর্শকাতর মামলার গুরুত্ব বিচার করে গোটা তদন্ত প্রক্রিয়ার ভার কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সিবিআই-এর হাতে তুলে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি। রাহুল গান্ধির বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, তাঁর কাছে ব্রিটেনের নাগরিকত্ব রয়েছে এবং তিনি সেখানে ভোটার হিসেবেও নথিভুক্ত ছিলেন। এই মর্মে রায়বেরেলির কোতোয়ালি থানায় এফআইআর করার আর্জি নিয়ে নিম্ন আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন মামলাকারী বিগ্নেশ শিশির। কিন্তু গত ২৮ জানুয়ারি নিম্ন আদালত সেই আবেদন খারিজ করে দেয়। এরপরই হাইকোর্টের লখনউ বেঞ্চে চ্যালেঞ্জ জানানো হয় সেই নির্দেশের বিরোধিতা করে। শুক্রবার সেই মামলার শুনানিতেই লখনউ বেঞ্চ নিম্ন আদালতের নির্দেশ বাতিল করে এফআইআর-এর নির্দেশ দেয়।

'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উদার, আমি উদার নই'!

সবং-এর সভা থেকে বিজেপিকে হুঁশিয়ারি অভিষেকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব মেদিনীপুর, ১৭ এপ্রিলঃ বাংলায় ভোটের মুখে সবং-এর সভা থেকে অমিত শাহকে সরাসরি নিশানা করছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের দাবি, অমিত শাহের সাহস থাকলে তিনি যেন নির্বাচনের ফল বেরনোর দিন কলকাতাতে থাকেন। ডায়মন্ড হারবারের সাংসদের দাবি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উদার হলেও তিনি উদার নন। শুক্রবারের সভা থেকে তিনি বলেন, ''সব হিসেব হবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উদার। আমি উদার নই। যারা আমাদের উপর অত্যাচার করেছে, বাংলার ক্ষমতা কী চার তারিখের পরে বোঝাবো।'' বৃহস্পতিবারের সভা থেকেও একই কথা বলেন তিনি। অভিষেক বলেন, ''দুপুর থেকেই বাজবে ডিজে।'' সাধারণত ফল প্রকাশের দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত উত্তেজনার পারদ চড়ে। কিন্তু অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি, লড়াইয়ের ফলাফল স্পষ্ট হয়ে যাবে অনেক আগেই। তিনি আত্মবিশ্বাসের সুরে বলেন, ''চার তারিখ সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে না। দুপুর একটা বাজার পর থেকেই ডিজে বাজবে।'' অভিষেক বলেন, ''পঞ্চায়েত ধরে ধরে তৈরি রয়েছে 'হিসাব'।'' বিজেপি নেতাদের প্রতি চরম হুঁশিয়ারি দিয়ে অভিষেক বলেন, ''ব্লকে ব্লকে যারা সাধারণ মানুষের ওপর অত্যাচার করেছে, তাদের কাউকেই ছেড়ে দেওয়া হবে না।'' তিনি জানান, ইতিমধ্যেই একটি তালিকা তৈরি করে ফেলেছেন তিনি। এই বক্তব্যের রেশ ছিল শুক্রবারেও। সবং-এর সভা

থেকে স্থানীয় বিরোধীদেরও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন অভিষেক। তিনি জানিয়েছেন একজন মহিলাকে তাঁর দুই বছরের সন্তানের সামনেই হুমকি দেওয়া হয়েছে। অভিষেক বলেন, সকলের নাম তিনি লিখে নিয়েছেন। পুলিশের কাছে অভিযোগ জানানো হয়েছে। নির্বাচন ঘোষণার পরেই সকলকে ক্ষমা চাওয়াবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি, ''শুধু রবীন্দ্রসঙ্গীত নয় এবার ডিজে বাজবে। যে ভাষায় বুঝবেন সে ভাষাতেই জবাব''। বিগত কয়েক বছরে তৃণমূলের স্লোগান ছিল 'উন্নয়ন' এবং 'সৌজন্য'। কিন্তু অভিষেকের গলায় এদিন শোনা গেল সম্পূর্ণ ভিন্ন সুর। তিনি স্পষ্ট করে দেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উদার হতে পারেন, কিন্তু তিনি নন। অভিষেকের কথায়, সৌজন্যকে দুর্বলতা ভাববেন না। তাঁর দাবি, ''তৃণমূল কংগ্রেসের সৌজন্য মানে দুর্বলতা নয়।'' রাজনৈতিক মহলের মতে, অভিষেকের এই 'আগ্রাসী' মেজাজ আসলে নিচুতলার কর্মীদের চাঙ্গা করার কৌশল। তবে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে এভাবে সরাসরি সংঘাতের আহ্বান জানানোয় বঙ্গ রাজনীতিতে পারদ যে আরও চড়ল, তা বলাই বাহুল্য। এখন দেখার, ৪ জুন দুপুরে কলকাতার রাজপথ কোন ঘটনার সাক্ষী থাকে।

'বিজেপি টুকরো টুকরো করে দিয়েছে দেশটাকে'

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা ও কোচবিহার, ১৭ এপ্রিলঃ ভোটের মুখে রাজনৈতিক উত্তাপে কাঁপছে কলকাতা থেকে কাকদ্বীপ। জেলায় জেলায় একের পর এক কর্মসূচিতে ব্যস্ত সব শিবির। অন্যদিকে বাংলায় ভোটের প্রথম পর্বের সাতদিন আগে এখনও এসআইআর নিয়ে সংশয় অব্যাহত। আবার শহরের ৬ জায়গায় আজ শুক্রবারও চলেছে ইডির তল্লাশি। তালিকায় রয়েছেন অন্যতম হেভিওয়েট প্রার্থী দেবাশিস কুমার। এই আবহে আজ বিকেলে দমদম সেন্ট্রাল জেল ময়দানের মঞ্চে সভা করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দমদম সেন্ট্রাল জেল ময়দানের মঞ্চে দাঁড়িয়ে এদিন মমতা বলেন, ''আমি লিগ্যাল অ্যাকশন নেব, যতটা পারব। আজকে সকাল থেকে দেবাশীষ কুমারের বাড়িতে, অফিসে রেড করেছে। ওর মেয়ে, জামাই কত শিক্ষিত। একবার কেন, দশবার করো। কিন্তু নির্বাচনের পরে করো।'' কেন্দ্রীয় বাহিনীর প্রতি মমতার বার্তা, ''সেন্ট্রাল এজেন্সিগুলোর কাছে আমার অনুরোধ, আপনারা নিরপেক্ষ ভাবে কাজ করুন। আপনারা কোনও দলের নয়, দেশের সংস্থা। যতই দিক টাকা, করে দিন ফাঁকা। মর্যাদার সঙ্গে সম্মানের সঙ্গে বাঁচতে হবে।'' ফের একবার গাড়িতে নাকা তল্লাশি ইস্যুতে সোচ্চার হন তৃণমূলনেত্রী। মমতা সতর্ক করে বলেন, ''মাঝে মাঝে ব্যাগ চেক করছে। খুব সাবধান সবাই। আপনার ব্যাগে যেন কোনও কিছু না ঢুকিয়ে দেয়। গাঁজা কেস দিতে দিতে খাজা যায় যাবে।'' এসআইআর-এ নাম বাদ যাওয়া নিয়ে মমতার তোপ, ''এআই দিয়ে

নামের পদবি দেখে নাম বাদ দিয়েছে। ভোটের আগে ডেমোক্রেসি হয়, এটা ফেস্টিভ্যাল অফ টর্চার হচ্ছে।'' এদিন দমদমের আগে কোচবিহারের ঘোকসাডাঙ্গার ছোটশিমূলগুড়ি গ্রাউন্ডের সভা থেকে বিজেপিকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন তৃণমূল নেত্রী। লোকসভায় পেশ হয়েছে আসন পুনর্বিন্যাস বা ডিলিমিটেশন বিল। মহিলা সংরক্ষণ বিলের সঙ্গে আসন পুনর্বিন্যাসের তৎপরতা নিয়ে মোদি সরকারের বিরুদ্ধে সরব তৃণমূল সুপ্রিমো। নির্বাচনী জনসভা থেকে ফের একবার রাজ্য ভাগের আশঙ্কা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তিনি বলেন, ''টুকরো টুকরো করে দিয়েছে দেশটাকে। একদিন দেখবেন কোচবিহারটাই হারিয়ে গিয়েছে।'' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি, এই বিলের মাধ্যমেই বিজেপি আসলে উত্তরবঙ্গকে মূল রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে এনআরসি করে ভোটারদের নাম কাটার চক্রান্ত করছে। মমতার প্রশ্ন, ''৩৩ শতাংশ মহিলা সংরক্ষণ বিল তো অনেক দিন ধরে পড়ে রয়েছে। তার সঙ্গে জনবিন্যাস কেন করছো? বাংলাকে ভাগ করার চক্রান্ত করছো?'' তৃণমূল সুপ্রিমো স্পষ্ট জানান, ''আজকে আমি যখন এখানে সভা করছি, তখন ডিলিমিটেশন বিল নিয়ে এসেছে। তার জন্য আমাকে নির্বাচন ছেড়ে ২১ জন সাংসদকে পাঠাতে হয়েছে লোকসভায়। নিজেরা জানে হারবে, ৫৪১ সিট আছে, তাই ওটা ৮৫০-র কাছাকাছি নিয়ে যাওয়ার জন্য টুকরো টুকরো করছে দেশটাকে। একদিন দেখবেন কোচবিহারটাই হারিয়ে গিয়েছে। উত্তর দিনাজপুর, দার্জিলিং, শিলিগুড়িটাই হারিয়ে গিয়েছে। এদের লজ্জা, ঘৃণা, ভয় নেই।'' উল্লেখ্য, ২০২৩ সালে পাশ হওয়া বিলে উল্লেখ করা হয়েছিল, নতুন করে জনগণনার পরেই আসন পুনর্বিন্যাস করে মহিলাদের ৩৩ শতাংশ আসন দেওয়া হবে। কিন্তু এখন মোদি সরকার চাইছে ২০১১ সালের তথ্যের ভিত্তিতেই লোকসভার আসন বাড়িয়ে ৮৫০ করে দিতে। 'ইন্ডিয়া' জোটের অভিযোগ, জনবিন্যাসের অজুহাতে বহু মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার পাশাপাশি নিজেদের রাজনৈতিক সুবিধা পেতেই মরিয়া হয়ে উঠেছে গেরুয়া শিবির। সেই অভিযোগেই ফের একবার মোদি সরকারকে একহাত নিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো।

অধ্যাপকদের প্রিসাইডিং অফিসার হিসেবে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি খারিজ হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ এপ্রিলঃ হাইকোর্টে ধাক্কা নির্বাচন কমিশনের। কলেজের অধ্যাপকদের প্রিসাইডিং অফিসার হিসেবে নিয়োগ করা যাবে না। নির্বাচন কমিশনের বিজ্ঞপ্তি খারিজ করে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। কী কারণে অধ্যাপকদের ভোটের কাজে নিয়োগ করা হয়েছে? হাইকোর্টের প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারেনি নির্বাচন কমিশন। তারপরই কমিশনের বিজ্ঞপ্তি খারিজ করে দেওয়া হয়েছে। তবে, যাঁরা প্রশিক্ষণ নিয়েছেন, তাঁদের ভোটের কাজে কোনও বাধা দেওয়া হয়নি। অধ্যাপকদের প্রিসাইডিং অফিসার নিয়োগ সংক্রান্ত মামলার শুনানি চলছিল বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের বেঞ্চে। বৃহস্পতিবারই মামলার শুনানি কমিশনকে ভর্ৎসনা করেছিলেন বিচারপতি। তিনি বলেন, ''আপনাদের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী অপনারা তো বিচারকদেরও নিয়োগের ব্যবস্থা রেখেছেন। কোনও অসুবিধা নেই, আমাদের নিয়োগ করুন। আমরা পোলিং অফিসার হিসেবে বুথে ডিউটি করতে যাব।'' পাল্টা কমিশনের যুক্তি ছিল, ভোটের মুখে মামলা করার জন্য এখন নতুন করে লোক নিয়োগ করে ট্রেনিং দিয়ে ভোট করানো সম্ভব নয়। কিন্তু, হাইকোর্টের বিচারপতি স্পষ্ট জানিয়ে দেন এটা কোনও যুক্তি হতে পারে না। একইসঙ্গে কমিশনের কাছ থেকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বিজ্ঞপ্তির ব্যাখা চেয়ে পাঠান বিচারপতি। শুক্রবার সেই সংক্রান্তই মামলা ছিল। জানা গিয়েছে, শুক্রবারের শুনানিতে তাদের বিজ্ঞপ্তির ব্যাখ্যা দিতে পারেনি কমিশন। বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের বক্তব্য, কী কারণে কলেজের অধ্যাপকদের বুথে পাঠানো হচ্ছে সেই ব্যাপারে বারবার কমিশনের কাছে ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু তারা সদুত্তর দিতে ব্যর্থ হয়েছে। এই অবস্থায় কলেজের অধ্যাপকদের প্রিসাইডিং অফিসার পদে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি খারিজ করা হল। ইতিমধ্যে যাঁরা প্রশিক্ষণে চলে গেছেন বা প্রশিক্ষণ নিয়েছেন, তাঁদের ক্ষেত্রে এই রায় কার্যকর হবে না। যাঁরা মামলা করেছেন, সেই অধ্যাপকদের ভোটের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যাঁরা প্রশিক্ষণ নিয়েছেন, তাঁদের এই মামলায় যুক্ত করা হয়নি। কারণ কমিশন গতকালই জানিয়েছিল, অনেকের প্রশিক্ষণ হয়ে গিয়েছে। ভোটের আগে আবার নতুন করে কাউকে নিয়োগ করে প্রশিক্ষণ সম্ভব নয়। নির্বাচন সময়ে হবে কি না, তা নিয়েও সংশয় উস্কে দিয়েছিল কমিশন। সেক্ষেত্রে যাঁদের আপত্তি নেই, তাঁরা ভোটের কাজ করতে পারেন।

অবশেষে হরমুজ খুলল ইরান! প্রণালী বন্ধ রাখতে সর্বশক্তি প্রয়োগের হুমকি ট্রাম্পের

সংবাদ সংস্থা, তেহরান, ১৭ এপ্রিলঃ বৃহস্পতিবার ইজরায়েল ও লেবাননের মধ্যে দশদিনের যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। আর তারপরই শুক্রবার সমস্ত বাণিজ্যিক জাহাজের জন্য হরমুজ প্রণালী খুলে দিল ইরান। এদিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের হুঁশিয়ারি ইরান ও আমেরিকার মধ্যে শান্তি চুক্তি না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা প্রণালী বন্ধ রাখতে সর্বশক্তি প্রয়োগ করবেন। এদিন ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি বলেন, ''লেবাননে যুদ্ধবিরতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, যুদ্ধবিরতির অবশিষ্ট সময়ের জন্য হরমুজ প্রণালী সকল বাণিজ্যিক জাহাজের চলাচলের জন্য সম্পূর্ণ উন্মুক্ত ঘোষণা করা হল। যা ইরানের বন্দর ও সামুদ্রিক সংস্থা কর্তৃক পূর্ব ঘোষিত পথ ধরেই চালিত হবে।''

উল্লেখ্য, ইরান যুদ্ধের মাঝেই ইজরায়েল ও লেবাননের মধ্যে শান্তি বৈঠকের ঘোষণা করেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ৩৪ বছর পর হতে চলেছে দু'দেশের ঐতিহাসিক এই বৈঠক। তার আগেই ১০ দিনের যুদ্ধবিরতির ঘোষণা করেছেন ট্রাম্প। এই পদক্ষেপকে শান্তি প্রক্রিয়ায় প্রথম ধাপ হিসেবে উল্লেখ করেন ট্রাম্প। যদিও এই সংঘাতে সরাসরি জড়িত ইজরায়েল বা হেজবোল্লার পক্ষ থেকে তাক্ষণিকভাবে কোনও বিবৃতি আসেনি। এদিকে হরমুজ খোলার পর কার্যতই উফুল্ল দেখিয়েছিল ট্রাম্পকে। তিনি তাঁর সোশাল মিডিয়া ট্রুথ সোশালে লেখেন, 'ইরান এইমাত্র ঘোষণা করেছে হরমুজ প্রণালী সম্পূর্ণ খুলে দেওয়া হয়েছে। ধন্যবাদ!' কিন্তু পরে তাঁকে জানাতে দেখা যায়, প্রণালী আমেরিকা বন্ধই রাখবে, যতক্ষণ না শান্তি চুক্তি হচ্ছে। উল্লেখ্য, ইরান যুদ্ধের জেরে মাসাধিক কাল যাব অবরুদ্ধ ছিল হরমুজ প্রণালী। জ্বালানি সংকটে ভুগেছে গোটা পৃথিবী। তবে 'বন্ধু' ভারতকে আলাদা 'ছাড়পত্র' দিয়েছে তেহরান। এখনও পর্যন্ত ভারতের পতাকাবাহী মোট ৮টি জাহাজ হরমুজ পেরিয়েছে। এদিকে এই পরিস্থিতিতে দোষের ভাগীদার হয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাঁকে পালটা হুমকি দিতেও দেখা গিয়েছে।

গুগল ট্রেন্ডসের নিরিখে মোদি-শাহকে পিছনে ফেললেন তৃণমূল সুপ্রিমো

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১৭ এপ্রিলঃ পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক নেতাদের প্রতি আগ্রহের মাপকাঠিতে গুগল সার্চ ট্রেন্ডিংয়ে দেশের অন্যান্য রাজনৈতিক নেতাদের তুলনায় অনেকাংশে এগিয়ে রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গত এক সপ্তাহের তথ্য অনুযায়ী, বাংলার মধ্যে গুগল সার্চে অন্য সব প্রথম সারির নেতাকে পিছনে ফেলে উল্লেখযোগ্য ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছেন তিনি। গুগল ট্রেন্ডসের তথ্য বলছে, গত সপ্তাহে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে সার্চ ইন্টারেস্টের গড় স্কোর ছিল ৩১। সেখানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির স্কোর ১৭, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের ৭ এবং বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর মাত্র ৩। এই তথ্য একটি গ্রাফের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। ভোটের আগে মোদি এবং অমিত শাহ প্রায়ই বাংলায় আসছেন। সেখানে কত মানুষ তাঁদের কর্মসূচির দিকে নজর রাখছেন এবং কত মানুষ তাঁদের নিয়ে আগ্রহী তা এই গুগল ট্রেন্ডসের পরিসংখ্যানেই অনেকটা স্পষ্ট বলে মনে করছেন রাজনৈতিক মহল। গ্রাফের মাধ্যমে প্রকাশিত তথ্যে, গত এক সপ্তাহে পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল সুপ্রিমো সহ চার হেভিওয়েট রাজনৈতিক নেতাকে ঘিরে মানুষের গুগল সার্চের প্রবণতা দেখানো হয়েছে। সেই গ্রাফে স্পষ্ট দেখা গিয়েছে, আমজনতার মনে আগ্রহের নিরিখে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অন্যদের থেকে অনেকটাই এগিয়ে।

মনোজ আগরওয়ালের জেলা সফর নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত কেন্দ্রের

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১৭ এপ্রিলঃ নির্বাচনী প্রচারে দ্রুত এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পৌঁছতে এখন হেলিকপ্টার ব্যবহার করতে দেখা যায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা-নেত্রীদের। এবার ভোটের জন্য রাজ্যের সিইও মনোজ আগরওয়ালের জেলা সফর নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত নিল কেন্দ্রীয় সরকার। ভোটের জন্য জেলা সফরে যেতে হেলিকপ্টার পেলেন মনোজ আগরওয়াল। আর সড়কপথে নয়। এবার হেলিকপ্টারেই এক জেলা থেকে অন্য জেলায় পৌঁছে যাবেন রাজ্যের সিইও। আগামী ২০ ও ২১ এপ্রিল একাধিক জেলায় যাবেন সিইও মনোজ আগরওয়াল। মালদহ, উত্তর দিনাজপুর, কোচবিহার, পশ্চিম মেদিনীপুরে যাবেন তিনি। আগামী ২৩ এপ্রিল প্রথম দফায় এই জেলাগুলিতে ভোটগ্রহণ রয়েছে। ভোটের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখবেন রাজ্যের সিইও। আর তাঁর জেলা সফরের জন্য হেলিকপ্টার অনুমোদন করল কেন্দ্র। এর আগে ২০০৬ সালে রাজ্যের তৎকালীন সিইও দেবাশিস সেন ভোটের জন্য জেলা সফরে হেলিকপ্টারে গিয়েছিলেন। প্রায় ২০ বছর পর রাজ্যের বর্তমান সিইও হেলিকপ্টারে জেলায় জেলায়

ভোট প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে যাবেন। কয়েকমাস আগে রাজ্যের সিইও-র নিরাপত্তা ব্যবস্থাও আঁটোসাঁটো করেছে কেন্দ্র। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী দফতরে তৃণমূলপন্থী বিএলও-দের বিক্ষোভের পর গত বছরের ডিসেম্বরে মনোজ আগরওয়ালের নিরাপত্তা বাড়িয়ে ওয়াই প্লাস ক্যাটেগরি করে কেন্দ্র। এবার তাঁর জেলা সফরে হেলিকপ্টারের অনুমোদন দিল। বাংলায় এবার দুই দফায় ভোটগ্রহণ হচ্ছে। ২৩ এপ্রিলের পর ২৯ এপ্রিল দ্বিতীয় তফা শেষ দফার ভোটগ্রহণ। কয়েকদিন আগেই মনোজ আগরওয়াল একাধিক জেলায় গিয়েছিলেন। সেই সব জেলায় প্রশাসনের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি। অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য একাধিক বার্তা দেন। এমনকি, জেলা সফরে রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে বৈঠক করেন। তাঁদের অভিযোগ ও দাবি শোনেন।

বিপক্ষে ২৩০ ভোট! আসন বাড়িয়ে মহিলা সংরক্ষণ বিলে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেল না মোদি সরকার

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১৭ এপ্রিলঃ দেশজুড়ে লোকসভার আসন পুনর্বিন্যাস বিল নিয়ে ধাক্কা খেল কেন্দ্র। মহিলা সংরক্ষণ এবং লোকসভায় আসনবৃদ্ধি সংক্রান্ত ১৩১তম সংবিধান সংশোধনী বিল নিয়ে শুক্রবার লোকসভায় ভোটাভুটিতে দুই-তৃতীয়াংশ ভোট পেল না নরেন্দ্র মোদির সরকার। এদিন বিলের পক্ষে ভোট পড়ল ২৯৮টি। বিপক্ষে ভোট পড়ল ২৩০টি। মোট ভোট পড়েছে ৫২৮টি। ফলে বিলটি দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে পাশ করাতে ব্যর্থ হল সরকার। লোকসভার স্পিকার ফলাফল জানানোর পরই বিরোধী শিবিরে উচ্ছ্বাস দেখা যায়। মহিলা সংরক্ষণ বিল ও আসন পুনর্বিন্যাস বিল নিয়ে বিতর্কে এদিন লোকসভায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেন, ''যাঁরা আসন পুনর্বিন্যাসের বিরোধিতা করছেন, তাঁরা আসলে এসসি ও এসটি আসন বৃদ্ধির বিরোধিতা করছেন। এদিন ভোটদানের জন্য লোকসভায় আসেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এদিন লোকসভায় নিজের বক্তব্যে অমিত শাহ বলেছিলেন, ''কর্নাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলঙ্গানা, তামিলনাড়ু এবং কেরল-এই পাঁচটি রাজ্যে দেশের ৫৪৩টি আসনের মধ্যে রয়েছে ১২৯টি আসন। যা ২৩.৭৬ শতাংশ। আসন পুনর্বিন্যাসের পর যখন দেশের মোট আসন ৮১৬ হবে, এই পাঁচ রাজ্যে আসন সংখ্যা হবে ১৯৫। অর্থাৎ ২৩.৮৭ শতাংশ। ফলে কোনও ক্ষতি হবে না।'' লোকসভা ও রাজ্যগুলির বিধানসভায় মহিলাদের ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষণের কথা বলা হয় বিলে। এদিন নিজের বক্তব্য বিরোধীদের নিশানা করে অমিত শাহ বলেন, ''মহিলাদের সংরক্ষণ নিয়ে

কেউ বিরোধিতা করছেন না। কিন্তু, যদি আমরা গভীরভাবে দেখি, তাহলে দেখব, ইন্ডি জোটের সব সদস্য যদি ও কিন্তুর কথা বলে বিলটির বিরোধিতা করছে।'' তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, তাঁরা মহিলাদের সংরক্ষণ বিলের বিরোধী নন। কিন্তু, আসন পুনর্বিন্যাসের সঙ্গে এই বিলটি জুড়ে দেওয়ার বিপক্ষে। এদিন তৃণমূলের একুশ জন সাংসদ লোকসভায় উপস্থিত ছিলেন। বিলটি পেশ হওয়ার পর থেকেই বিরোধীরা সরব হয়েছিলেন। তাঁদের মূল অভিযোগ ছিল, ২০২৩ সালে পাশ হওয়া 'নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম'-এ স্পষ্ট বলা হয়েছিল যে, নতুন জনগণনার পরেই আসন পুনর্বিন্যাস করা হবে এবং তার ভিত্তিতে সংরক্ষণ কার্যকর হবে। কিন্তু এখন সরকার জনগণনা পর্যন্ত অপেক্ষা না করে কেন তড়িঘড়ি আসন পুনর্বিন্যাস ও আসন সংখ্যা বাড়ানোর বিষয়টিকে এর সঙ্গে জুড়ে দিল? বিরোধী নেতাদের দাবি, লোকসভার আসন সংখ্যা ৮৫০ করার মতো বড় একটি বিষয়কে মহিলা সংরক্ষণের আড়ালে ঢুকিয়ে দিয়ে বিজেপি আসলে নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধি করতে চাইছে। তাঁদের মতে, এটি আসলে উত্তর ভারতের হিন্দি বলয়ের রাজ্যগুলিতে আসন বাড়িয়ে বিজেপির শক্তি সংহত করার একটি 'গোপন কৌশল'। এদিকে বিল খারিজ হওয়ার পর শাসক শিবিরের দাবি, বিরোধীরা আসলে মহিলাদের আসন সংরক্ষণের বিরোধী, তাই তারা এই ঐতিহাসিক পদক্ষেপকে বাধা দিল। যদিও কেন্দ্রের পক্ষ থেকে আসন বৃদ্ধি ও সংরক্ষণের বিষয়টি একসঙ্গে জুড়ে দেওয়ার কোনও সদুত্তর না মেলায় ক্ষুব্ধ ছিলেন বিরোধী সাংসদরা। এই বিলটি খারিজ হওয়ার ফলে ২০২৯ সালের নির্বাচনের আগে নারী সংরক্ষণ কার্যকর হওয়ার বিষয়টি আবারও ঝুলে গেল। বিশেষ অধিবেশনে শাসক দলের এই হার জাতীয় রাজনীতিতে বিরোধীদের মনোবল অনেকটাই বাড়িয়ে দিল বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

বিবেকের ডাকে সাড়া, মহিলা সংরক্ষণ বিল সর্বসম্মতিক্রমে পাসের আর্জি প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১৭ এপ্রিলঃসংসদের গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশনে মহিলা সংরক্ষণ এবং লোকসভায় আসনবৃদ্ধি সংক্রান্ত সংবিধান সংশোধনী বিলকে কেন্দ্র করে তুমুল আলোচনা চলার মাঝেই আবেগঘন বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী Narendra Modi। শুক্রবার বিকেলে এই বিল নিয়ে ভোটাভুটি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, আর সেই ভোটাভুটির ঠিক আগে দেশের সমস্ত সাংসদদের উদ্দেশে এক বিশেষ আবেদন জানালেন তিনি।বিলটি ঘিরে শুরু থেকেই রাজনৈতিক মহলে মতভেদ স্পষ্ট। বিরোধী শিবির একাধিক প্রশ্ন তুলেছে এই প্রস্তাবিত আইনের নানা দিক নিয়ে। তাঁদের আশঙ্কা, এই বিলের কিছু ধারা বাস্তব প্রয়োগে সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে এবং নির্দিষ্ট রাজনৈতিক স্বার্থকেও প্রাধান্য দিতে পারে। ফলে সংসদের ভোটাভুটিতে এর প্রভাব পড়তে পারে বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশ।এই পরিস্থিতির মধ্যেই সামাজিক মাধ্যম ‘ একটি

বার্তা পোস্ট করেন প্রধানমন্ত্রী। সেখানে তিনি সরাসরি সাংসদদের বিবেকের কাছে আবেদন জানান। Narendra Modi লেখেন, প্রত্যেক সাংসদের উচিত নিজেদের অন্তরের কণ্ঠস্বর শোনা এবং নিজেদের পরিবারের মহিলাদের কথা স্মরণ করা। তাঁর মতে, আইনসভাগুলিতে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন নিশ্চিত করা শুধুমাত্র একটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নয়, এটি দেশের অর্ধেক জনসংখ্যার প্রতি ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার এক ঐতিহাসিক সুযোগ।প্রধানমন্ত্রী তাঁর বার্তায় ‘ শক্তি’র গুরুত্ব বিশেষভাবে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, দেশের উন্নয়ন ও গণতন্ত্রের সুদৃঢ় ভিত্তি গঠনে মহিলাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ অত্যন্ত জরুরি। এই বিল পাশ হলে মহিলাদের জন্য নতুন সুযোগের দুয়ার খুলে যাবে এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁদের প্রতিনিধিত্ব আরও বৃদ্ধি পাবে।তিনি আরও আহ্বান জানান, এই সংশোধনী যদি সর্বসম্মতিক্রমে পাস হয়, তবে তা শুধু আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রেই নয়, দেশের গণতান্ত্রিক চেতনার ক্ষেত্রেও এক নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে। তাঁর কথায়, আসুন, আমরা সকলে মিলে আজ ইতিহাস সৃষ্টি করি।উল্লেখ্য, এই বিলের মাধ্যমে সংসদ ও রাজ্য বিধানসভাগুলিতে মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট শতাংশ আসন সংরক্ষণের প্রস্তাব রাখা হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরেই এই দাবি রাজনৈতিক ও সামাজিক স্তরে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে। একাধিক সরকার এই বিষয়ে উদ্যোগ নিলেও তা বাস্তবায়নের পথে নানা জটিলতা দেখা দিয়েছে।বর্তমান পরিস্থিতিতে, এই বিলের ভাগ্য নির্ভর করছে সংসদের ভোটাভুটির উপর। সব রাজনৈতিক দলের অবস্থান এবং সাংসদদের ব্যক্তিগত মতামতই নির্ধারণ করবে, দেশের নারীদের রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের এই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় নতুন মোড় নেবে কি না।

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী চন্দ্রশেখরের জন্মজয়ন্তীতে শ্রদ্ধা নিবেদন প্রধানমন্ত্রী মোদীর

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১৭ এপ্রিলঃ প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী চন্দ্রশেখরের জন্মজয়ন্তীতে তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুক্রবার সমাজমাধ্যমে (এক্স) একটি বার্তার মাধ্যমে তিনি এই জননেতার সাহস, দৃঢ় বিশ্বাস এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি তাঁর নিষ্ঠার কথা স্মরণ করেন।প্রধানমন্ত্রী মোদী লিখেছেন, ''এই বছর প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রী চন্দ্রশেখরজির ১০০তম জন্মবর্ষ শুরু হচ্ছে। এটি একটি সমৃদ্ধ ও ন্যায়পরায়ণ ভারত গড়ার লক্ষ্যে তাঁর স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করার একটি সুযোগ। চন্দ্রশেখরজিকে এমন একজন জননেতা হিসেবে স্মরণ করা হয়, যিনি সাহস, দৃঢ় বিশ্বাস এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি গভীর অনুরাগে পরিপূর্ণ ছিলেন।'' প্রধানমন্ত্রী আরও উল্লেখ করেন যে, দেশের মাটির সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত এবং সাধারণ নাগরিকদের আকাঙ্ক্ষার প্রতি সংবেদনশীল চন্দ্রশেখরজি জনজীবনে সারল্য ও স্পষ্টতার এক অনন্য নজির গড়েছিলেন। মোদী তাঁর বার্তায় বলেন, ''আমার সেই সুযোগগুলোর কথা স্পষ্ট মনে আছে, যখন তাঁর সঙ্গে দেখা করার এবং দেশের উন্নয়নের বিষয়ে চিন্তাভাবনা আদান-প্রদান করার সৌভাগ্য হয়েছিল। আমি ভারতের যুবসমাজের কাছে আহ্বান জানাচ্ছি যে, তাঁরা যেন ভারতের অগ্রগতির লক্ষ্যে চন্দ্রশেখরজির চিন্তাধারা এবং প্রচেষ্টা সম্পর্কে আরও বেশি করে পড়াশোনা করেন।''উল্লেখ্য, ভারতের নবম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে চন্দ্রশেখর দেশের রাজনীতিতে এক আপসহীন ও স্পষ্টবাদী নেতা হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তাঁর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর এই শ্রদ্ধা নিবেদন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

বিজেপি নেতারা মনে করেন তাঁরা আইনের উর্ধ্বে, কটাক্ষ অভিষেকের

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ১৭ এপ্রিল, ঃ বিজেপি নেতারা মনে করেন তাঁরা আইনের উর্ধ্বে। তাঁরা তাঁদের সন্তানদেরও একই বিশ্বাস করতে শিখিয়েছেন। শুক্রবার এক্সবার্তায় এই মন্তব্য করেন তৃণমূল নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।তিনি লিখেছেন, মধ্যপ্রদেশের শিবপুরীতে বিজেপি বিধায়ক প্রীতম লোধির ছেলে গাড়ি দিয়ে ৫ জনকে চাপা দেয়, তারপর রাস্তা দ্রুত পরিষ্কার না করার জন্য ভুক্তভোগীদেরই দোষারোপ করেন। তিনি পথচারীদের ভিডিও করা বন্ধ করতে হুমকি দেন। এবং তারপর অবিশ্বাস্য ঔদ্ধত্যের সঙ্গে পুলিশকে বলেন যে তাঁর বাবা এমন একজন বিধায়ক যিনি এমনকি একটি খুনের ঘটনাও সামলাতে পারেন।এটি কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। লখিমপুর খেরিতে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অজয় মিশ্র তেনির ছেলে ঠাণ্ডা মাথায় গাড়ি চাপা দিয়ে ৫ জনকে হত্যা করে। মন্ত্রী তাঁর মন্ত্রিসভার পদ ধরে রেখেছিলেন। এই ধরনের ধারাবাহিক ঘটনা কোনও কাকতালীয় ব্যাপার নয়। এটা সংস্কৃতি। বিজেপির সংস্কৃতি।যেখানে ক্ষমতা নিরঙ্কুশ, পরিণাম ঐচ্ছিক, এবং মানুষের জীবন হলো এমন এক অসুবিধা যা 'সঠিক' ব্যক্তিকে একটি ফোন কলের মাধ্যমেই সমাধান করা যায়।

দু'দিনের শ্রীলঙ্কা সফরে ভারতের উপরাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১৭ এপ্রিল ঃ ভারতের উপরাষ্ট্রপতি সি পি রাধাকৃষ্ণন রবিবার দু'দিনের সফরে শ্রীলঙ্কা যাবেন। শুক্রবার বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে, এটা শ্রীলঙ্কায় তাঁর প্রথম দ্বিপাক্ষিক সফর। শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের কথা রয়েছে।বিদেশ মন্ত্রক সূত্রে জানা গেছে, এই সফরে উপরাষ্ট্রপতি সি পি রাধাকৃষ্ণন সাক্ষাৎ করবেন শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতি অনুরা কুমারা দিসানায়েকর সঙ্গে। পাশাপাশি, সেদেশের প্রধানমন্ত্রী ড. হরিণী অমরসূর্য এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও প্রবাসী ভারতীয়দের

সঙ্গেও সাক্ষাৎ করবেন।উল্লেখ্য, দুই দেশের মধ্যে সাম্প্রতিক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকের পর উপরাষ্ট্রপতির এই শ্রীলঙ্কা সফর ভারত ও শ্রীলঙ্কার মধ্যে শতাব্দীপ্রাচীন সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করবে বলে মনে হয়।

লোকসভায় রাহুল গান্ধীর বিতর্কিত মন্তব্য ঘিরে তুমুল হট্টগোল

নয়াদিল্লি(সংবাদ সস্থা), ১৭ এপ্রিল ঃ লোকসভায় মহিলা সংরক্ষণ বিল নিয়ে আলোচনার সময় লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশে একটি বিতর্কিত শব্দ ব্যবহার করায় সভায় তীব্র হট্টগোল শুরু হয়। শাসক দলের পক্ষ থেকে এই নিয়ে তীব্র আপত্তি জানানো হয়। কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং রাহুল গান্ধীর এই মন্তব্যের তীব্র নিন্দা করে এটিকে অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক বলে মন্তব্য করেন। এও বলেন, এটি শুধু প্রধানমন্ত্রীর প্রতিই নয়, দেশের মানুষের প্রতিও অপমানজনক। রাজনাথ সিং বলেন, দেশের মানুষই প্রধানমন্ত্রীকে এই পদে নির্বাচিত করেছেন এবং এই ধরনের ভাষা ব্যবহার করা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের

পরিপন্থী। তিনি দাবি করেন যে রাহুল গান্ধীর ব্যবহৃত শব্দগুলো সভার কার্যবিবরণী থেকে অপসারণ করা হোক এবং তিনি যেন দেশবাসীর কাছে ক্ষমা চান।লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা বলেন, সংসদের মর্যাদা রক্ষা করা সকল সদস্যের দায়িত্ব। সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজুও রাহুল গান্ধীর ভাষা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। বলেন, প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে এই ধরনের মন্তব্য অনুচিত।

কোচবিহারের নির্বাচনী সভা থেকে বিজেপিকে নিশানা মমতার

নিজস্ব প্রতিনিধি,কোচবিহার, ১৭ এপ্রিলঃ কোচবিহারের রাসমেলা ময়দানে নির্বাচনী সভায় শুক্রবার বিজেপিকে নিশানা করলেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতা বলেন, আমাদের প্রার্থীর বাড়িতে তল্লাশি করছেন। আমার গাড়ি তল্লাশির চেষ্টা করছেন। নির্লজ্জ দল বিজেপি। বিজেপিকে নিশানা করে তিনি এও বলেন, বিজেপি কিছু জায়গায় টাকা দিয়ে নির্দল প্রার্থী দাড় করিয়েছে। তাদের থেকে সাবধান। তিনি আরও বলেন, বাংলায় জয়ী হলে বিজেপি সরকার ভাঙবই। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে।এ দিন তিনি প্রধানমন্ত্রীকে নিশানা করে বলেন, প্রধানমন্ত্রী দিন কয়েক আগে এখানে সভা করে বলে গেলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নে কোনও কাজ হয়নি। প্রধানমন্ত্রীর চেয়ারে বসে এমন কথা ঠিক নয়। যদিও ওই পদে তিনি আর বেশি দিন থাকবেন না। উত্তরবঙ্গ উন্নয়নে ১ লক্ষ ৭২ হাজার কোটি টাকা খরচ করেছি। জেনে কথা বলুন। শুধু পার্টি যা বলল তা শুনে বক্তব্য রাখবেন না। শুধু তাই নয়, প্রধানমন্ত্রী তাঁর কোনও প্রতিশ্রুতি পালন করতে পারেননি বলেও তোপ দাগেন মমতা। কোচবিহারের রাসমেলার মাঠে নির্বাচনী সভা থেকে অসমের মুখ্যমন্ত্রী বিজেপির হিমন্ত বিশ্ব শর্মাকে নিশানা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, বাংলা বিরোধী কিছু শক্তি এখানে মিটিং করেছিলেন। অসম থেকে এসেছিলেন। অসমের মুখ্যমন্ত্রী ট্রেনে করে লোক এনে এখানে সভা করবেন, যারা আবার কোচবিহারের মানুষকে এনআরসি নোটিস পাঠায়।

হলফনামা খতিয়ে দেখে একটি রিপোর্ট পেশ করেছে এক সংগঠন

কলকাতা,১৭এপ্রিলঃবিধানসভা ভোটের প্রার্থীদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি অপরাধ থেকে সম্পত্তির খতিয়ানের একাধিক চমকপ্রদ তথ্য উঠে এসেছে হলফনামা থেকে। প্রথম পর্যায়ের ভোটের ১৫২ টি কেন্দ্রের ১৪৭৫ জন প্রার্থীর হলফনামা খতিয়ে দেখি একটি রিপোর্ট পেশ করেছে এক সংগঠন। 'ওয়েস্ট বেঙ্গল ইলেকশন ওয়াচের' আহবায়ক উজ্জয়িনী হালিম এক সাংবাদিক বৈঠকে জানান, এই প্রার্থীদের মধ্যে ৩৪৫ জনের বিরুদ্ধে ফৌজদারি অপরাধ রয়েছে। ২৯৪ জন প্রার্থীর বিরুদ্ধে গুরুতর ফৌজদারি অপরাধ রয়েছে। ১৯ জনের বিরুদ্ধে খুনের মামলা ও ১০৫ জনের বিরুদ্ধে খুনের চেষ্টা, ৯৮ জনের বিরুদ্ধে মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধের অভিযোগ রয়েছে। এছাড়াও ৩০৯ জন কোটিপতি প্রার্থী রয়েছেন। সমীক্ষার রিপোর্ট অনুযায়ী, কোটিপতি প্রার্থী হিসেবে সবার শীর্ষে আছেন মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী জাকির হোসেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে রয়েছেন যথাক্রমে বাঁকুড়ার বড়জোড়ার তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী গৌতম মিশ্র এবং দুর্গাপুর পশ্চিমের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী কবি দত্ত। খবর সূত্র থেকে জানা আজই।

দিল্লির উপরাজ্যপালকে শুভেচ্ছা ট্রাম্পের

নয়াদিল্লি ও ওয়াশিংটন, ১৭ এপ্রিল ঃ তরণজি সিং সান্ধু দিল্লির লেফটেন্যান্ট গভর্নর (উপরাজ্যপাল) হয়েছেন গত ৫ মার্চ। শুক্রবার তাঁকে অভিনন্দন জানালেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তরণজি সিং সান্ধু ২০২০ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত আমেরিকায় ভারতের রাষ্ট্রদূত হিসাবে দায়িত্ব ভার সামলেছেন।তাঁর নিজস্ব সমাজমাধ্যমে দেওয়া শুভেচ্ছাবার্তায় ট্রাম্প লিখেছেন, দিল্লির নতুন লেফটেন্যান্ট গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করায় তরণজি সান্ধুকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন! একজন অভিজ্ঞ কূটনীতিক এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত হিসেবে তিনি সর্বদা আমেরিকা ও ভারতের মধ্যে সম্পর্ক সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে গভীর অঙ্গীকার প্রদর্শন করেছেন। দিল্লির অগ্রগতিতে নেতৃত্ব প্রদানে এবং বৈশ্বিক সম্পর্ককে আরও এগিয়ে নিতে তাঁর সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি বলে জানান।

তৃতীয়বারের জন্য রাজ্যসভার ডেপুটি চেয়ারম্যান হলেন হরিবংশ

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১৭ এপ্রিল ঃ শুক্রবার হরিবংশ টানা তিনবার রাজ্যসভার ডেপুটি চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচিত হলেন। বিরোধী দলগুলি কোনও প্রার্থী না দেওয়ায় তিনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন।বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রাজ্যসভার ডেপুটি চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচিত হওয়ায় হরিবংশ নারায়ণ সিংহের প্রশংসা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, টানা তিন বার ডেপুটি চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়া, আপনার প্রতি এই সভার গভীর আস্থারই প্রমাণ। আপনার অভিজ্ঞতা থেকে এই সভা অতীতে সুফল পেয়েছে। আপনার সবাইকে সঙ্গে নিয়ে চলার যে চেষ্টা, এটা তারও প্রমাণ। তিনি শুধু সভার কাজ

পরিচালনাই করেন না, বরং তাঁর অতীতের অভিজ্ঞতাকে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে কাজে লাগিয়ে সভাকে সমৃদ্ধ করেন। আমি আত্মবিশ্বাসী যে ডেপুটি চেয়ারম্যান ভারসাম্য বজায় রেখে নিষ্ঠার সঙ্গে সভাকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। আমাদের সবার প্রচেষ্টায় এই সভার মর্যাদা নতুন উচ্চতায় পৌঁছবে।

তিন দিনের জন্য স্থগিত পঞ্জাবের কৃষক সংগঠনগুলোর ' রেল রোকো' আন্দোলন

লুধিয়ানা, ১৭ এপ্রিল ঃতিন দিনের জন্য ' রেল রোকো' আন্দোলন স্থগিত করেছে পঞ্জাবের কৃষক সংগঠনগুলো। জানা গেছে, সরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনার পর রাজ্যজুড়ে কৃষক সংগঠনগুলোর পূর্বনির্ধারিত 'রেল রোকো' আন্দোলন তিন দিনের জন্য স্থগিত হয়েছে।অভিযোগ, কেন্দ্রীয় সরকার ও অন্য এজেন্সি কৃষকদের থেকে গম সংগ্রহে দেরি করছে। সংগ্রহের নিয়মে ছাড়ও দিচ্ছে না। তার প্রতিবাদে শুক্রবার পঞ্জাব জুড়ে তিন ঘণ্টার রেল রোকো আন্দোলনের ডাক দিয়েছিল কৃষকদের একাধিক সংগঠন। রেল অবরোধ এ দিন বেলা ১২টায় শুরু হয়ে বিকেল ৩টে পর্যন্ত হওয়ার কথা ছিল। কৃষক সংগঠনগুলির বক্তব্য, অসময়ের বৃষ্টি ও শিলাবৃষ্টিতে গমের ফলনে এমনিতেই ক্ষতি হয়েছে। তা সত্ত্বেও রাজ্য সরকার গম সংগ্রহে অযথা দেরি করছে। সংগ্রহের নিয়মেও ছাড় মিলছে না। গুরুদাসপুর, লুধিয়ানা, হোসিয়ারপুর, বারনালা, কাপুরথালা, পাঠানকোট, ভাটিন্ডা-সহ বহু জায়গায় রেল অবরোধ হওয়ার কথা ছিল এ দিন। কিন্তু তিন দিনের জন্য ' রেল রোকো' আন্দোলন স্থগিত ঘোষণা করা হয়। জানা গেছে, শুক্রবার কৃষক সংগঠনগুলির নেতারা একটি অনলাইন বৈঠক করার পরই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এক কৃষক নেতা বলেন, সরকারি কর্মকর্তারা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন এবং আশ্বাস দিয়েছেন যে, গম সংগ্রহ শীঘ্রই কার্যকর করা হবে। তাঁরা আমাদের এও জানিয়েছেন যে, বেশ কয়েকটি মান্ডিতে ইতিমধ্যেই গম সংগ্রহ শুরু হয়ে গেছে। তাই আমরা পঞ্জাব সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার উভয়কেই তিন দিনের সময় দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এই সময়ের মধ্যে দাবি পূরণ না হলে আমরা আমাদের দাবি আদায়ের লক্ষ্যে আন্দোলন পুনরায় শুরু করব।

ভোটের মুখে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা ও তথ্যপ্রকাশ নিয়ে উদ্বেগ জানিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিনিধিদল

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা,১৭এপ্রিলঃভোটের মুখে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা ও তথ্যপ্রকাশ নিয়ে উদ্বেগ জানিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিনিধিদল আজ রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের সঙ্গে দেখা করেছে । শশী পাঁজা, অরূপ বিশ্বাস, নাদিমুল হক সহ তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা আজ রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়ালের সঙ্গে দেখা করেন। পরে মন্ত্রী শশী পাঁজা জানান, কেরলে ভোটের পরিসংখ্যান এখনও ওয়েবসাইটে আপলোড হয়নি, যা স্বাভাবিক নয়। এই ধরনের পরিস্থিতি বাংলায়ও তৈরি হতে পারে কি না, তা নিয়েই উদ্বিগ্ন তাঁরা।অন্য দিকে, মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস আরও সরব হয়ে কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তাঁর দাবি, অতীতের কিছু ঘটনা তাঁদের আতঙ্কিত করেছে। নির্বাচন কমিশনকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও নিরপেক্ষ ভূমিকা বজায় রাখার আহ্বান জানান তিনি।

ডঃ জিতেন্দ্র সিং বলেছেন, আধুনিক যুদ্ধ সম্পূর্ণ প্রযুক্তিনির্ভর

নয়াদিল্লি(পিআইবি)ঃআম্বেদকর ইন্টারন্যাশনাল সেন্টরে জাতীয় প্রযুক্তি দিবস উদযাপন উপলক্ষে ভাষণে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ জিতেন্দ্র সিং বলেছেন আধুনিক যুদ্ধ সম্পূর্ণ প্রযুক্তিনির্ভর এবং গত চার দিনে ভারতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হত পারে তিনি জোর দিয়েছেন যে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর গত এক দশকের শাসনকালে দেশজ প্রযুক্তি উন্নয়নে ভারতের দ্রুত অগ্রগতি এবং আধুনিক যুদ্ধে তার প্রভাবের উপর।বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী, পৃথ্বী বিজ্ঞানের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী, পারমাণবিক শক্তি দপ্তর, মহাকাশ দপ্তর এবং কর্মীবর্গ, গণঅভিযোগ ও অবসরভাতা দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী ডঃ জিতেন্দ্র সিং জোর দিয়ে বলেছেন আধুনিক যুদ্ধ প্রযুক্তি নির্ভর এবং গত চার দিন আবার প্রমাণ করেছে ভারতের প্রযুক্তিগত শক্তিকে। তিনি গর্বের সঙ্গে বলেন যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দূরদর্শী নেতৃত্বে ভারত সাফল্যের সঙ্গে দেশজ প্রযুক্তির উন্নয়ন ও প্রয়োগ ঘটিয়েছে যা উল্লেখযোগ্যভাবে জাতীয় নিরাপত্তা এবং প্রতিরক্ষা সক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে।ডঃ জিতেন্দ্র সিং বলেন বর্তমানে প্রতিরক্ষায় ব্যবহৃত বেশিরভাগ প্রযুক্তিই দেশে তৈরি এবং প্রধানমন্ত্রী মোদীই সেই ব্যক্তি যিনি আত্মনির্ভর ভারত হওয়ার আত্মবিশ্বাস জাগিয়েছেন আমাদের মধ্যে।জাতীয় প্রযুক্তি দিবসের সূত্র স্মরণ করে ডঃ জিতেন্দ্র সিং বলেন, এই দিনটি প্রথম পালিত হয়েছিল ১৯৯৮ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর ভাবনা অনুযায়ী সফল পোখরান পরমাণু পরীক্ষার উদযাপনের লক্ষ্যে। তিনি

আরও বলেন, ১৯৯৮ সালে যে ভাবনা আমাদের অনুপ্রাণিত করেছিল তা প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে আরও পরিণত হয়েছে, ভারতকে পরিণত করেছে বিশ্বপ্রযুক্তি নেতাতে।ডঃ জিতেন্দ্র সিং বলেন যে ২০১৪ থেকে অভ্যন্তরীণ নির্মাণের উপর সবচেয়ে বেশি অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মোদীর নিরন্তর আত্মনির্ভরতা অর্জনে জোর দেওয়ায় এটা সম্ভব হয়েছে। তিনি বলেন, ভারত আর বহিঃশক্তির উপর নির্ভরশীল নয়, আমাদের আধুনিক যুদ্ধের সাফল্য Viksit Bharat ২০৪৭-এর লক্ষ্যে অগ্রগতির প্রতিফলন।বৈজ্ঞানিক অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করে ডঃ জিতেন্দ্র সিং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তরের অধীন টেকনোলজি ডেভলপমেন্ট বোর্ড (টিডিবি)-এর প্রশংসা করেন বিটিং রিট্রিট অনুষ্ঠানে ১০০০ ড্রোন প্রদর্শনী সহ প্রথম শ্রেণীর উদ্যোগকে সাহায্য করার জন্য। তিনি বলেন ড্রোন, যা একদা ছিল প্রতীকী, তা এখন ভারতের বিবর্তিত প্রতিরক্ষা পরিমণ্ডলের কেন্দ্রবিন্দুতে।টিডিবি-র প্রতি বছর নতুন থিম স্থির করার ঐতিহ্যের প্রশংসা করেন ডঃ জিতেন্দ্র সিং এবং তুলে ধরেন এ বছরের থিম ' যা অত্যাধুনিক গবেষণা ও প্রযুক্তিগত উন্নতির মাধ্যমে রূপান্তরকে চিহ্নিত করে।তিনি গর্বের সঙ্গে জানান, ভারত গত এক দশকে তার প্রতিরক্ষা ক্ষমতা যথেষ্ট বৃদ্ধি করেছে এবং বৈজ্ঞানিক কাজকর্মের বৃদ্ধির উপযোগী পরিমণ্ডলের জন্য কৃতিত্ব দেন প্রধানমন্ত্রী মোদীকে। তিনি বলেন, ভারতে কখনও প্রতিভার অভাব ছিল না, কিন্তু এখন আমাদের নেতৃত্ব আছে, যা উদ্ভাবনের পৃষ্ঠপোষকতা করে।বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবনে ভারতের চমকপ্রদ অগ্রগতিকে তুলে ধরে ডঃ জিতেন্দ্র সিং বলেন, দেশের ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক মর্যাদার প্রতিফলন বেশ কয়েকটি সাফল্য। এই সূত্রে তিনি আন্তর্জাতিক উদ্ভাবন সূচকে ভারতে ৮১তম স্থান থেকে ৩৯তম স্থানে উঠে আসার বিষয়টি উল্লেখ করেন। তিনি জানান, পেটেন্টের ৫৬ শতাংশই নথিভুক্ত করছে এদেশে বসবাসকারী ভারতীয়রাই - এটি দেশজ উদ্ভাবনের অগ্রগতির লক্ষণ। ভারত বিশ্বে তৃতীয় বৃহত্তম স্টার্টআপ পরিমণ্ডল হয়ে উঠেছে, উদ্যোগ এবং প্রযুক্তির অগ্রগতিকে উসাহ দিয়ে। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে রপ্তানির উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটেছে, ২,০০০ কোটি থেকে পৌঁছেছে ১৬,০০০ কোটি টাকাতে, দেশজ সক্ষমতার শক্তিকে তুলে ধরেছে। তিনি আরও বলেন, যে গ্রস এক্সপেনডিচার অন রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (জিইআরডি)-র জন্য বাজেট বরাদ্দ দ্বিগুণেরও বেশি বেড়েছে, ৬০,০০০ কোটি থেকে ১,২৭,০০০ কোটি টাকা হয়েছে। পাশাপাশি ডিএসটি এবং ডিবিটি-র বাজেট ১০০ শতাংশের বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। উল্লেখযোগ্য মহাকাশ ক্ষেত্রের বাজেট প্রায় তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, এই ক্ষেত্রটিকে বেসরকারি ক্ষেত্রের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়ায় যা ভারতকে ভবিষ্যতের প্রযুক্তি শক্তি হিসেবে তুলে ধরেছে।ডঃ জিতেন্দ্র সিং 'ওয়ান নেশন, ওয়ান সাবস্ক্রিপশন'-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগেরও উল্লেখ করেন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তরের অধীনে ফেলোশিপের জন্য একটিমাত্র পোর্টালেরও উল্লেখ করেন তিনি, যাতে ভারতে গবেষণা করা সহজ হয়ে উঠেছে।অনুষ্ঠানে গত পাঁচ বছর টিডিবি-র সাহায্যপ্রাপ্ত সুপার ৩০ স্টার্টআপস-এর কমপেনডিয়াম প্রকাশ করেন ডঃ জিতেন্দ্র সিং এবং ন্যাশনাল কোয়ান্টাম মিশনের অধীনে প্রস্তাব দেওয়ার জন্য দুটি নতুন উদ্যোগের সূচনা করেন। কার্বন ক্যাপচার, ইউটিলাইজেশন অ্যান্ড স্টোরেজ (সিসিইউএস)-এর জন্য পাইলট প্রকল্প নিয়ে কাজ করা, শিল্প-শিক্ষা সংগঠনকে প্রকল্প অনুদান তুলে দেন তিনি।ভাষণের শেষে ডঃ জিতেন্দ্র সিং বলেন, ২৭তম জাতীয় প্রযুক্তি দিবসে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে ভারতের নেতৃত্বকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির বিষয়টি উদযাপন করা হচ্ছে, ™à India ২০৪৭-এর জন্য সুর বেঁধে দিয়েছে।অনুষ্ঠানে যোগ দেন পদ্মভূষণ অজয় চৌধুরী, যিনি বিদেশী প্রযুক্তির উপর নির্ভরতা কমাতে দেশজুড়ে উদ্যোগের উপর জোর দেন এবং প্রকৃত আত্মনির্ভরতা অর্জনে অনুসন্ধান এনআরএফ-এর মতো উদ্যোগের পক্ষে সরব হন।অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ডিএসটি-র সচিব ডঃ অভয় কারান্ডিকর, ডিবিটি-র সচিব ডঃ রাজেশ গোখলে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জগতের বৈজ্ঞানিক ও বিশিষ্ট জন ছাড়াও শীর্ষ আধিকারিকেরা।

সিবিএসই দশম শ্রেণির বোর্ড পরীক্ষায় সাফল্যের নিরিখে নজর কাড়ল নারায়ণা স্কুল

নিজস্ব প্রতিনিধি,হাওড়া,১৭এপ্রিলঃএবার সিবিএসই দশম শ্রেণির বোর্ড পরীক্ষায় সাফল্যের নিরিখে এবার নজর কা।ল নারায়ণা স্কুল। হাওড়ার ছাত্ররা সিবিএসই দ্বারা পরিচালিত দশম শ্রেণির ওই বোর্ড পরীক্ষায় দুর্দান্ত পারফর্ম করেছে। ফলাফলে দশম শ্রেণীর ১৬ জন ছাত্র ৯৫ শতকরা এরও বেশি নম্বর পেয়েছে। ৪৫ জন ছাত্র ৯০ এর বেশি নম্বর পেয়েছে। জানা গেছে, দশম শ্রেণির সেরারা হলেন ঋদ্ধি ভার্মা (৯৯.৪ শতকরা), দর্শন ব্যানার্জী (৯৯.৪), সোহম শীল (৯৮.২), অরিত্রম কর্মকার (৯৮.২), সত্যনারায়ণ মাঝি (৯৮শতকরা), দীপ্ত আদক (৯৮), আদিত্য কোঠারি (৯৮শতকরা)। স্কুলের অধ্যাপক কৌশিক রায় জানান, স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা সিবিএসই পরীক্ষায় খুব ভালো ফল করেছে। স্কুলের ফল ১০০ শতাংশ হয়েছে। ওই স্কুলের সিনিয়র সেকেন্ডারি ডিন সতীশ সিং বলেন, স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের পারফরম্যান্স খুব ভালো হয়েছে। ওই স্কুলের মাধ্যমিক ডিন আঁচল আগরওয়াল সফল শিক্ষার্থীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করেন।

রাশিফল

মেষঃ আজকের দিনটা আপনার জন্য ভরা থাকবে ইতিবাচক শক্তি আর নতুন সম্ভাবনায়। শুভ দিন।
বৃষঃ আজকের দিনটা আপনার জন্য নতুন সম্ভাবনার ভিত্তি তৈরি করতে পারে। ব্যবসায় সাফল্য হতে পারে।
মিথুনঃ দুর্দশায় থাকা কারোকে সাহায্য করতে আপনার শক্তি ব্যবহার করুন। আর্থিক উন্নতি হবে
কর্কট রাশি ঃকোনো বন্ধুর শীতল আচরণ আপনার খারাপ লাগতে পারে। কিন্তু নিজেকে ঠান্ডা রাখার চেষ্টা করুন। বিবাহের যোগ হবে।
সিংহঃ আজ আপনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ আসবে। আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়বে, যার ফলে আপনি আপনার ভাবনা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে পারবেন। অর্থ ব্যয়।
কন্যাঃআজ খুবই অনুকূল দিন হতে পারে। আপনার পরিশ্রম এখন ফল দিতে শুরু করেছে, যার ফলে নতুন সুযোগ আসবে। কর্মক্ষেত্রে কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন দেখা যাবে।
তুলাঃ আপনার শিশুসুলভ স্বভাব ভেসে উঠবে এবং আপনি একটি কৌতুকপূর্ণ মেজাজের মধ্যে থাকবেন। সন্তান হতে পারে আজ।
বৃশ্চিকঃ সামগ্রিক স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে কিন্তু ভ্রমণ ধকলসাধ্য এবং চাপের প্রমাণিত হতে পারে। শুভদিন
ধনুঃ আজকের দিন আপনার জন্য নতুন অভিজ্ঞতা আর আইডিয়ার দরজা খুলে দেবে। আর্থিক উন্নতি।
মকরঃ আজকের দিনটা আপনার জন্য নতুন শুরু করার দিন।
কুম্ভঃ অতিরিক্ত খাওয়া এড়িয়ে চলুন এবং আপনার ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখুন। ব্যবসায় সাফল্য হতে পারে।
মীনঃ আপনি কিছু আঘাতের সম্মুখীন হলে চরম সাহস এবং শক্তি প্রদর্শন করা প্রয়োজন। আপনি আপনার আশাবাদী মনোভাব দ্বারা সহজেই এর থেকে অতিক্রম করতে পারবেন। সন্তান হতে পারে আজ।

আবহাওয়া

কলকাতার তাপমাত্রা স্বাভাবিকের নিচে থাকলেও আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তিকর গরম থেকে এখনই মুক্তি নেই। শুক্রবার সারাদিন এই পরিস্থিতি বজায় থাকবে। তবে আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, সপ্তাহান্তেই রাজ্যজুড়ে আবহাওয়ার বড়সড় পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে।শুক্রবার কলকাতার আকাশ মূলত আংশিক মেঘলা থাকবে। বিকেলের পর বা সন্ধ্যার দিকে বেশ কিছু জেলায় কালবৈশাখী ঝ।রে সঙ্গে বজ্রবিদ্যু-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে ৩৩ এবং ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে। আগামী দু'দিন দক্ষিণবঙ্গে দিনের তাপমাত্রা ২-৩ ডিগ্রি কমলেও, পরবর্তীতে তা ধীরে ধীরে ৩-৪ ডিগ্রি বাড়বে।আলিপুর আবহাওয়া দফতরের মতে, একটি নিম্নচাপ অক্ষরেখা দক্ষিণ-পূর্ব রাজস্থান থেকে মণিপুর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। এর পাশাপাশি উত্তর বাংলাদেশ সংলগ্ন অঞ্চলে একটি ঘূর্ণাবর্ত অবস্থান করছে। এর ফলে বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর জলীয় বাষ্প প্রবেশ করায় দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় এদিন বজ্রঝড় ও বৃষ্টির পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।এদিন দক্ষিণবঙ্গে বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রপাত ও ঝড়বৃষ্টি চলবে। ঝোড়ো হাওয়ার গতিবেগ ঘণ্টায় ৩০-৪০ কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে। তবে আগামীকাল শনিবার থেকে বৃষ্টির দাপট কমবে। মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, নদিয়া ও পূর্ব বর্ধমানে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলেও বাকি জেলাগুলিতে আবহাওয়া শুষ্ক থাকবে। আগামী সপ্তাহ থেকে পুরুলিয়া, বাঁকু।া, পশ্চিম বর্ধমান ও ঝা।গ্রামে তীব্র অস্বস্তিকর গরমের পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই এদিন বজ্রপাত-সহ ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষ করে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারে ঝোড়ো হাওয়ার দাপট বেশি থাকবে। শনিবারও এই পাঁচ জেলায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। বুধবার পর্যন্ত পাহাড়ি এলাকায় বৃষ্টি চললেও সমতলে আবহাওয়া শুষ্ক হতে শুরু করবে এবং গরম বাড়বে।বৃহস্পতিবার কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩২.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে ৩.২ ডিগ্রি কম। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার সর্বোচ্চ পরিমাণ ছিল ৯১ শতাংশ, যার ফলে ভ্যাপসা গরম অনুভূত হয়েছে।আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৮৭ শত করা এবং সর্বনিম্ন ৪৭ শতকরা হতে পারে। বৃষ্টিপাত হয়েছে বৃহস্পতিবার খবর সূত্র থেকে জানা যায় মনে হয়েছে।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৯টা ৫৫মিনিট এবং রাত ১ টা ৫৫ মিনিটে। **ভাটা**-দুপুর ০১টা ৫৫মিনিট এবং রাত ০৯টা ৫৫ মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫টা ১৮মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ৫৯মিনিটে হতে পারে।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

নাকা তল্লাশিতে বিপুল নগদ উদ্ধার, জয়নগরে গ্রেপ্তার বাইক আরোহী

নিজস্ব সংবাদদাতা,জয়নগর, ১৭ এপ্রিল ঃ স্বচ্ছ ও অবাধ নির্বাচন নিশ্চিত করতে দক্ষিণ ২৪ পরগনায় নজরদারি আরও কড়া করেছে প্রশাসন। জেলার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার মোড়ে বসানো হয়েছে নাকা তল্লাশির শিবির, পাশাপাশি টহল দিচ্ছে আধুনিক পিটিজেড় ক্যামেরা-সহ এসএসটি ও এফএসটি দলের বিশেষ যান। এই কড়া নজরদারির মধ্যেই জয়নগরে এক অভিযানে বিপুল পরিমাণ নগদ অর্থ উদ্ধার করে প্রশাসন, যা ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। শুক্রবার দুপুরে জয়নগরের বকুলতলা থানার অন্তর্গত বুড়োরঘাট এলাকায় নাকা তল্লাশির সময় একটি বাইককে থামানো হয়। বাইক আরোহীর আচরণ সন্দেহজনক মনে হওয়ায় তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন কর্তব্যরত আধিকারিকরা। পরে ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে তাঁর সঙ্গে থাকা ব্যাগ তল্লাশি করা হলে উদ্ধার হয় ৩ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা নগদ। এত বিপুল অঙ্কের টাকা কোথা থেকে এসেছে এবং কী উদ্দেশ্যে তা বহন করা হচ্ছিল, সে বিষয়ে সন্তোষজনক কোনও ব্যাখ্যা দিতে পারেননি ওই ব্যক্তি। জিজ্ঞাসাবাদের সময় তাঁর বক্তব্যে অসঙ্গতি ধরা প৷ায় সঃেদহ আরও ঘনীভূত হয়। এরপরই তাঁকে আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়।

স্টিং ভিডিও বিতর্কে উত্তাল রাজনীতি, তদন্ত চেয়ে হাই কোর্টে দ্বারস্থ হুমায়ুন

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ১৭ এপ্রিল ঃ ভোটের আবহে ফের এক বিতর্ককে কেন্দ্র করে সরগরম রাজ্য রাজনীতি। আমজনতা উন্নয়ন পার্টির চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবীরকে ঘিরে ছড়িয়ে পড়া একটি স্টিং ভিডিও নিয়ে শুরু হয়েছে তীব্র চাপানউতোর। এই পরিস্থিতিতেই ভিডিওটির সত্যতা যাচাই এবং যথাযথ তদন্তের দাবিতে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন আমজনতা উন্নয়ন পার্টির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। শুক্রবার বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের এজলাসে এই সংক্রান্ত মামলা দায়ের হয়। আদালতের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে, গোটা ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত করে প্রকৃত সত্য সামনে আনা হোক। আগামী ২২ এপ্রিল এই মামলার শুনানি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। মামলাকারীর অভিযোগ, পরিকল্পিতভাবে তাঁর ভাবমূর্তি নষ্ট করার উদ্দেশ্যেই এই স্টিং ভিডিও তৈরি করে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল করা হয়েছে। তাঁর দাবি, এই ভিডিও সম্পূর্ণরূপে ষড়যন্ত্রের ফল এবং এর সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের চিহ্নিত করা প্রয়োজন। সেই কারণেই আদালতের হস্তক্ষেপ চেয়ে আবেদন জানানো হয়েছে। উল্লেখ্য, গত ৯ এপ্রিল হুমায়ুন কবীরকে নিয়ে একটি বিতর্কিত স্টিং ভিডিও প্রকাশ্যে আসে। ভিডিওটিতে এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর কথোপকথন

শোনা যায় বলে দাবি করা হচ্ছে। সেখানে হুমায়ুন কবীরকে বলতে শোনা যায়, যে কোনও মূল্যে আমি মমতাকে সরাতে চাই। শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। তিনি আমাকে বলেন দিল্লি নিয়ে গিয়ে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবেন। আমার প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের সঙ্গেও কথা হয়েছে। আম জনতা উন্নয়ন পার্টির চেয়ারম্যান বলতে থাকেন, প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকেই আমাকে বলা হয়, মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদবের সঙ্গে কথা বলতে। মোহন যাদবজির সঙ্গে আমার নিয়মিত কথা হচ্ছে। এছাড়াও ওই কথোপকথনে মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব এবং অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মার সঙ্গে যোগাযোগের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে বলে দাবি। ভিডিওতে হুমায়ুন কবীরকে আরও বলতে শোনা যায়, রাজ্যে মুসলিম ভোটব্যাঙ্ককে প্রভাবিত করার পরিকল্পনা রয়েছে তাঁর এবং সেই লক্ষ্যে বিপুল অর্থের প্রয়োজন। এমনকি প্রতিটি কেন্দ্রে কয়েক কোটি টাকা খরচের কথাও সেখানে উঠে এসেছে বলে অভিযোগ। একাধিকবার তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছে, রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগের কথাও। ভিডিওতে আরও দাবি করা হয়েছে, আমি অন্তত ৭০-৮০টি মুসলিম অধ্যুষিত আসন পাব। মোহন যাদব-শুভেন্দু অধিকারীরা আমাকে বলেছেন, সেটা করতে পারলে আমাকে সোজা উপমুখ্যমন্ত্রী করে দেবে। সেটাই আমি চাই। কিন্তু তাঁর পক্ষে ৭০-৮০ আসন পাওয়া সম্ভব কি? প্রশ্ন করেন ভিডিও-তে থাকা দ্বিতীয় ব্যক্তি। জবাবে হুমায়ুন বলেন, হ্যাঁ, অবশ্যই সম্ভব। আমি মুসলিমদের বোকা বানানোর পরিকল্পনা ছেপে ফেলেছি। সেটার জন্য আমার কিছু টাকার দরকার। প্রতিটি কেন্দ্রে ৩-৪ কোটি টাকা করে খরচ করতে হবে। সব মিলিয়ে হাজার কোটি টাকা দরকার। হুমায়ুন বলেন, বাবরি ইস্যুটা তোলার পর মানুষের আবেগ যেভাবে আমার দিকে ঝুঁকেছে তাতে আমি নিশ্চিত ৮০-৯০ আসন পাবই। তবে এই ভিডিওর সত্যতা নিয়ে শুরু থেকেই প্রশ্ন উঠেছে। সংশ্লিষ্ট মহলের একাংশের মতে, এটি বিকৃত বা প্রযুক্তির সাহায্যে তৈরি হতে পারে। পরিস্থিতি আরও জটিল হয় যখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বাংলায় নির্বাচনী প্রচারে এসে ইঙ্গিত দেন, এই ধরনের ভিডিও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে তৈরি হতে পারে। তাঁর এই মন্তব্যের পর থেকেই বিতর্ক নতুন মাত্রা পায়। এই প্রেক্ষাপটে আদালতের দ্বারস্থ হয়ে নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি আরও জোরালো হয়েছে। রাজনৈতিক মহলের একাংশ মনে করছে, এই মামলার রায় রাজ্যের ভোটের আবহে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলতে পারে। এখন নজর রয়েছে আগামী ২২ এপ্রিলের শুনানির দিকে, যেখানে আদালতের পর্যবেক্ষণই এই বিতর্কের ভবিষ্যৎ দিক নির্ধারণ করতে পারে।

স্বাস্থ্য পরীক্ষার নতুন দিগন্ত,রেমিডিয়াম ল্যাবের নতুন শাখা উদ্বোধন

আশিস কুমার ঘোষ, কলকাতা ঃ নতুন বছরে সাধারণ মধ্যবিত্ত রোগীদের জন্য সুখবর। কলকাতার উপকণ্ঠ দমদম এয়ারপোর্ট ২.৫ নং গেট মতিলাল কলোনি রাজবাড়ী এলাকায় উদ্বোধন হলো পূর্ব ভারতের প্রথম কস্ট প্রাইসিং ডায়াগনস্টিক ল্যাব রেমিডিয়াম ল্যাবস এর নতুন শাখা। সংস্থার মুখ্য প্রশাসক সুলগ্না মুখার্জি চ্যাটার্জী ফিতা কেটে দ্বারোদ্ঘাটন করেন এই নবম কালেকশন সেন্টারের। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তি চিকিৎসক ও গণ্যমান্য অতিথিদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়। বর্তমান সময়ে চিকিৎসা খরচ সাধারণ মানুষের জন্য একটা বড় উদ্বেগের বিষয়। এই সমস্যার সমাধানেই রেমিডিয়াম ল্যাবস নিয়ে এসেছে কস্ট প্রাইসিং মডেল, যার মাধ্যমে সাধারণ মানুষ অত্যন্ত কম খরচে আন্তর্জাতিক মানের ডায়াগনস্টিক পরিষেবা পাবেন। এই নতুন ডায়গনস্টিক সেন্টার এর মাধ্যমে এলাকার সাধারণ মানুষ অত্যন্ত কম খরচে আন্তর্জাতিক মানের ডায়াগনস্টিক পরিষেবা পাবেন। এই নতুন ডায়াগনস্টিক সেন্টার এর মাধ্যমে এলাকার সাধারণ মানুষ এখন থেকে কম খরচে আন্তর্জাতিক মানের বিভিন্ন রক্ত পরীক্ষা ও স্বাস্থ্যপরিসেবা পেতে পারবেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিরা বলেন বর্তমান সময়ে. যেখানে চিকিৎসা খরচ দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে সেখানে রে মিডিয়াম ল্যাবস এর এই উদ্যোগ সাধারণ মানুষের জন্য এক বড় স্বস্তি নিয়ে এসেছে। উদাহরণ স্বরূপ সুগার পরীক্ষা মাত্র ১৮ টাকায় করা হয়। এর ফলে রোগীরা বাজার মূল্যের তুলনায় অনেক কম খরচে নির্ভুল

ও দ্রুত রিপোর্ট পেতে সক্ষম হন এছাড়াও NABL স্বীকৃত ল্যাব হওয়ার কারণে পরীক্ষার মান ও গ্রহণযোগ্যতা সাধারণ মানুষের কাছে আরও বেশি নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠেছে। এছাড়াও এই শাখায় রয়েছে ডিজিটাল রিপোর্টিং সুবিধা যার ফলে রোগীরা সহজেই অনলাইনের মাধ্যমে তাদের রিপোর্ট সংগ্রহ করতে পারবেন। এতে সময় ও পরিশ্রম উভয়েই সাশয়.হবে। লেপ কর্তৃপক্ষ জানায় তাদের মূল লক্ষ্য হলো ট্রান্সপারেন্সি এক্যুর্সি ও স্পিড বজায় রেখে সকলের জন্য সহজলভ্য ও নির্ভরযোগ্য ডায়াগনস্টিক পরিষেবা প্রদান করা। চলতি বছরে এদের লক্ষ্য পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি এলাকায় সাশয়ী চিকিৎসা ব্যবস্থা পৌঁছে দেওয়া। সংস্থার শাখা ইতিমধ্যে বীরভূম, বর্ধমান, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, আসানসোল, দুর্গাপুর, মুর্শিদাবাদ, উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বিভিন্ন অংশে পৌঁছে গেছে যেগুলো খুব শীঘ্রই চালু হতে চলেছে। এই কেন্দ্রের মাধ্যমে জনসাধারণ যে সুবিধা গুলো পাবেন যেমন কম খরচে পরীক্ষা, নির্ভুল রিপোর্ট, দ্রুত পরিষেবা, উন্নত প্রযুক্তি, ডিজিটাল সুবিধা ও স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি।

নবদ্বীপে চরক মেলায় দুষ্কৃতী দৌরাত্ম্য! হুঁশিয়ারি বিজেপির

নিজস্ব সংবাদ দাতা,নবদ্বীপ ঃ নদীয়াঃ চরক মেলার আনন্দের আবহ হঠাৎই অশান্তিতে পরিণত হল নদিয়ার নবদ্বীপের শিমুলগাছি এলাকায়। মাজদিয়া পানশীলা পঞ্চায়েতের অন্তর্গত এই এলাকায় আয়োজিত এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ঘিরে দুষ্কৃতীদের দৌরাত্ম্যের অভিযোগ উঠতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়।অভিযোগ, বৃহস্পতিবার রাতে অনুষ্ঠান চলাকালীন পাশের আনন্দবাস এলাকা থেকে কয়েকজন যুবক সেখানে এসে উপস্থিত হয়। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, তারা অনুষ্ঠান দেখতে আসা কয়েকজন তরুণীর সঙ্গে অশালীন আচরণ শুরু করে এবং হাত ধরে টানাটানি করে। পরিস্থিতি দেখে প্রতিবাদে এগিয়ে আসেন স্থানীয় কয়েকজন যুবক।এরপরেই পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। অভিযোগ, ওই দুষ্কৃতীরা প্রতিবাদকারীদের উপর চ৷াও হয়ে মারধর শুরু করে। ঘটনায় কয়েকজন আহত হন বলেও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। মুহূর্তের মধ্যে এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়।এলাকাবাসীদের অভিযোগ, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে এলেও অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে তাক্ষণিকভাবে কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। উল্টে প্রতিবাদকারী যুবকদেরই ' পর দেখে নেওয়া হবে' বলে হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ উঠেছে। যদিও এই অভিযোগের বিষয়ে পুলিশের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত এলাকায় পৌঁছন নবদ্বীপ বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী শ্রুতি শেখর গোস্বামী। তিনি আহতদের সঙ্গে কথা বলেন এবং গোটা ঘটনার তীব্র নিন্দা করেন। তাঁর অভিযোগ, প্রশাসন পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ করছে এবং সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হচ্ছে।তিনি জানান, এই ঘটনায় যিনি বা যারা পুলিশের পক্ষ থেকে হুমকি দিয়েছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনের কাছে লিখিত অভিযোগ জানানো হবে। পাশাপাশি এলাকাবাসীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, আপনারা আমাদের জেতান, এখানে দুষ্কৃতীদের দমনে ক৷৷ ব্যবস্থা নেওয়া হবে- প্রয়োজনে বুলডোজার নামবে।এই মন্তব্যকে কেঃদ্র করে রাজনৈতিক মহলে নতুন করে বিতর্ক শুরু হয়েছে। ভোটের মুখে নবদ্বীপে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও নারীর নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন আরও জোরালো হচ্ছে। যদিও পুলিশ সুত্রে খবর গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

৫০ বছরে পদার্পণ বাগনানের গণেশ পূজা

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৭ এপ্রিলঃ গত (১৪-১৯) এপ্রিল ২০২৬ ছয় দিন ব্যাপী রেলওয়ে প্লট দক্ষিণ দোকানদার সংস্থার পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হল ৫০ বছরে পদার্পণ শ্রীশ্রী গণেশ পূঁজা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও বস্ত্রবিতরণ অনুষ্ঠান। প্রবল উপদেষ্টা বাগনান কেন্দ্রের বিধায়ক অরুণাভ সেন (রাজা), মুখ্য উপদেষ্টা বাগনাম-১নং পঞ্চায়েত সমিতির সহসভাপতি পদ্মাসন দাস, সভাপতি পলাশ ঘোড়ই, গিরি এবং বিশিষ্ট আর্ডনিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেম আকাশবাণীর ই, সম্পাদক বিপ্লব মান্না, কোষাধ্যক্ষ প্রলয় গীতিকার তপন কুমার মাইতি, নাট্যকার অরূপ পাল, কবি-সাহিত্যিক মধুসুদন বাগ, সাংবাদিক আব্দুল হাফিজ খান প্রমুখ। পূজাব মধ্যে দিযে.মহা আড়ম্বরে চলতে থাকে এই ছযদিন ব্যাপী অনুষ্ঠাল। পরিবেশিত হয় লোকগীতি, পল্লীগীতি, বাউল গান, রামধনু নৃত্য গোষ্ঠীর নৃত্যানুষ্ঠান, আলোক সজ্জায় সজ্জিত করে বর্ণাঢ্য যাত্রা সহযোগে বিসর্জনের প্রস্তুতি। অসহায় দু ঃস্থ মানুষদের বস্ত্রবিতরণ, পরিবেশ সচেতনতা ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির সামাজিক কর্মকান্ডের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। সংস্থার সকল সদস্যবৃন্দের আন্তরিক প্রচেষ্টায় সমগ্র অনুষ্ঠান সাফল্যমন্ডিত হয়ে ওঠে।

বঙ্গ ভোটে মুসলিম লিগের উত্তরসূরি, ইতিহাস ছুঁয়ে ফের ময়দানে ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন মুসলিম লিগ

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ১৭ এপ্রিল ঃ আসন্ন ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে এক চমকপ্রদ রাজনৈতিক সমীকরণ সামনে এসেছে। মহম্মদ আলি জিন্নার নেতৃত্বে গড়ে ওঠা ঐতিহাসিক অল ইন্ডিয়া মুসলিম লিগের উত্তরসূরি দল ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন মুসলিম লিগ এবার বাংলার ভোটের ময়দানে নেমেছে। কালিয়াগঞ্জ ও মেটিয়াবুরুজ-এই দুই কেন্দ্রে প্রার্থী দিয়েছে দলটি, যা ঘিরে রাজনৈতিক মহলে নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে। দেশভাগের আগে অল ইন্ডিয়া মুসলিম লিগ ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক শক্তি, যার নেতৃত্বে ছিলেন মহম্মদ আলি জিন্না। তাঁর পাশাপাশি লিয়াকত আলি খান ও আগা খানের মতো নেতারাও এই দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তবে ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর মুসলিম লিগ ভেঙে যায়। পাকিস্তানে দলটি নতুন রূপ নেয়, আর ভারতে থেকে যাওয়া নেতারা ১৯৪৮ সালে গড়ে তোলেন ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন মুসলিম লিগ। ঐতিহ্যের দিক থেকে এই দলটিকে অল ইন্ডিয়া মুসলিম লিগের উত্তরসূরি হিসেবেই দেখা হয়। যদিও স্বাধীনতার পর ভারতের মূল রাজনৈতিক ধারায় এই দলের উপস্থিতি সীমিত হয়ে পড়ে, তবুও কেরলের রাজনীতিতে এখনও প্রভাব বজায় রেখেছে তারা। বর্তমানে কেরল থেকে এই দলের চারজন সাংসদ রয়েছেন। বাংলার প্রেক্ষাপটে এই দলের উপস্থিতি নতুন নয়, তবে দীর্ঘদিন পর আবার তারা সক্রিয়ভাবে নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তারা কোনও আসনে ল৷নি। শেষবার ২০১৬ সালে ভোটে অংশ নিয়েছিল দলটি। এবার ২০২৬ নির্বাচনে তারা দুটি আসনে প্রার্থী দিয়ে ফের নিজেদের রাজনৈতিক উপস্থিতি জানান দিচ্ছে। মেটিয়াবুরুজ কেন্দ্রে ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন মুসলিম লিগের প্রার্থী হয়েছেন রফিকুল ইসলাম গাজি। তাঁর দাবি, সংখ্যালঘুদের উন্নয়নই তাঁদের দলের মূল লক্ষ্য এবং সেই বিষয়টিকেই সামনে রেখেই তারা ভোটে লড়ছেন। উল্লেখ্য, মুর্শিদাবাদে এই দলের রাজ্য সদর দপ্তর রয়েছে।

সব মিলিয়ে, ইতিহাসের শিক। ধরে নতুন রাজনৈতিক সমীকরণ তৈরি করতে চাইছে ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন মুসলিম লিগ। আসন্ন নির্বাচনে তাদের এই পদক্ষেপ কতটা প্রভাব ফেলবে, এখন সেদিকেই নজর রাজনৈতিক মহলের।

সোনায় সোহাগা,এক দিকে ভোটের বাজার, তার উপর গহনা সোনার অত্যধিক দাম

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ১৭ এপ্রিল ঃ সোনায় সোহাগাএক দিকে ভোটের বাজার, তার উপর গহনা সোনার অত্যধিক দাম। কিন্তু তার কিছুকেই স্পর্শ করে নি। এযেন সোনায় সোহাগা।১৪৩৩ সালের প্রথম দিনেই মহা ধুমধাম করে দক্ষিণ কলকাতার টালিগঞ্জ সংলগ্ন ৩৭৮ রায় বাহাদুর রোড ঠিকানার তিন রাস্তার মোড়ে ফ্যান্সি জুয়েলার্সের নয়া ভবন সেজে উঠল। আর সেখানেই উপচে পড়া ভিড় ক্রেতাদের। পয়লা বৈশাখের বিশেষ অফারে গয়নার মজুরিতে বিশেষ ছাড় তসহ নানান উপহার জিতে নেওয়ার সুযোগ। যা সববয়সী ক্রেতাদের কাছে যথেষ্ট আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে বলেই জানালেন ফ্যান্সি জুয়েলার্সের কর্ণধার বাবু সরকার সারা বছরই একাধিক চমক এবং অফার থাকে বলে জানিয়েছেন ম্যানেজার

অভিজি দাস ও ব্যবসায়ী প্রতিনিধি স্মৃতি মজুমদার। সোনা ও রূপা শুধু গয়না নয় ভবিষ্যতের সঞ্চয়ের অন্যতম নামও বটে। কিন্তু সাধারণ মানুষের মহার্ঘ ধাতুর কেনাকাটার মানসিকতায.প্রভাব ফেলেছে। তার মাঝেই ক্রেতাদের স্বস্তি দিতে ফ্যান্সি জুয়েলার্সের আকর্ষণীয় অফার। এখানে মাত্র ১হাজার টাকা থেকে শুরু করে তিন লক্ষ টাকার মধ্যে পায়ের আঙ্গটা থেকে শুরু করে সোনার নাকছাবি, আংটি, পেন্ডেন্ট পাওয়া যাচ্ছে। হলমার্ক সোনার গয়নার পাশাপাশি হিরের ফ্যান্সি ডিজাইন বা বিয়ের স্পেশাল কালেকশন দেখতে ফ্যান্সি জুয়েলার্সে বৈশাখের প্রথম দিন থেকেই যথেষ্ট ভিড় লক্ষ্য করা গেল।এদিন আরও একটি শো রুমের উদ্ভোধন হয়।

জামালপুরে রাজনৈতিক টানাপোড়েন তৃণমূল নেতা গৌর সুন্দর মণ্ডলের বিজেপিতে যোগ

প্রসেনজিৎ দেবনাথ, পূর্বস্থলীঃ পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর ব্লকের রাজনৈতিক মহলে নতুন করে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে আইএনটিটিইউসি ব্লকের সহ-সভাপতি গৌর সু ঃদর মণ্ডলের দলবদলকে কেন্দ্র করে। গতকাল তিনি তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করেন। বিজেপির রাজ্য পার্টি অফিসে রাজ্য সভাপতি শ্রমিক ভট্টাচার্যের হাত ধরে আনুষ্ঠানিকভাবে গেরুয়া শিবিরে নাম লেখান তিনি।এই ঘটনার পরপরই কড়া অবস্থান নেয় তৃণমূল কংগ্রেস। দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে গৌর সুন্দর মণ্ডলকে সাসপেন্ড করা হযেছে বলে জানানো হয়েছে দলের পক্ষ থেকে। কালনার পুরাতন বাসস্ট্যান্ড এলাকায় অবস্থিত কালনা শহর তৃণমূল যুব কংগ্রেসের কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলন করে এই সিদ্ধান্তের কথা জানান জেলা আইএনটিটিইউসি সভাপতি সন্দীপ বসু। তিনি বলেন, দলীয় নির্দেশ অমান্য করে এবং দলের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে গিয়ে কাজ করার জন্যই তাকে সাসপেন্ড করা হয়েছে।সন্দীপ বসু আরও জানান, গৌর সু ন্দর মণ্ডলের সঙ্গে দলের দূরত্ব বেশ কিছুদিন ধরেই বাড়ছিল। তিনি দলীয় গাইডলাইন মেনে

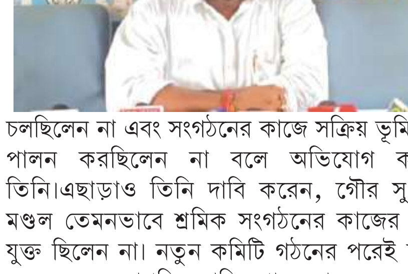

চলছিলেন না এবং সংগঠনের কাজে সক্রিয় ভূমিকাও পালন করছিলেন না বলে অভিযোগ করেন তিনি।এছাড়াও তিনি দাবি করেন, গৌর সু ন্দর মণ্ডল তেমনভাবে শ্রমিক সংগঠনের কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। নতুন কমিটি গঠনের পরেই তিনি ব্লকের সহ-সভাপতির দায়িত্ব পান। তার মতে, তিনি এমন বড় কোনও নেতা নন, যার দলত্যাগে সংগঠনের বিশেষ ক্ষতি হবে।এই ঘটনাকে কেন্দ্র্ করে জামালপুর ব্লকের রাজনৈতিক পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। আসন্ন সময়ে এই দলবদলের প্রভাব স্থানীয় রাজনীতিতে কতটা পড়বে, এখন সেটাই দেখার।

সংসদে জোর গলায় সংরক্ষণ! বঙ্গ ভোটে মহিলা প্রার্থীর পরিসংখ্যানে প্রশ্নের মুখে বিজেপির অবস্থান

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ১৭ এপ্রিল ঃ ভোটের আবহে মহিলা সংরক্ষণ সংশোধনী আইন কার্যকর করতে ত৷ঘি৷ উদ্যোগী হয়েছে কেঃদ্রের নরে ঃদ্র মোদি সরকার। আচমকাই ডাকা হয় সংসদের বিশেষ অধিবেশন, যেখানে এই গুরুত্বপূর্ণ বিলকে ঘিরে শুরু হয় তুমুল বিতর্ক। বৃহস্পতিবার সেই আলোচনা গ৷ায় গভীর রাত পর্যন্ত, যা সাম্প্রতিক সংসদীয় ইতিহাসে বিরল বলেই মনে করা হচ্ছে। শুক্রবার এই বিল নিয়ে ভোটাভুটি হওয়ার কথা। আলোচনার সময় প্রধানমন্ত্রী নরে ঃদ্র মোদি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন, এই বিলের বিরোধিতা করলে রাজনৈতিকভাবে তার মূল্য চোকাতে হবে দীর্ঘদিন। তাঁর এই মন্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে নতুন করে জোর চর্চা। বিজেপির পক্ষ থেকে বারবার তুলে ধরা হচ্ছে, মহিলাদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে তারাই সবচেয়ে বেশি উদ্যোগী। কিন্তু এই দাবির মধ্যেই উঠে আসছে বাস্তবের ভিন্ন ছবি। বিশেষ করে প্রার্থী তালিকার পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করলে দেখা যাচ্ছে, বিজেপির কথার সঙ্গে কাজের ফারাক নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। যে ৩৩ শতাংশ মহিলা সংরক্ষণের কথা বলা হচ্ছে, বাস্তবে দলীয় প্রার্থী বাছাইয়ে সেই প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে না বলেই অভিযোগ। রাজ্যের নির্বাচনী চিত্র বিশ্লেষণ করলে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়। পরিসংখ্যান বলছে, পশ্চিমবঙ্গে ব। রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে মহিলা প্রার্থী দেওয়ার ক্ষেত্রে এগিয়ে রয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। মোট ২৯১টি আসনে প্রতিদ্বঃদ্বতা করা শাসকদল ৫২ জন মহিলা প্রার্থী দিয়েছে, যা শতাংশের হিসেবে প্রায় ২৭.২। যদিও সেটিও ৩৩ শতাংশের নিচে, তবুও অন্যান্য দলের তুলনায় তা উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি। অন্যদিকে বাম শিবির ২৫৩টি আসনে ল৷াই করছে এবং তাদের প্রার্থী তালিকায় রয়েছে ৩৪ জন মহিলা। শতাংশের হিসেবে তা প্রায় ১৩.৪৩, যা তৃণমূলের তুলনায় অনেকটাই কম। কংগ্রেস ২৯৪টি আসনের মধ্যে ৩৫টি আসনে মহিলা প্রার্থী দিয়েছে, যা শতাংশের হিসেবে দাঁ৷ায় প্রায় ১১.৯। তবে সবচেয়ে পিছিয়ে রয়েছে বিজেপি। গেরুয়া শিবির ২৯৪টি আসনের মধ্যে মাত্র ৩৩টি আসনে মহিলা প্রার্থী দিয়েছে, যা শতাংশের হিসেবে মাত্র ১১.২। অর্থা যে ৩৩ শতাংশ সংরক্ষণের দাবি করা হচ্ছে, তার তিন ভাগের একভাগও বাস্তবে প্রয়োগ করতে পারেনি বিজেপি। এই পরিসংখ্যানই এখন বিরোধীদের হাতে ব। অস্ত্র হয়ে উঠেছে। তাঁদের দাবি, মহিলাদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের কথা বললেও বাস্তবে সেই উদ্যোগ বিজেপির মধ্যে প্রতিফলিত হচ্ছে না। বরং বিষয়টি শুধুমাত্র রাজনৈতিক প্রচারের হাতিয়ার হিসেবেই ব্যবহার করা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, ২০২৩ সালে সংবিধান সংশোধন করে দেশের বিভিন্ন আইনসভায় মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ সংরক্ষণের বিল পাশ করায় কেঃদ্রীয় সরকার। সেই সময় বিরোধী দলগুলিও এই বিলকে সমর্থন করেছিল। তবে বিলে উল্লেখ ছিল, জনগণনার পর আসন পুনর্বিন্যাসের ভিত্তিতে এই সংরক্ষণ কার্যকর হবে। ২০১১ সালের পর দেশে নতুন করে জনগণনা না হওয়ায় সেই আইন এখনও বাস্তবায়িত হয়নি। বর্তমানে কেঃদ্র সরকার নতুন করে সংশোধনী এনে এই প্রক্রিয়াকে সহজ করতে চাইছে। সরকারের প্রস্তাব অনুযায়ী, পুরনো জনগণনার তথ্য অথবা বর্তমান আসনের ভিত্তিতে সংরক্ষণ কার্যকর করা যেতে পারে। পাশাপাশি ভবিষ্যতে আসন পুনর্বিন্যাসের ক্ষমতাও নিজেদের হাতে রাখতে চাইছে কেঃদ্র। এই বিষয়েই আপত্তি তুলেছে বিরোধীরা। তাদের অভিযোগ, এতে সাংবিধানিক ভারসাম্য নষ্ট হতে পারে এবং ক্ষমতার অতিরিক্ত কেঃদ্রীকরণ ঘটতে পারে। সব মিলিয়ে মহিলা সংরক্ষণ বিলকে ঘিরে রাজনৈতিক ল৷াই ক্রমেই তীব্র হচ্ছে। সংসদের ভেতরে যেমন উত্তপ্ত বিতর্ক চলছে, তেমনই বাইরে রাজনৈতিক মহলেও এর প্রতিক্রিয়া স্পষ্ট। এখন নজর রয়েছে ভোটাভুটির ফলাফলের দিকে, যা এই গুরুত্বপূর্ণ বিলের ভবিষ্য নির্ধারণ করবে।

ভোটের আগে সক্রিয় ইডি ও আয়কর দপ্তর, কলকাতার একাধিক ঠিকানায় তল্লাশি ঘিরে চাপানউতোর

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ১৭ এপ্রিল ঃভোটের মুখে ফের সক্রিয় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলি। শুক্রবার ভোর হতেই কলকাতার একাধিক প্রান্তে একযোগে তল্লাশি অভিযান শুরু করে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) ও আয়কর দপ্তর। শহরের সল্টলেক, মিডলটন স্ট্রিট-সহ মোট পাঁচটি জায়গায় ইডির হানা ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায়। কেন্দ্রীয় বাহিনীর কড়া নিরাপত্তার মধ্যে চলছে তল্লাশি, যার জেরে সকাল থেকেই উত্তেজনার পারদ চড়েছে সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলিতে। সূত্রের খবর, সম্প্রতি এক প্রভাবশালী রিয়েল এস্টেট সংস্থার বিরুদ্ধে জমি জালিয়াতির অভিযোগ ওঠে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই তদন্ত শুরু করে ইডি। ইতিমধ্যেই ওই সংস্থার মালিককে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। সেই মামলার সূত্র ধরেই শুক্রবার সকালে সল্টলেকের সিএফ এবং সিকে ব্লকের একাধিক বা৷তে হানা দেন তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা। সংশ্লিষ্ট বাড়িগুলি ঘিরে ফেলে কেন্দ্রীয় বাহিনী। বাইরে কড়া নজরদারির মধ্যে রাখা হয়েছে এলাকা, এবং আপাতত ওই বাড়িগুলিতে কারও প্রবেশ বা বেরোনোর উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। এদিকে একইসঙ্গে কলকাতার অভিজাত মিডলটন স্ট্রিটেও ভোর সা৷ে পাঁচটা নাগাদ পৌঁছে যান ইডির আধিকারিকরা। সেখানকার একটি আবাসনে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। পাশাপাশি এক চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টের অফিসেও তদন্তকারীদের উপস্থিতি নজরে আসে। বিভিন্ন নথিপত্র খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে সূত্রের খবর। গোটা ঘটনাকে ঘিরে প্রশাসনিক তৎপরতা যেমন বে৷ছে, তেমনই রাজনৈতিক মহলেও শুরু হয়েছে তীব্র প্রতিক্রিয়া। শুধু ইডিই নয়, একইদিনে সক্রিয় হয়ে ওঠে আয়কর দপ্তরও। ভোরবেলা মনোহরপুকুরে পৌঁছে যান আয়কর বিভাগের আধিকারিকরা। তাঁদের লক্ষ্য, রাসবিহারী বিধানসভা কেঃদ্রের তৃণমূল প্রার্থী দেবাশিস কুমারের বাড়ি ও কার্যালয়। কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতিতে একসঙ্গে দুটি ঠিকানায় তল্লাশি শুরু হয়। যদিও ঠিক কোন অভিযোগের ভিত্তিতে এই অভিযান, তা এখনও স্পষ্ট নয়। ফলে জল্পনা আরও বাড়ছে। এই আকস্মিক তল্লাশি অভিযানের জেরে নির্বাচনী প্রচার আপাতত বন্ধ রেখে বা৷তেই রয়েছেন দেবাশিস কুমার। খবর ছড়িয়ে পড়তেই তাঁর কার্যালয়ের সামনে জ৷ো হন তৃণমূলের সমর্থকরা। স্লোগান তুলে তাঁরা প্রতিবাদ জানাতে থাকেন। সমর্থকদের অভিযোগ, আয়কর বিভাগের আধিকারিকরা কার্যালয়ে থাকা বিভিন্ন নথিপত্র খতিয়ে দেখছেন, যা তাঁদের মতে নিয়মবহির্ভূত। উল্লেখ্য, জমি দখল সংক্রান্ত একটি প্রতারণা মামলায় কয়েকদিন আগেই দেবাশিস কুমারকে তলব করেছিল ইডি। তিনি তদন্তে হাজিরাও দেন।

উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি

উপ-প্রধান বৈদ্যুতিক প্রকৌশলী, মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ, উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে, গোরখপুর, ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে ও তদূত হিসেবে নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইন (ই-টেন্ডারিং) পদ্ধতিতে উন্মুক্ত ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ EL-MWS-GKP-২০২৬-২৭-০৩, কাজের বিবরণঃ গোরখপুরের মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপে ৩ বছর মেয়াদী উইন্ডোজস্প্লিট টাইপ রুম এয়ার কন্ডিশনার, রেফ্রিজারেটর এবং ওয়াটার কুলারের এএমসিসিএমসি। আনুমানিক মূল্যঃ ₹ ১৮,৬০,১৩৪.৭০, ই.এম.ডি. অর্থঃ ₹৩৭,২০০-, টেন্ডার ডকুমেন্টের মূল্যঃ ০.০০, কাজ সম্পন্ন করার সময় গ্রহণপত্র ইস্যুর তারিখ থেকে সময়কালঃ ৩৬ মাস।

● ০৮-০৫-২০২৬ তারিখ সকাল ১১.০০ টা পর্যন্ত অনলাইনে ই-টেন্ডার জমা দেওয়া যাবে।

● সম্পূর্ণ বিবরণ এবং দরপত্র জমা দেওয়ার জন্য অনুগ্রহ করে ভারতীয় রেলওয়ের **IREPS**-এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখুন।

উপ-প্রধান বৈদ্যুতিক প্রকৌশলী (ডব্লিউএস)

সিপিআরও / বিদ্যুৎ-১৭ **গোরখপুর**

ছাদে এবং ফুটবোর্ডে কখনো ভ্রমণ করবেন না।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ১৩৭ সংখ্যা, শনিবার, ৪ বৈশাখ, ১৪৩৩

বঙ্গ পঞ্জিকা

নতুন বছর এলেই পঞ্জিকা কেনা বাঙালীর একটা প্রাচীন রেওয়াজ আছে। বাংলায় ২০০ বছরের বেশি সময় ধরে সবচেয়ে বহুল বিক্রিত যে বই তার নাম পঞ্জিকা। একটা সময় অবধি প্রতিটি বাড়ীতে একটি পঞ্জিকা অবশ্যই থাকতো। এখনও বহু বাড়িতে পঞ্জিকা রাখে। আইরিন পাদ্রি জেমস লং সাহেবের লেখা থেকে জানা যায়,১৮১৮ সালে প্রথম ছাপা হয় পঞ্জিকা।১৮৫৮ সালে এসে যার মুদ্রণ সংখ্যা প্রায় ১লক্ষের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। সেই সময়ের জন সংখ্যা অনুযায়ী সেটা বড় কম কথা নয়। বিশুদ্ধ পঞ্জিকা,পি.এম.বাকচীর সঙ্গে সবচেয়ে জনপ্রিয় ছিল দুর্গাচরণ গুপ্তের, গুপ্ত প্রেস ডাইরেক্টরি পঞ্জিকা। আরও বেশ অনেকটা পরে বেণীমাধব শীলের ফুল পঞ্জিকা এসেছে। তবে প্রতিযোগিতার বাজারে পঞ্জিকা কিন্তু বেশ লড়াই চালিয়ে গেছে। প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে,মুদ্রন শুরুর মাত্র সাত বছরের মধ্যে ১৮২৫ সালে তিথি নক্ষত্রের সঙ্গে পঞ্জিকাতে যুক্ত হয় তৎকালীন কোর্ট ফি ও ডাক মাসুলের লিস্ট। তারপরে আসতে থাকে সেই সময়ের বিভিন্ন কোম্পানীর বিজ্ঞাপন। সেই সময় প্রধানত বিজ্ঞাপন থাকতো বিভিন্ন জ্যোতিষী বা তাবিজ কবজ বশীকরণের বিজ্ঞাপন। আর যেহেতু চাষাবাদ নির্ভর গ্রামাঞ্চলে পাঁজির খুব চাহিদা ছিল,তাই শস্য বীজের ও বিভিন্ন সারের বিজ্ঞাপনও বহুল পরিমানে দেখা যেত। সর্বজন গৃহীত হওয়ার জন্য খুব সহজ ও মার্জিত ভাবে বিজ্ঞাপনগুলো ছাপা হতো। সেই সময় আরও দেখা যেত রাঙাজবা আলতা-সিঁদুর,জবাকুসুম বা কেশ কুন্তলীন তেল, মহিলাদের রূপ চর্চার বিভিন্ন প্রোডাক্ট, স্নো,পাওডার, বসন্ত মালতি বা ক্লিচ ক্রিম,বঙ্গলক্ষী হ্যারিকেন,নীহারিকা বা মান্ধি ব্যান্ড এর মত মাজন। এছাড়া বোরোলিন,রেডিও,সাবান,দেশলাই থেকে দোয়াত কালির মত আরও বিভিন্ন রকমের জিনিসের বিজ্ঞাপন থাকতো। একবার তো পি এম বাকচি পাঁজির সঙ্গে তাঁদের বিখ্যাত দোয়াত কালিও ফ্রী দিয়েছিলো। বিভিন্ন আয়ুর্বেদিক ঔষধ কোম্পানীগুলোর বেশ কিছু বিজ্ঞাপন ও থাকতো। এছাড়াও সেই সময়ের বিভিন্ন বিখ্যাত ব্যক্তিদের নাম বিজ্ঞাপনে ব্যবহার করা হোত বা তাঁদের দিয়ে দু কলম ক্যাপশন লিখিয়ে নেওয়া হোত। এই ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দাদাঠাকুর থেকে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র মত এমন অনেকে স্বনামধন্য মানুষের কথা জানা যায়। পঞ্জিকাই হয়তো প্রথম বিজ্ঞাপন বিরতির ধারণা নিয়ে আসে। অর্থাৎ মূল লেখার মধ্যে মধ্যে বিজ্ঞাপন দেওয়া থাকতো। পঞ্জিকার প্রথম একটাই ছিল যে, একটি বহুল প্রচলিত সংবাদ পত্র তাঁদের পাত্রপাত্রী পাতার বিজ্ঞাপনও পঞ্জিকাতে দিত। মানে অনেকটা এমন যে,তাঁদের সংবাদপত্রে পাত্রপাত্রীর বিজ্ঞাপন না দিলে আপনি পিছিয়ে পড়বেন। কালের নিয়মে ছাপাখানা, পাঁজি ও তার বিজ্ঞাপনের জগতের পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু সেই আমলে বাঙালীর ব্যবসা ও সামাজিক চিত্র বুঝতে হলে কিন্তু পঞ্জিকা ও তার বিজ্ঞাপন একটা বড় ভূমিকা রাখে। মোটামুটি আন্দাজ করা হয়, এখনও এই ডিজিটাল যুগেও প্রায় ৫০হাজার পঞ্জিকা প্রতি বছর ছাপা হয়। বাংলায় দেব দেবী পুজার প্রচলন এবং একাদশী উপোস থেকে শুরু করে ধর্মীয় রীতিনীতি থাকবে ততদিন পঞ্জিকা জীবিত থাকবে।

হিজলি দিবস

হিজলি ডিটেনশন ক্যাম্পের সেই ঐতিহাসিক ঘটনা। ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার নির্মাণ করেছিলেন হিজলি ডিটেনশন ক্যাম্প। এই ক্যাম্পে পুরুষ ও নারীদের জন্য দুটো আলাদা আলাদা শেল ছিল। নারীদের শেলে বন্দী ছিলেন মাতঙ্গিনী হাজরা, সুহাসিনী গঙ্গোপাধ্যায়, সরোজ আভা নাগ, বনলতা দাশগুপ্ত ও ইন্দুমতি ঘোষের মতো বীরাঙ্গনা নারীরা। পুরুষদের শেলে বন্দী ছিলেন ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তী, পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখোপাধ্যায়, প্রফুল্ল সেনের মতো বিপ্লবীরা। অসহযোগ আন্দোলন ও লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সাথে যুক্ত বিপ্লবী তারকেশ্বর সেনগুপ্ত ও তাঁর সঙ্গী সন্তোষ কুমার মিত্রকে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের জন্য বিনা বিচারে গ্রেপ্তার করে হিজলি ডিটেনশন ক্যাম্পে বন্দী করা হয়। ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দের ১৬ ই সেপ্টেম্বর রাত্রি আটটার সময় ব্রিটিশ পুলিশ 'পাগলা ঘন্টা' বাজিয়ে নিরস্ত্র বন্দিদের ওপর গুলি চালায়। সেদিন ব্রিটিশ পুলিশের গুলিতে নিহত হন তারকেশ্বর সেনগুপ্ত ও সন্তোষ কুমার মিত্র। এই গুলি চালানোর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো বিশিষ্ট দেশনায়কেরা। তাঁদের মৃতদেহ নিতে এসেছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। ঐ বছরের ২৬ শে সেপ্টেম্বর কলকাতার শহিদ মিনারের নীচে প্রতিবাদ সভা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। অতঃপর বন্ধ করে দেওয়া হয় হিজলি ডিটেনশন ক্যাম্পকে। হাওড়া থেকে শোকমিছিল করে কেওড়াতলা মহাশ্মশানে শেষকৃত্য করা হয় এই দুই বিপ্লবীকে। তারকেশ্বর সেনগুপ্তের চিতাভস্ম তাঁর জন্মভূমি গৈলা গ্রামে নিয়ে যাওয়া যায়। তাঁর চিতাভস্ম প্রোথিত করে তার ওপর একটি স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করা হয়। যার শিলান্যাস করেন সুভাষচন্দ্র বসু। সেই মহান বিপ্লবী তারকেশ্বর সেনগুপ্তের জন্মদিবস। অধুনা বাংলাদেশের অন্তর্গত বরিশালের গৈলা গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। এই গৈলা গ্রামের উল্লেখ আছে বিজয় গুপ্তের 'মনসামঙ্গল' কাব্যে। এ গ্রামের সম্পর্কে তিনি লিখেছেন পশ্চিমে ঘাঘর নদী, পূর্বে খণ্ডেশ্বর, মধ্যখানে ফুল্লশ্রী, পণ্ডিতনগর, স্থানগুণে যেই জন্মে সেই গুণময় হেন নিবাসে জন্মে- শ্রীবিজয়। ড. সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, মৈত্রেয়ী দেবী, মণীন্দ্র গুপ্ত ও ত্রিলোচন দাশের মতো মহান ব্যক্তিত্বরা জন্ম নিয়েছিলেন এই গ্রামে। পরিবারের আদর্শে তিনি দেশপ্রেমের ধারণায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তিনি ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দে গৈলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এরপর ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দে ব্রজমোহন কলেজ থেকে আই.এ পরীক্ষা দেন কিন্তু অকৃতকার্য হন। তিনি বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে স্বাধীনতার চেতনাকে জাগ্রত করেন।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূল বলতেন, দেহের মধ্যে এমন একটি শক্তি থাকে যা দিয়ে অনায়সে সে সবাইকে পরাস্ত করা যায়। মা'ই পথ দেখিয়ে নিয়ে যান সবাইকে। তিনি জ্ঞানের আলো দিয়ে থাকেন। অন্ধকার দূর করেন। মা সবাইকে শক্তি দিয়ে থাকেন। তাঁর শক্তি যারা গ্রহণ করেছেন সেই সব ভক্তদের কারোর কাছে পরাস্ত হতে দেন না। সবার আগে ভক্তিকে জাগরিত করতে হবে। ভক্তিই শক্তিকে নিয়ে আসবে কাছে। জীব প্রেম ধর্মকে জানতে হবে। মানব প্রেম ধর্ম হচ্ছে সবচেয়ে বড় ধর্ম। এই ধর্ম সবাই গ্রহণ করতে পারে না। যিনি পারেন তিনি মহান। তিনি সবার মনকে জয় করতে পারেন।

সাধক বামাক্ষ্যাপা

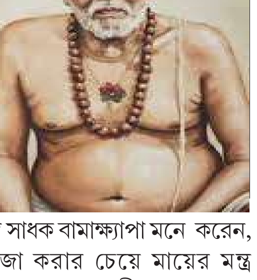

তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা মনে করেন, পুজো করার চেয়ে মায়ের মন্ত্র উচ্চারণ করলে কালী মায়ের সাক্ষাৎ পাওয়া সম্ভব। তিনি পুজা অর্চনা সঙ্গে মন্ত্রপাঠ করতে হবে। দিনের পর দিন কালী নাম মন্ত্র রচনা করে তাঁর নাম কীর্তন শুরু করতে হবে। তারাপীঠে শ্মশানে কালী মায়ের মন্দিরে জবা ফুল দিয়ে পুজো সারতে হবে। সাধক বামাক্ষ্যাপা তন্ত্র সাধনা করতে শুরু করে দিলেন মায়ের সাক্ষাৎ পাওয়ার জন্য। তারাপীঠ তন্ত্র সাধকদের পীঠস্থানে পরিণত হলো । দুর্গা চণ্ডী পাঠ বা মা কালীর তন্ত্রপাঠ। বাংলায় বহু তান্ত্রিক ছিল। বাংলা তন্ত্র সাধনার জন্য বিখ্যাত ছিল। কিন্তু মা কালীকে ভক্তি রসে নিয়ে এলেন বামাক্ষ্যাপা। তারাপীঠের মা কালীই হচ্ছেন বিশ্ব মাতা। তিনি শক্তিরূপিনী। ভক্তি ধারিনী। তিনি ধ্যান। তিনি ধারক এবং বাহক। তিনি সাধনা। তিনি মন্ত্র। তাঁর মতো শক্তি আর কারোর নেই। জীবনটা যদি শুদ্ধ না হল তাহলে পুজোপাঠ করে কী লাভ। মায়ের শক্তিকে ধারন করতে হবে। জাগরিত করতে হবে মন শক্তিকে। মনের শক্তিকে জাগরিত করতে হবে।

ধর্মীয় কুংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে 'ইয়ং বেঙ্গল' গড়ার অপরাধে শিক্ষকতা চলে গেল ডিরোজিও'র

রবীন্দ্রকুমরা শীল

(হিন্দু কলেজের শিক্ষক ছিলেন হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও। তিনি যখন হিন্দু কলেজের শিক্ষকতা করতেন তখন তিনি তাঁর ছাত্রদের ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার ভাষা দিয়েছিলেন। ফলে তাঁর প্রতিটি ছাত্রই হিন্দু ধর্মের কুসংস্কার নিয়ে প্রতিবাদ করতে শুরু করে এবং হিন্দু ধর্ম বহির্ভূত কার্যকলাপ করতে

শুরু করে। ফলে হিন্দু কলেজে শিক্ষকতার পদে ডিরোজিওর থাকা সম্ভব হল না। ডেভিড হেয়ার হিন্দু কলেজের পরিচালন বিভাগের সদস্য হয়েও ডিরোজিও বহিঃস্কারকে রুখতে পারেননি। 'ইয়ং বেঙ্গল' নেতা শিক্ষক হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিওকে নিয়ে আলোচনা করার বিভিন্ন দিক রয়েছে। আমি কেবল তাঁর বিভিন্ন কর্মযজ্ঞের মধ্যে একটি মাত্র দিক তুলে ধরতে কলম ধরলাম। তাঁর রচিত সতীদাহ প্রথা বিরোধী কাব্যটি ''দ্য ফকির অব জঙঘীরা ঃ ও মেট্রিক্যাল টেল''' (১৮২৮) শিক্ষিত সমাজে গুরুত্ব পেয়েছিল। তবে সেই সময়ে শোভাবাজারের রাধাকান্ত দেব শক্তিশালী হিন্দু দল নেতা এই বইটি পড়তে গোঁড়া হিন্দুদের নিষিদ্ধ করেন। ডিরোজিও জন্ম গ্রহণ করেন ১৮০৯ সালে ১৮ এপ্রিল। পরলোকগমন করেন ২৬ ডিসেম্বর ১৮৩১ সালে) ঃ যুক্তি দিয়ে হিন্দু ধর্মের কুসংস্কারকে ভেঙে ফেলার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন রাজা রামমোহন রায়। সেই সময়ে রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গে যাঁরাই যুক্ত ছিলেন তাঁরা প্রত্যেকেই যুক্তির মধ্যে থেকে হিন্দু ধর্মে প্রচলিত কুসংস্কার এবং পৌত্তলিকার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ের সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হতে পারেননি ডিরোজি। তাঁর প্রধান কারণ হল রাজা রামমোহন রায় জন্ম গ্রহণ করেছিলেন হুগলির জেলার রাধানগরে ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে। আর ডিরোজিও জন্ম গ্রহণ করেছিলেন ১৮০৯ সালে। উভয়ের বয়সের তফাৎ ৩৭ বছর। বলতে গেলে রাজা রামমোহন রায় ডিরোজিও জ্যাঠামশাই তুল্য ব্যক্তি ছিলেন। ডিরোজিওর পিতা ফ্রান্সিস জন্ম ১৭৭৯ সালে। রাজা রামমোহন রায়ের চেয়ে সাত বছরের বড়। রামমোহন যখন কলকাতায় আসেন ১৮১৪ সালে। ডিরোজিও তখন মাত্র পাঁচ বছরের ছেলে। ১৮১৪ থেকে ১৮৩০ সাল পর্যন্ত রাজা রামমোহন রায় কলকাতায় ছিলেন। ডিরোজিও শিক্ষক ছিলেন ডেভিড ড্রামন্ড। তাঁর স্কুলে ছাত্রজীবন শেষ করতে ডিরোজিও ১৮২৩ সাল পার হয়ে গিয়েছিল। অল্পকালের জন্য কেরানি জীবন এবং 'ইণ্ডিয়ান গেজেটে' সংবাদপত্রে কাজ করার পর তিনি হিন্দু কলেজে শিক্ষকার পদে যোগ দিয়েছিলেন। রামমোহনের সঙ্গে প্রাপ্ত বয়স্ক ডিরোজিও একই সঙ্গে কলকাতা বাসিন্দা ছিলেন ১৮২৬-১৮৩০ সাল পর্যন্ত। মাত্র চার বছর। ১৮৩০ সালে ১৯ নভেম্বর রামমোহন বিলাতে যাত্রা করেছিলেন। সেখানেই তিনি দেহ রাখেন ১৮৩৩ সালে। আপ ডিরোজিও কর্মচ্যুত হন ১৮৩১ সালে ২৩ এপ্রিল। তারপরে তিনি 'ইস্ট ইণ্ডিয়া' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। কলেরায় আক্রান্ত হয়ে তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবন শেষ হয়ে গিয়েছিল ১৮৩১ সালে ২৬ ডিসেম্বর। তবুও রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গে ডিরোজিওর সাক্ষাৎ হয়নি। কিন্তু রাজা রামমোহন রায়ের সতী দাহ প্রথার বিরোধী আন্দোলনের তিনি একজন সমর্থক ছিলেন। তিনি রাজা রামমোহন রায় যেমন সতীদাহ প্রথা নিবারণ করার জন্য বিলাত পর্যন্ত ছুটে গিয়ে ছিলেন আবার কলকাতা নির্মাণ কর্তা জব চার্নক সতী হওয়া এক মহিলাকে শ্মাশন ঘাট থেকে তুলে নিয়ে এসে বিবাহ করে স্ত্রীর মর্যাদা দিয়েছিলেন। জব চার্নকের সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে একটি নজির স্তাপন করলেন বলা যেতে পারে। পরে রাজা রামমোহন রায়ের সতীদাহ প্রথা বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়া এবং ইংরজ শাসকদের দিয়ে বিধান তৈরি করে সতীদাহ প্রথা বন্ধ করে দেওয়ার উদ্যোগ ডিরেজিওর মনের মধ্যে গভীর রেখাপাত করে। সেই রেখাপাতের ফল স্বরূপ ডিরোজিও একটি কাব্য লিখে ফেললেন 'দ্য ফকির অব জঙঘীরা ঃ ও মেট্রিক্যাল টেল"। ১৮২৮ সালে এটি প্রকাশিত হয়। পুরোদস্তুর আখ্যান কাব্য। এই কাব্য রচনা করে হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও খুব সাহসী মনের পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে কোনও প্রকাশ্য আন্দোলনে অংশ গ্রহণ না করলেও একটি আখ্যান কাব্য রচনা করে সতীকে মানবিক মর্যাদা দান করলেন। সেখানে দেখিয়েছিলেন নলিনী নামে একজন তরুণী বিধবাকে মৃত স্বামীর সঙ্গে দাহ করার আয়োজন করা হয়েছে। শেষ মুহূর্তে চিতাস্থল থেকে এক দস্যু ফকির (যিনি ছিলেন সতী নলিনীর পূর্ব প্রেমিক) তাকে কীভাবে উদ্ধার করে নিয়ে গেল। তাদের ভালোবাসা রাষ্ট্রীয় শক্তির কাছে ভেঙে তছনছ হয়ে যাওয়া দুঃসাহসিক বেদনার করুণ কাহিনী। ডিরেজিও এই কাব্যের পদটীকায় লিখেছেন-''Sattee is a spectacle of misery, exciting in the soectator a malancholy reflection upon the tyranny of superstition and priest craft"। এবং তিনি মনে করেছেন এই দানবিক প্রথাটি রদ করার জন্য মানব হিতেষীদের সক্রিয়তা রয়েছে-''The practice of sattee, or of burning or burying alive the widows of Hindoos is heeby declared illegal, and punishable by criminal courts-REG XVII,1829"। এই কাব্য প্রকাশের এক বছর বাদে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিক সতীদাহ প্রথা আইন পাশ করেন। এই আইন পাশ হওয়ার সঙ্গে ডিরোজিও ''" নামে একটি দীর্ঘ কবিতা লিখে ফেলেছিলেন। কবিতাটি ৮ ডিসেম্বর ১৮২৯ সালে ক্যালকাটা গেজেটে' প্রকাশিত হয়। কবিতার শিরোটিকা হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছিল বেন্টিক ঘোষিত সতীদাহ প্রথা বিরোধী আইনটি। এই কবিতাটিতে তৃতীয় স্তবকে বেন্টিকের গুণকীর্তন করা হয়েছে আর চতুর্থ স্তবকে একজন মানববন্ধুকে উদ্দেশ্য করে উৎসর্গ করা হয়েছে। সেখানো নাম উল্লেখ না থাকলেও সেই মানববন্ধুটি রাজা রামমোহন তার বলার অপেক্ষা রাখে না। তৃতীয় স্তবকে -''Bentinck be thine the everlasting meed! the heart's full homage still in Virtues claim" এবং চতুর্থ স্তবকে ''He is the friend who breaks seal/ The despot custom sets on deed and thoughts,/He labour generously for human well/Who holds the omnipotence of fear as nought,/ The winged mind to earth will not be brought.." ডিরোজিও সতীদাহ প্রথা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে একটু অন্য প্রসঙ্গে চলে যেতে হচ্ছে। কলকাতায় এসেছেন ডিঙ্কওয়াটার বেথুন। স্কটল্যাণ্ডের সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান। বাবা কবি। মা এলিনর শিক্ষিত উদারমনা। সহিত্য বিঝান ছিল তাঁর প্রিয় বিষয়। তিনি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেনিটি কলেজ থেকে আইন পাশ একটি সলিসিটর ফার্মে কাজ পেলেন আইনজীবী হিসাবে। ভারতে সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন করেছেন লর্ড বেন্টিক। সেই আইনের বিরদ্ধে মত প্রকাশ করে লণ্ডনের প্রিভি কাউন্সিলে গোঁড়া হিন্দুদের পক্ষ নিয়ে আপিল করে ছিলেন সেই আইনজীবী। সতীহাদ মামলায় যুক্ত হলেন বেথুন। এটাই তাঁর জীবেনর প্রথম আইনী কাজ। তিনি যত আইনী গভীরতায় প্রবেশ করতে শুরু করলেন ততই তাঁর মনের মধ্যে থেকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে শুরু করতে থাকে সেটা হল কাদের পক্ষ নিয়ে তিনি আইনী লড়াই করছেন যাদের স্বামী মারা গেলে অসহায় স্ত্রীদের পৈশাচিকভাবে পুড়িয়ে মেরে ফেলা হয়। ছেলের মনের দুঃখের কথা বুঝতে পারলেন তাঁর মা এলিনর। তিনি ছেলেকে উপদেশ দিলেন ভারতে গিয়ে সেখানকার মহিলাদের জন্য কিছু করতে। ১৮৪৮ সালে বেথুন কলকাতায় এসে উপস্থিত হলেন। বেথুন চিন্তা করলেন মহিলাদের মুক্তি দিতে গেলে একমাত্র প্রয়োজন তাদের শিক্ষিত করে তোলা। সমাজে প্রচলিত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে করতে পারবে নারীরা। তারাই লড়াই করে সমাজের কুসংস্কারকে দূর করতে পারবে। তার জন্যই মেয়েদের শিক্ষিত করতে হবে। মহিলা যত বেশি শিক্ষিত হবে ততই কুসংস্কারগুলি সরে যেতে থাকবে। বেথুন সাহেবের উদ্যোগেই শুরু হল কলকাতায় মহিলাদের ইংরেজি শিক্ষা কেন্দ্র। পাশাপাশি বাংলায় শিক্ষাও থাকবে। ১৮৪৯ সালে ৭ মে প্রতিষ্ঠিত হল সুকিয়া স্ট্রিটে ১১ জন বালিকাকে নিয়ে বেথুন সাহেব স্কুল প্রতিষ্ঠা কররলেন। নাম হল 'ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল।' শুরু হল নারী শিক্ষার প্রসার।

নবদ্বীপ ডায়েরি ঃ নবদ্বীপের সংস্কৃতিতে বৈশাখ মাস

রিয়া পোদ্দার, নবদ্বীপ

বৈশাখ এর সাতকাহন। বছরের প্রথম মাস আমাগো আবার নিয়মের মাস, বছরের চার মাস ঠাম্মা ওরফে সতীন কাঁটা নিরামিষ খেতেন। বৈশাখ মাস নাকি দান ধ্যান এর মাস,এই সময় সকাল বেলায় সূর্য দেব নিজেকে মেঘের আড়ালে ঢেকে রাখে, স্বর্গ থেকে গন্ধর্ব কন্যারা গঙ্গায় আসেন স্নান করতে সারা বৈশাখ মাস জুড়ে,আজ মেঘলা বেলায় বড় মনে পড়ছিল তার কথা, এই সব গল্প তার কাছে শোনা, সে আমার সতীন কাঁটা কিনা। চৈত্রের সন্ধ্যায় গা ধুয়ে সে বসতো লাবন পাক দিতে, বচ্ছর কার লাবন। খৈ শুকনো খোলায় মচমচে করে ভেজে হামান দিস্তা গুড়ো করে, বেশী করে ঘি গরম করে তার মধ্যে খৈ এর গুড়ো এলাচ গোলমরিচ গুড়ো আর আখের গুড় দিয়ে পাক দিতো সে, দোতলায় বারন্দায় বসে সারা বাড়ি পাকের গন্ধে মম করতো। পাকের হাতটা তার আবার ঈর্ষনীয় ছিল না যত ই ভদ্রমহিলা ডাল ভাত চচ্চড়ি না রান্না করতে পারুক। তারপর চালুনে বা বড় গামলায় সেই পাক ঢেলে পেতলের কি সুন্দর ছাঁচে ঘি মাখিয়ে গরম পাক চেপে চেপে বাধতো হাত লাল হয়ে যেত, সঙ্গী বড়বৌমা। তার অবশ্য সাত চড়ে রা নেই একমাথা ঘোমটা আর মুখে একগাল হাসি নিয়ে সে পোদ্দার বাড়ির দালানে চৌধুরী বাড়ির যতই একমাত্র আদরের নয়নমণি হোক না কেন? পোদ্দার বাড়ির কর্তব্য কর্মে তার জুড়ি মেলা ভার। কাল আরেক দোসর দুঃখ করে বলছিল ছোটমা -এই প্রথম দিদিকে ছাড়া নীল ষষ্ঠীর উপোস করলাম রে মনা, যতদিন উপোস করি দিদি বর্ধমান থেকে আসে দুজনে মিলে জল ঢেলে আসি পোড়ামা তলায়, আমি কাকদ্বীপ চলে যাওয়ার পর আর একসাথে জল ঢালা না হলেও এবার দিদিকে ছাড়া। তোর পকাই মজা করে বলছিল সেদিন কি একটা নিয়ম ভুলে গেছি জিজ্ঞেস করতে বললো, তোমার আরেক শ্বাশুড়ি আছেন ফোন করো বলে দেবে। আগে মাকে জিজ্ঞেস করতাম এখন তোকে। দিদির আর বড়দার সঙ্গে পয়লা বৈশাখ সন্ধ্যায় পোড়ামা তলায় মহাপ্রভুর বাড়িতে প্রণাম করে ওবাড়ি তোর মামার বাড়িতে যাওয়া, সেখানে লুচি আলুর দম মিষ্টি খেয়ে তারপর তোদের মামার বাড়ি দোকানে দিদির সঙ্গে সঙ্গে। আমাদের বাড়িটা কেমন ফাঁকা হয়ে গেল হঠাৎ করেই সব ফাঁকি দিয়ে চলে গেছে দিদিভাই দিদি অরু প্রশান্ত মা মালতী মাসী গার্গী মামু মামীমা। সেই সব এর মধ্যে তাকে মনে করিয়ে দেওয়া ঝরা লাগিও কাল,প্রতি বৈশাখ মাসে তুলসী তলায় ঝরা লাগাতো ঠাম্মা, পেতলের একটা ঝরা কখনো মাটির, সন্ধ্যা বেলায় রোজ পাশের প্রতি বেশী কলকাতা আখড়া থেকে রাধাকান্ত এর ঝরার জল ছোলা গুড় পরম শ্রদ্ধেয়া শ্রী মতী লক্ষী দিদু দিয়ে যেত ঠাম্মাকে, গন্ধরাজ আর বেলীর গন্ধ মাখা ঝরার জল ঠাম্মা গলায় ঢেলে দিয়ে বলতো সব ঠাণ্ডা করো ঠাকুর শরীর মাথা দুটোই, তার একমাত্র নাতনী র ঠাণ্ডা বলেও অসাধারণ জেদি সেই কারণে বলা। ওদিকে চৌধুরী বাড়িতে চলতো মহা দক্ষযজ্ঞ বৈশাখ মাসে তাদের শুভ দিনে কাসন তোলা হোত ঘরে,যাক দিয়ে ঘটি ভরে ভরে লাল কাপড় দিয়ে বেঁধে ভাড়ার ঘরে রেখে সারা বছর খাওয়া।পাড়া প্রতিবেশী আত্মীয় স্বজনদের বিতরণ বচ্ছর কার জিনিস, পোদ্দার বাড়ির থেকে লাবণ যেত কৌটা ভরে পয়লা বৈশাখ এর তত্বের মিষ্টি র সঙ্গে অন্যদিকে লুচি আলুর দম আর মিষ্টির তত্ব,কুটু ওরফে মামের ছোট পিসি যতদিন বেঁচে ছিলেন তত দিন পয়লা বৈশাখ সকালে ওই ১১টা নাগাদ প্রথম তাদের কূল গুরুদেব পরম শ্রদ্ধেয় শ্রী যুক্ত মুরারী মোহন গোস্বামী দাদুর বাড়িতে প্রথম লুচি মিষ্টি দিয়ে আসতো তার একমাত্র কন্যার শ্বশুর বাড়িতে তত্ত্ব দিতে। এবাড়ি থেকে সন্ধ্যায় এই বাড়ির বড়পুত্র ওরফে বাবাই মাম ছোটমা আমাকে আর ভাইকে বগলদাবা করে ওবাড়ি তত্ত্ব দিতে যেত।কুটুর দায়িত্ব ছিল কাসন পৌঁছে দেওয়া বেয়ান বাড়িতে। সেখানে সে ছিল সবার আদরের ছোটপিসি আর আমার দাদু ঠাম্মার খুব কাছের আদরের ছোট বেয়ান, তাকে না খাইয়ে ছাড়তো না সকলে। আজ মানুষগুলো সব অচিন পুরে তবু বাঁচতে হয় বাঁচিয়ে রাখতে হয় সংস্কৃতি শিক্ষা ঐতিহ্য লোকাচার যা তারা হাতে ধরে শিখিয়েছেন। ছোট পিসি সেদিন বলছিল মনা তুই যতদিন পারবি করবি তারপর আর আজকাল পরবর্তী প্রজন্ম কি এই সব শিখবে না খাটবে করবে। যতদিন পারি ঐতিহ্যটুকু বাঁচিয়ে রাখতে। কাসনের সঙ্গে আরেকটা জিনিষ হলো ফটকে চুখা পোদ্দার বাড়ির, প্রচণ্ড গরমে পেট ঠাণ্ডা রাখতে এর জুড়ি মেলা ভার। কাঁচা আম তেঁতুল আখের গুড় বিটনুন সরষে ফোড়ন দিয়ে পাতলা জল টক,যা ফ্রিজে ভরে ছেঁকে রেখে অতিথি আপ্যায়ন করতে পারেন, শেষ পাতে পেট ঠাণ্ডা রাখে।কাসন মানেই শাক এর মধ্যে বাঙাল ডাটা শাক বড়ি বেগুন দিয়ে ভাজা আর আলু কাসন মাখা। বৈশাখ মানেই ফুলদোল চন্দনযাত্রা অক্ষয় তৃতীয়া রথের ঢাকে কাঠি পুরিতে। সকালে ঠাকুর এর সেবায় পাখাল গোবিন্দ ভোগ অন্ন দই দিয়ে বা লবন গন্ধরাজ লেবু লংকা ঘি দিয়ে মাখা সঙ্গে গোল গোল আলুভাজা আলুমাখা নিবেদন করা হয় নবদ্বীপের সমাজ বাড়িতে, আগে পরম শ্রদ্ধেয় শ্রী যুক্ত সখী দাদু থাকা কালীন সময়ে এই পাখাল বাড়িতে আসতো প্রায়।

পরাধীন ভারতে স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠা করলেন মাস্টারদা

রবিব্রত ঘোষ

আমার শেষ বাণী- আদর্শ ও একতা। ফাঁসির রজ্জু আমার মাথার উপর ঝুলছে। মৃত্যু আমার দরজায় করাঘাত করছে। মন আমার অসীমের পানে ছুটে চলেছে। এই তো আমার সাধনার সময়। এইতো আমার মৃত্যুকে বন্ধুর মতো আলিঙ্গন করার সময়, হারানো দিনগুলোকে নতুন করে স্মরণ করার সময়।

আমার ভাইবোনগণ, তোমাদের সবার উদ্দেশ্যে বলছি, আমার এই বৈচিত্রহীন জীবনের একঘেয়েমিকে তোমরা ভেঙে দাও, আমাকে উৎসাহ দাও। এই আনন্দময়, পবিত্র ও গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে আমি তোমাদের জন্য কী রেখে গেলাম? শুধু একটি মাত্র জিনিস, তা হল আমার স্বপ্ন। একটি সোনালী স্বপ্ন। স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন। এক শুভ মুহূর্তে আমি প্রথম এই স্বপ্ন দেখেছিলাম। উৎসাহ ভরে সারাজীবন তার পেছনে উন্মত্তের মতো ছুটেছিলাম। জানিনা, এই স্বপ্নকে আমি কতটুকু সফল করতে পেরেছি।

আমার মৃত্যুর শীতল স্পর্শ যদি তোমাদের মনকে এতটুকু স্পর্শ করে, তবে আমার এই সাধনাকে তোমরা তোমাদের অনুগামীদের মধ্যে ছড়িয়ে দিও, যেমন আমি তোমাদের দিয়েছিলাম। বন্ধুগণ, এগিয়ে চলো। কখনো পিছিয়ে যেওনা। দাসত্বের দিন চলে যাচ্ছে। স্বাধীনতার লগ্ন আসন্ন। ওঠো, জাগো। জয় আমাদের সুনিশ্চিত। ১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিলের চট্টগ্রাম বিদ্রোহের কথা কোন দিনও ভুল না। জালালাবাদ, জুলধা, চন্দনগর ও ধলঘাটের সংগ্রামের কথা সব সময়েই মনে রেখো। যে সব বীর সৈনিক স্বাধীনতা সংগ্রামে জীবন উৎসর্গ করেছেন, তাঁদের নাম মনের গভীরে রক্তাক্ষরে লিখে রেখো। আমার একান্ত অনুরোধ এই সংগঠনকে তোমরা কোনোদিনই ভেঙে দিওনা। জেলের বাইরে ও ভেতরে সবার জন্য আমার আশীর্বাদ ও ভালোবাসা রইল।

একটা চিঠির অংশ এবং চিঠিটি খুবই বিখ্যাত। লেখক মাস্টারদা সূর্যসেন। তার ফাঁসির পাঁচ ছয় ঘন্টা আগে চিঠিটা লিখেছিলেন।

মৃত্যু চিন্তা নিয়ে যতই রোম্যান্টিসিজম করা হোক না কেন, তাবড় শিরদাঁড়াও ম্রিয়মান হয়ে আসে সময়কালে। ঠিক এই জায়গায় দাঁড়িয়ে মাস্টারদা লিখছেন,মৃত্যু

আমার দরজায় করাঘাত করছে। মন আমার অসীমের পানে ছুটে চলেছে।' কেবল কেউ কেউ শূন্যের মধ্যে অসীমকে খুঁজে পান। কেউ কেউ সমস্ত স্তব্ধ বিশ্বাসঘাতক সময়েও নিজের আদর্শকে শাশ্বত বিশ্বাসের মতোই প্রোথিত করেন। আর লিখছেন, আমার এই বৈচিত্রহীন জীবনের একঘেয়েমিকে তোমরা ভেঙে দাও, আমাকে উৎসাহ দাও। চূড়ান্ত বিপ্লবী প্রেমিকই এমন উৎসাহের মাধুকরী করে। একজন শিক্ষকের শেষ জবানিতে প্রিয় ছাত্রছাত্রীদের থেকে এটুকু গুরুদক্ষিণাই তো লেখা থাকে। আমার এই সাধনাকে তোমরা তোমাদের অনুগামীদের মধ্যে ছড়িয়ে দিও। কারণ বিপ্লব স্রোতবান, তাই প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে সে বহতা। মাস্টারদার বিপ্লব অস্ত্রাগার দখলের ঊর্ধ্বে এক সাধনা, যে সাধনার হাল কল্পনা দত্ত, প্রীতিলতার মতো ঋজু শিষ্যরা ধরে রেখেওছিলেন। হ্যাঁ এটাই মাস্টারদা সূর্যসেনের পরিচয়। বিপ্লবী আনন্দ গুপ্ত স্মৃতি চারণ করছেন 'মাস্টারদা তার অনুগামীদের শ্রদ্ধা অর্জন করতেন কোন বাহ্যিক চাকচিক্য দিয়ে নয়, তার ভিতরে এমন এক স্বচ্ছ আন্তরিকতা ছিল যা কর্মীদের মুগ্ধ করত'। পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলির মানুষের সঙ্গেও নিবিড় সম্পর্ক ছিল মাস্টারদার। জালালাবাদ যুদ্ধের পরবর্তী সময়ে পার্শ্ববর্তী গ্রামের মানুষেরা অনেক বিপ্লবীদের আত্ম গোপনে থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন আন্তরিক তার সাথে। আক্রান্ত অবস্থায় অম্বিকা চক্রবর্তীকে উদ্ধার করে সেবা সুশ্রুষার মাধ্যমে সুস্থ করে তোলেন হোসেন আলী, ব্যাপক পুলিশি ধরপাকরের সময় কামাল উদ্দিন তার বাড়ির বাঁধানো কবরের মধ্যে লুকিয়ে রাখেন মাষ্টারদাকে।

মাস্টারদা বুঝেছিলেন ব্রিটিশ শাসকদের পরাক্রমের জোরটা মুলত তারা বুঝে নিয়েছে এদেশের বেশিরভাগটাই পুরাকাল-পরকালের গল্প বুকে চেপে বাঁচে, ফলে এদের এককাট্টা হওয়াটাই হয়ে ওঠে না। দ্বিতীয়ত কামান কিংবা বন্দুকের সামনে খালি বুক পেতে বীরের মৃত্যুলাভ করার মতো যারা সাহসী, তাদের সম্পর্কে লোকে গল্প করে, শিহরণ অনুভব করে কিন্তু ঐ জীবন অনুসরণ করা যায় না। সিংহসদৃশ হৃদয়ের কাহিনীতে দেশের লোকের মনে পাল্টে দেবার আশা সঞ্চারিত হয় না - কারণ ওভাবে সবাই বুক পাতে না, পাতবে না। এখানেই ভারতে সশস্ত্র বিপ্লবের ইতিহাসে সূর্য সেনের গুরুত্ব, তিনি শুধু পিস্তল ধরতেই শেখান নি, কার্যত মনের কোনে শাসক সম্পর্কে যে ভয় থাকে তাকেই দুরমুশ করে দিয়েছেন।

আঘাত হানতে হবে এমনভাবে যেটাকে কৌশল হিসাবে অন্যত্র কিংবা প্রায় সর্বত্র অনুসরণ করা যায়, স্থানভেদে বারে বারে প্রয়োগ করা যায়। যেটা নিজেরা রপ্ত করে অন্য দের শেখানো যায় - এই জন্যেই সাইকেল চেপে ঘোরা মানুষটি আর শুধু সূর্য সেন থেকে মাস্টারদা হয়ে ওঠেন।

ব্রিটিশরা ভারতীয়দের মানসিক অবস্থা সম্পর্কে এতটাই নিশ্চিত ছিল যে ভাবতেই পারেনি তাদের অস্ত্রাগারে হামলা হতে পারে! ঠিক সেই কারণেই ইংরেজের বিরুদ্ধে বন্দুক হাতে জনগণকে সশস্ত্র করে তুলতে চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার হল লক্ষ্য - সাদা চামড়া আর লুঠেরা সভ্যতার অহমিকায় মত্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের গালে সপাটে চড় মেরে সেদিন গেরিলারা শুধু অস্ত্রাগারই আক্রমন করেননি - চট্টগ্রামকে মুক্তাঞ্চলেও পরিণত করেছিলেন। জালালাবাদের পাহাড়ে মেশিনগানের সামনে ঐ লুঠ করা বন্দুক হাতে নিয়েই ওদেরই অস্ত্রে ওদের সাথে যুদ্ধ করে হারিয়ে দিয়েছিলেন!

সূর্যসেনের বিপ্লবী আনা আমাদের গর্ব, আমাদের অহংকার। পারিবারিক বন্ধনকে তুচ্ছ করে দেশের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করা। প্রতিমুহূর্তে ধরা পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা যেকোনো সময় মৃত্যু অবধারিত। তার মধ্য দিয়েও বীরত্ব মেশানো শান্তভাবে এগিয়ে চলা। অসম্ভব অত্যাচার সহ্য করা।

এই সবকিছু নিয়েই সূর্যসেন। আমাদের একটা লজ্জা ছিল তাকে বিশ্বাসঘাতকতা করে ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

ড্রোন এবং এআই প্রযুক্তি প্রশিক্ষণে 'জেআইএস'

বুদ্ধদেব মিশ্র

জেআইএস গ্রুপের উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গের প্রথম ও বৃহত্তম বিশ্ববিদ্যালয়-ভিত্তিক DGCA অনুমোদিত 'জেআইএস ড্রোন অ্যাকাডেমি'-র পথচলা শুরু। ড্রোন অ্যাকাডেমির যাত্রা শুরু হল।

গত বৃহস্পতিবার দমদমে জেআইএস গ্রুপের ক্যাম্পাসে এই অ্যাকাডেমির শুভ উদ্বোধন হল। এটি পশ্চিমবঙ্গের প্রথম এবং বৃহত্তম বিশ্ববিদ্যালয়-ভিত্তিক, DGCA-অনুমোদিত 'রিমোট পাইলট ট্রেনিং অর্গানাইজেশন' (RPTO) এবং আনম্যানড এরিয়াল ভেহিকেল (UA)) ইকোসিস্টেমের সহায়ক একটি প্রতিষ্ঠান। এই একাডেমির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন জেআইএস গ্রুপের ডিরেক্টর শিমারপ্রিত সিং এবং অন্যান্য শিক্ষাবিদেরা। বর্তমানে ড্রোন দেশের প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে বহুল ব্যবহার হলেও বাণিজ্যিক ব্যবহার শুরু হওয়ার মুখে। জেআইএস বিশ্ববিদ্যালয় শুধু ড্রোন চালনাই শেখাবে না, শেখাবে এর টেকনিক, খারাপ হলে সারানোর উপায় সঙ্গে আরও উন্নতমানের ড্রোন তৈরির গবেষণা। এই অ্যাকাডেমিতে যাঁরা ভর্তি হবেন, তাঁরা পাবেন ডিজিসিএ'র (Director General Of Civil Aviation) সার্টিফিকেট। সেই সাথে থাকছে এডুরাডে(EduRade) এবং মেঘ রোবোটিক(Megh Robotics) -এর মতো প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় সরাসরি ইন্ডাস্ট্রির কাজের সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগও।

চাষাবাদে ড্রোনের প্রচলন শুরু হয়েছে রাজ্যে। চাষের ক্ষেত্রে শস্যকে পোকা- মাকড়ের হাত থেকে বাঁচাতে বিভিন্ন ওষুধ পত্র জমিতে দেওয়া যেতে পারে ড্রোনের সাহায্যে। এ ছাড়াও শিল্প ক্ষেত্রে, পরিকাঠামো তৈরিতে, এরিয়াল সার্ভে ও ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে অনায়াসে ব্যবহার করা যেতে পারে ড্রোন। জেআইএস বিশ্ববিদ্যালয় শেখাবে এর টেকনিক দিকও।

ছবি ঃ বুদ্ধদেব মিশ্র।

কার দখলে হলদিয়া শিল্পাঞ্চল? হাড্ডাহাড্ডি লড়াই প্রদীপ বনাম দলবদলু তাপসীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, হলদিয়া, ১৭ এপ্রিলঃ পূর্ব মেদিনীপুরের ১৬টি বিধানসভার মধ্যে একমাত্র হলদিয়া বিধানসভাটি শিল্পাঞ্চল এলাকার মধ্যে রয়েছে। একদা সিপিএম এর শক্ত ঘাঁটি হিসাবে পরিচিত ছিল হলদিয়া। তবে বিধানসভায় বিজেপি প্রার্থী তাপসী মণ্ডল জিতেছিলেন। নির্বাচনের আগে 'ফুলবদল' এটা নতুন কিছু নয়। পদ্ম থেকে ঘাসফুল, ঘাসফুল থেকে পদ্মফুলে যাতায়াত লেগেই থাকে। দল বদলের ছবিটা এক দশকের বেশি সময় ধরে প্রকট হয়েছে হলদিয়া শিল্পাঞ্চল এলাকায়। বারবার দল পাল্টানো বিদায়ী বিধায়ক হলদিয়ার রাজনীতির ভবিষ্যত নির্ধারক হতে

পারবেন কিনা সেটাই দেখার বিষয়। হলদিয়া শিল্পাঞ্চলে হলদি নদীর তীরে বন্দর এবং ছোট বড় সব মিলিয়ে ৫০৬০ টি কারখানা রয়েছে। জনবসতি ক্রমশ বাড়ছে। তবে এ বছর এসআইআর-এর জেরে কিছুটা কমেছে। সেই ফায়দা তুলতে ময়দানে নেমে পড়েছে বিজেপি প্রার্থী প্রদীপ বিজলী। সুতাহাটা ব্লকের অধীনে তার পৈতৃক বাড়ি হলেও তিনি বড় হয়েছেন শিল্পশহর হলদিয়ার দুর্গাচকে। একই এলাকা থেকে তৃণমূল প্রার্থী করেছে বিজেপি থেকে বিদায়ী বিধায়ক তাপসী মণ্ডলকে। দলবদলুতে তার বিশেষ খ্যাতি রয়েছে। হলদিয়া বিধানসভার বিগত ইতিহাসটা একটু অন্যরকম। ২০১৬ সালে বাম ও বিজেপির প্রতীকে জিতে তাপসী মণ্ডল হলদিয়ার বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছিলেন। তারপর গত বছর ফের ফুল বদল করে যোগ দেন তৃণমূল কংগ্রেসে। এবার জিততে পারলে তিনি হলদিয়া শিল্পাঞ্চলের তিনবারের বিধায়ক হবেন। তিনি যাতে জিততে না পারেন তার জন্য বিজেপি নেতৃত্ব তথা রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী মরীয়া চেষ্টা চালাচ্ছেন। তিনি এক বছর আগে যখন বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেছিলেন তখন শুভেন্দু অধিকারী প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হন। তার বিধায়কের সদস্যপদ বাতিল করার জন্য কোর্টে মামলা করার হুমকি দিয়েছিলেন। এই নির্বাচনে তাকে হারাতে বিজেপি প্রার্থী করেছে প্রদীপ বিজলীকে। তিনি একসময় তৎকালীন সাংসদ দাপুটে নেতা লক্ষ্মণ শেঠের ছায়াসঙ্গী ছিলেন। শিল্পাঞ্চল তার হাতের তালুর মতো চেনা। এলাকায় ২৯টি ওয়ার্ড এবং সুতাহাটার অলি গলি চষে বেড়াচ্ছেন বিজেপি প্রার্থী। এলাকায় প্রচারে বিজেপি প্রার্থী উন্নয়নের বার্তা দিচ্ছেন। তিনি জানাচ্ছেন গত ৬ বছরে হলদিয়া উন্নয়ন পর্যদ কিছুই করতে পারেনি। সামান্য ঢালাই রাস্তা ফেটে গিয়েছে। আলো জ্বলে না অনেক জায়গায়। তিনি বলেন গত দেড় দশকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর হলদিয়ায় একটাও নতুন কারখানা আসেনি। দু-একটা কারখানার শুধুমাত্র সম্প্রসারণ হয়েছে। হলদিয়াকে ছাড়িয়ে গেছে শিলিগুড়ি। দীর্ঘ চার দশক ধরে পুরসভা নির্বাচন না হওয়া, শ্রমিকদের বঞ্চনা সহ একাধিকইস্যুতে শিল্পাঞ্চলে প্রতিষ্ঠান বিরোধীতার হাওয়া বইছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি হলদিয়ায় সভা করে যান। সেই হাওয়াকে ভোটের ময়দানে লাগিয়ে প্রার্থী প্রদীপ বিজলী বিজেপির প্রদীপ জ্বালাতে চান হলদিয়ায়। অপরদিকে হলদিয়ার সিপিএম এর সাংগঠনিক নেতা অশোক পাত্রকে প্রার্থী করেছে সিপিএম। দীর্ঘদিন সিপিএম এর নেতা লক্ষ্মণ শেঠ এর আধিপত্য থাকায় কিছু সমর্থক রয়েছে হলদিয়া এলাকায়। সেই সমর্থককে ফিরে পাওয়ার আশায়জোরদার প্রচার চালাচ্ছে সিপিএম। সিপিএম এর জেলা নেতা পরিতোষ পট্টনায়ক বলেছেন তৃণমূল প্রার্থী নিজের উন্নতির জন্য এ দল থেকে অন্য দলে যাচ্ছেন। তৃণমূল প্রার্থী তাপসী মণ্ডলকে নিয়ে তৃণমূলের অন্দরে আদি নেতা কর্মীদের অসন্তোষ তীব্র। শাসক দলের প্রাক্তন বিধায়ক থেকে পুরপ্রধান, শহর সভাপতি কিংবা পুর পরিষদ সবাই ভোটে কিছুটা নিষ্ক্রিয় হয়ে গিয়েছে। শিল্পাঞ্চলের শ্রমিকদের অভিযোগ শ্রমিকদের স্বার্থ কখনও দেখেনি শাসক দল। বরং ঠিকাদারের স্বার্থ সুরক্ষিত রাখার সব রকম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তারা। হলদিয়া শিল্পাঞ্চল এলাকার ভোট নির্ভর করে মূলতঃ শ্রমিকদের উপরে। ২০২১ সালের শেষবারে হলদিয়া থেকে তৃণমূলের প্রতীকে জয়ী হয়েছিলেন শিউলি সাহা। তারপর থেকেই দুটো বিধানসভা নির্বাচনে শ্রমিকদের সমর্থন পায়নি তৃণমূল। হলদিয়া শহর তৃণমূলের সভাপতি গোপাল চন্দ্র দাস বলেন, ''আমাদের প্রার্থী দীর্ঘদিন ধরে পৌরসভার প্রতিনিধি ছিলেন। এ বার তাঁকে দলের শ্রমিক সংগঠনের কোর কমিটির চেয়ারম্যান করা হয়েছে। তিনি শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব করছেন। শ্রমিকেরা জানে তৃণমূল কর্মীদের পাশে থাকেন এই দিদি। তারা তৃণমূল কংগ্রেসকেই ভোট দেবে এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।'' তৃণমূল কংগ্রেস ২০১১ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকেই হলদিয়া রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর রাজনৈতিক ময়দান ছিল। এই হলদিয়া উন্নয়ন পর্যদ এর চেয়ারম্যান ছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। এখানে হলদিয়ার বাদশা লক্ষ্মণ শেঠের আধিপত্য থাকলেও সেই জায়গায় কার্যত শিশিরবাবুর ছেলে শুভেন্দু অধিকারী লক্ষ্মণ শেঠকে হারিয়ে হলদিয়ার শিল্পাঞ্চলের দখল নিয়েছিলেন। তখন শুভেন্দু অধিকারী তৃণমূল কংগ্রেসে ছিলেন রাজ্যের পরিবহন দপ্তরের মন্ত্রী। তার হাতের তালুর মতো চেনা হলদিয়া শিল্পাঞ্চল। গত বিধানসভার নির্বাচনে বিজেপি ৭৭ এ থেকে গেলেও এখান থেকে এই তাপসী মণ্ডলকে জিতিয়েছিলেন এই শুভেন্দু অধিকারী। এক বছর আগে ফুল বদলে বেজায় চটে যান শুভেন্দু অধিকারী। তাপসীকে হারানোর চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেন হলদিয়াবাসীর কাছে। বিজেপি কর্মীরা বলেন, ''এই তাপসী মণ্ডল একজন সুবিধাবাদী বিধায়ক। তৃণমূল কংগ্রেসে থেকে হলদিয়ার বুকে কাটমানি খাওয়ার যে সুযোগ রয়েছে বিজেপিতে সেই সুযোগ নেই। তাই তিনি ফুল বদল করে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হয়েছেন।'' কিন্তু তাপসীর দাবী হলদিয়ার মানুষ 'মা-মাটি-মানুষ' এর সরকারকে জয়ী করবে। আর বিজেপির দাবী, উনি বার বার দলবদল করে হলদিয়ার মানুষের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। তাই হলদিয়াবাসী বিজেপিকেই জয়ী করবে।

হঠাৎ জোট বদল সিপিআইএম নন্দীগ্রামে

নিজস্ব প্রতিনিধি, নন্দীগ্রাম, ১৭ এপ্রিল ঃ ভোটের আগে বিরাট চমক নন্দীগ্রামে। হঠাৎ জোট বদল করে বসল সিপিআইএম। সিপিআই-এর পাশ থেকে সরে গিয়ে আইএসএফ প্রার্থীকে সমর্থন সিপিআইএমের। আর তাতেই বাম শিবিরে শোরগোল। আচমকা আইএসএফ এর হাত ধরার সিদ্ধান্ত নিয়ে আইএসএফ প্রার্থীকে ভোটে সমর্থন শুরু বাম বড় শিবিরের। এই বিষয়টিকে অবশ্য গুরুত্ব দিতে চাইছেন না নন্দীগ্রামের সিপিআই প্রার্থী। গতকাল পর্যন্ত বড় বাম শরিক দল সিপিআইএম সিপিআই প্রার্থীর হয়েই প্রচার চালিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু আচমকাই বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় নন্দীগ্রামে সিপিএম এবং আইএসএফ বৈঠক করে রাতারাতি সিদ্ধান্ত নেয়, সিপিআই প্রার্থীকে ছেড়ে আইএসএফ প্রার্থীর হয়ে প্রচার করবে CPIM। সিপিআইএমের এই সিদ্ধান্তে স্বভাবতই খুশি নয় সিপিআই। বিষয়টিকে গুরুত্ব না দেওয়ার কথাই বলছেন তাঁরা। নন্দীগ্রামের সিপিআই প্রার্থী শান্তি গিরির দাবি, নন্দীগ্রামের মাটি বাম আন্দোলনের মাটি। বাম নেতা ভুপাল পাণ্ডার মাটি। সেখানে সিপিআই একাই লড়াই করতে পারবে। অন্যদিকে, সিপিআইএমের দাবি রাজ্যের সিদ্ধান্ত মেনে আসন সমঝোতার সূত্র মেনে এটা করতে হয়েছে। এজন্য বাম একতা নষ্ট হবেনা। প্রসঙ্গত, নন্দীগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রে বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে সিপিআই প্রার্থী শান্তি গিরির নামই ঘোষণা করা হয়েছিল। সেই মতো দেওয়াল লিখন, ব্যানার ফেস্টুন এবং পথসভা করে প্রচার চালাচ্ছিল বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে। নন্দীগ্রাম আসনে বাম শরিক সিপিআই এর প্রার্থী শান্তি গিরির হয়েই এতদিন ভোট প্রচার করে আসছিল সিপিএমের নেতা কর্মীরা। কিন্তু বৃহস্পতিবার রাতে সিপিআইএম ও আইএসএফের মধ্যে বৈঠকের পর ঘোষণা হয়েছে- আইএসএফ এর প্রার্থী সবে মিরাজ আলীর হয়েই প্রচার চালাবে সিপিএম। এদিকে সিপিএম-আইএসএফ- এর বৈঠক এবং সিদ্ধান্ত নিয়ে কোনও মন্তব্য করেনি সিপিআই।

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/(জেনারেল), পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, রিমোট কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রীট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নরূপ ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **ক্রঃ নং - ১। টেন্ডার নং ঃ ইএলইজি-ওটি-১৩১২-২০২৫-২৬, তারিখ ১৬.০৪.২০২৬। কাজের বিবরণ ঃ** রাণাঘাটে পণ্য পরীক্ষা সুবিধার জন্য বৈদ্যুতিক ও আনুষঙ্গিক সুবিধা। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,১১,৭৯,৭৯৮.০০ টাকা। **বায়না রাশি ঃ** ২,২৩,৬০০ টাকা। **কাজ শেষের সময়সীমা ঃ** ০৮ মাস। **ক্রঃ নং - ২। টেন্ডার নং ঃ ইএলইজি-ওটি-১৩১৪-২০২৫-২৬, তারিখ ১৬.০৪. ২০২৬। কাজের বিবরণ ঃ** বালিগঞ্জে (বিএলএন) পণ্যবাহী ট্রেন পরীক্ষার সুবিধার উন্নতি। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,৪৫,১৩,৭০৩.০০ টাকা। **বায়না রাশি ঃ** ২,৯০,৩০০ টাকা। **কাজ শেষের সময়সীমা ঃ** ০৮ মাস। **ক্রঃ নং - ৩। টেন্ডার নং ঃ ইএলইজি-ওটি-১৩১৫-২০২৬-২৭, তারিখ ১৬.০৪.২০২৬। কাজের বিবরণ ঃ** এসএসই/ই/জি/ শিয়ালদহ-II-এর অধিক্ষেত্রাধীনে তিন (০৩) বছরের জন্য নিউ আলিপুর ব্লক নং ১ থেকে ৫-এ প্যাসেঞ্জার লিফটের (মেক ওটিআইএস) বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১৫,৭৮,৯৮৮.২০ টাকা। **বায়না রাশি ঃ** ৩১,৬০০ টাকা। **কাজ শেষের সময়সীমা ঃ** ৩৬ মাস। **ক্রঃ নং - ৪। টেন্ডার নং ঃ ইএলইজি-ওটি-১৩১৬-২০২৫- ২৬, তারিখ ১৬.০৪.২০২৬। কাজের বিবরণ ঃ** বিশরপাড়া কোদালিয়া থেকে পেট্রাপোল এবং বারাসাত - হাসনাবাদ শাখায় বিদ্যমান বৈদ্যুতিক জেনারেল অ্যাসেটের জন্য উন্নয়ন/আপগ্রেডেশন/পরিবর্তন কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৩১,২৬,৯৫০.০০ টাকা। **বায়না রাশি ঃ** ৬২,৫০০ টাকা। **কাজ শেষের সময়সীমা ঃ** ১২ মাস। **আইআরইপিএস-এ টেন্ডার প্রকাশের তারিখ ঃ** ক্র. নং. ১ থেকে ৪এর জন্য ১৫.০৪.২০২৬। **বিডিং শুরুর তারিখ ঃ** ক্র. নং. ১ থেকে ৪-এর জন্য ২৪.০৪.২০২৬। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ক্র. নং. ১ থেকে ৪এর জন্য ০৮.০৫.২০২৬, দুপুর ২টায়। **www. ireps.gov.in**-তে টেন্ডার নোটিশের বিশদ ও সময়ে সময়ে ইস্যু হওয়া সংশোধনী নথি পাওয়া যাবে। (SDAH-10/2026-27)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Short Notice Inviting Tender No. 03 of 2026-27/ASSEMBLY ELECTION 2026/DCRC

Tender is invited by the Executive Engineer, Hooghly Division, PHE Dte. for Election Urgent Works. Bid submission Closing Date **22.04.2026 up to 02.00 p.m.** For Details, corrigendum / addendum, participating contact undersigned office.

Sd/- Executive Engineer Hooghly Division, PHE Dte.

NIQ
O/o the Exe. Engineer Jhargram Electrical Division, PWDte.

WBPWD/EE/JED/NIQ10/2026-27 to WBPWD/EE/JED/NIQ12/2026-27

Bid submission last date: **18/04/2026 upto 12:00 PM**

For details follow **www.pwdwb.in** or visit the office.

Short Notice Inviting Tender No- 04 of 2026-27/ ASSEMBLY ELECTION 2026

Tender is invited by the Executive Engineer, Hooghly Division, PHE Dte. for Election Urgent Works. Bid submission Closing Date 21.04.2026 up to 02.00 p.m. For Details, corrigendum / addendum, participating contact undersigned office.

Sd/- Executive Engineer Hooghly Division, PHE Dte.

উত্তর পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি

উত্তর পূর্ব রেলওয়ের যান্ত্রিক কর্মশালার মুখ্য কর্মশালা ব্যবস্থাপকের পক্ষে এবং ভারতের রাষ্ট্রপতির হয়ে, উপ-মুখ্য যান্ত্রিক প্রকৌশলী/মেরামত নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইনে (ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে) উন্মুক্ত টেন্ডার আহ্বান করছেন।

ক্রমিক নং-১, ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর ও কাজের বিবরণঃ টেন্ডার নম্বরঃ "30-GKP-MWS-2025-26-2", কাজের নামঃ গোরখপুর যান্ত্রিক কর্মশালায় আইসিএফ ও মেমু কোচিং চাকার রোলার বিয়ারিং ও অ্যাক্সেল বক্স হাউজিং অপসারণখুলে ফেলা এবং এর সামনের ও পেছনের কভার পরিষ্কার করা-১ বছরের জন্য, প্রাক্কলিত ব্যয় (টাকায়)ঃ ১৫,৮৭,২৮৭.৫২ টাকা, জামানতের অর্থ (টাকায়)ঃ ৩১,৮০০/- টাকা, টেন্ডার ফর্মের মূল্যঃ শূন্য, টেন্ডার জমা দেওয়ার শেষ তারিখঃ ০৮-০৫-২০২৬ তারিখের সকাল ১১:০০টা পর্যন্ত, চুক্তির মেয়াদঃ ১২ মাস।

● উপরোক্ত টেন্ডার সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য ভারতীয় রেলওয়ের ওয়েবসাইট **http://www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে।

উপ-মুখ্য যান্ত্রিক প্রকৌশলী/মেরামত, যান্ত্রিক কর্মশালা,
CPRO/Yantrik-07 গোরখপুর

ট্রেনের ছাদ বা ফুটবোর্ডে চড়ে কখনোই ভ্রমণ করবেন না।

পূর্ব রেলওয়ের ব্যাপক সচেতনতা অভিযান শুরুঃরেল চত্বরে আবর্জনা ফেলার অপরাধে একদিনে ১৪৪৭ জনকে ধরা হল

কলকাতা, ১৭ এপ্রিল ঃ রেল চত্বরে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা, রেললাইনে বর্জ্য পদার্থ না ফেলা এবং শুধুমাত্র নির্দিষ্ট স্থানে ও ডাস্টবিনে বর্জ্য ফেলার জন্য পূর্ব রেলওয়ের

মহাপ্রবন্ধক (জেনারেল ম্যানেজার) মিলিন্দ দেওস্করের উদাত্ত আহ্বানে সাড়া দিয়ে, ভারতে রেলওয়ের ১৭৩ তম বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে ১৬.০৪.২০২৬ তারিখে সমগ্র পূর্ব রেলওয়ে জুড়ে একটি সর্বাত্মক সচেতনতামূলক পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালানো হয়েছে। এই উপলক্ষ্যে জেনারেল ম্যানেজার, অ্যাডিশনাল জেনারেল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ের সমস্ত বিভাগীয় প্রধান (PHODs) এবং ডিআরএম-গণ বিভিন্ন স্টেশনে সচেতনতামূলক অভিযান চালান। তাঁরা চলন্ত ট্রেনে উঠে যাত্রীদের সাথে কথা বলেন এবং পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা ও নির্দিষ্ট স্থানে আবর্জনা ফেলার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তাঁদের সচেতন করেন। রেললাইনে আবর্জনা ফেলার কুফল সম্পর্কেও যাত্রী ও রেল ব্যবহারকারীদের অবহিত করা হয় কারণ এই আবর্জনা সিগন্যালিং ব্যবস্থায় বিঘ্ন ঘটায়, ট্র্যাকের গুণমান নষ্ট করে এবং ট্রেন চলাচলে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। রেলওয়ে স্টেশন চত্বর পরিষ্কার রাখা কেবল পরিবেশ সংরক্ষণের জন্যই অপরিহার্য নয়, এটি যাত্রী নিরাপত্তার অন্যতম শর্তও বটে। স্কাউটস অ্যান্ড গাইডস এবং সিভিল ডিফেন্স স্বেচ্ছাসেবকদের সহযোগিতায় এই ব্যাপক সচেতনতা অভিযানের পাশাপাশি, রেল চত্বরে যত্রতত্র আবর্জনা ফেলার কু-অভ্যাস রোধে কঠোর নজরদারি চালানো হচ্ছে। এই কঠোর নজরদারির মাধ্যমে গত ১৬.০৪.২০২৬ (বৃহস্পতিবার) পূর্ব রেলওয়ের বিভিন্ন স্টেশনে যত্রতত্র আবর্জনা ফেলার জন্য একদিনে মোট ১৪৪৭ টি অপরাধ শনাক্ত করা হয়েছে এবং ২,৮৯,৪০০ /- টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে। হাওড়া ডিভিশনে মোট ৪৫৭ টি ক্ষেত্রে রেল পরিসর অপরিচ্ছন্ন করার জন্য ৯১,৪০০ /- টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে। আসানসোল ডিভিশনে মোট ২১৭টি ক্ষেত্রে ৪৩,৪০০- টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে। মালদা ডিভিশনে ওই দিন ১৫৮ টি ক্ষেত্রে ৩১,৬০০/- টাকা এবং শিয়ালদহ ডিভিশনে ৬১৫ টি ক্ষেত্রে ১,২৩,০০০- টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে। এই জরিমানার উদ্দেশ্য হলো জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা। রেল চত্বরে আবর্জনা ফেলা কেবল পরিবেশের পবিত্রতা নষ্ট করাই নয়, এটি একটি দণ্ডনীয় অপরাধও বটে। পূর্ব রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শিবরাম মাঝি জানান যে, এই ব্যাপক সচেতনতা অভিযানের মাধ্যমে পূর্ব রেলওয়ে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিবেশ গড়ে তোলার চেষ্টা করছে, যেখানে প্রত্যেকে রেল চত্বর পরিষ্কার রাখা এবং যত্রতত্র আবর্জনা না ফেলাকে নিজেদের কর্তব্য বলে মনে করবেন।

কৌশলগত স্বচ্ছতা অভিযান ও যাত্রী সম্পৃক্ততার মাধ্যমে ভারতীয় রেলের ১৭৩তম বার্ষিকী উদযাপন করল শিয়ালদহ বিভাগ

কলকাতা, ১৭ এপ্রিল ঃ স্টেশনের পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যবিধি উন্নয়নের চলমান প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে, ভারতীয় রেলের ১৭৩তম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে শিয়ালদহ বিভাগ আজ সমগ্র শিয়ালদহ শহরতলি রেল নেটওয়ার্ক জুড়ে একটি ব্যাপক পরিচ্ছন্নতা অভিযান এবং জনসচেতনতা কর্মসূচি আয়োজন করেছে। পূর্ব রেলের মহাব্যবস্থাপক মিলিন্দ দেউস্করের দূরদৃষ্টি ও নেতৃত্বের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে, বিভাগটি একটি পরিচ্ছন্ন ও সবুজ রেল নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যকে সুদৃঢ় করতে এই উদ্যোগগুলি বাস্তবায়ন করেছে। যেহেতু শিয়ালদহ মূলতঃ তার বিশাল শহরতলি যাত্রীভিত্তির জন্য পরিচিত, তাই এই উদ্‌যাপনের মূল কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে কৌশলগতভাবে শহরতলি বিভাগগুলিকেই বেছে নেওয়া হয়েছিল, যাতে সরাসরি এর মূল যাত্রীদের ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলা যায়। এই কার্যক্রমের সূচনা হয় বালিগঞ্জ স্টেশনে, যেখানে একটি বিশাল 'স্বচ্ছতা অভিযান' শুরু করা হয়। এই অভিযানে রেল আধিকারিক ও কর্মীরা প্ল্যাটফর্ম এবং স্টেশন চত্বর জুড়ে গভীর পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমে অংশ নেন। এই উদ্যোগটি বিভাগের সর্বত্র পরিচ্ছন্নতা ও রক্ষণাবেক্ষণের সর্বোচ্চ মান বজায় রাখার লক্ষ্যে পরিচালিত একটি চলমান ও নিরবচ্ছিন্ন পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচিরই একটি অংশ। বালিগঞ্জ স্টেশনের এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে, স্টেশনের হকার ও বিক্রেতাদের জন্য একটি বিশেষ সচেতনতা অভিযান চালানো হয়। সেখানে আধিকারিকরা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার গুরুত্বের ওপর জোর দেন এবং বিক্রেতাদের অনুরোধ করেন যেন তাঁরা শুধুমাত্র নির্দিষ্ট স্থানেই বর্জ্য ফেলেন। একই সময়ে, শিয়ালদহ স্টেশনে শিয়ালদহ বিভাগের ডিআরএম , রাজীব সাক্সেনা, স্বয়ং যাত্রীদের সাথে মতবিনিময় করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, বিশ্বমানের সুযোগ-সুবিধাগুলিকে টেকসই ও দীর্ঘস্থায়ী করতে 'জন-ভাগিদারি' (জনসাধারণের অংশগ্রহণ) অত্যন্ত জরুরি এটি কর্তৃপক্ষ এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে দূরত্ব কমাতেও সহায়তা করে। তিনি যাত্রীদেরও আহ্বান জানান যেন তাঁরা এই ধারাবাহিক প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে স্টেশনের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার দায়িত্ব নিজেদের কাঁধেই তুলে নেন। পরিচ্ছন্নতা অভিযান, বিক্রেতাদের নিয়ন্ত্রণ এবং জনসাধারণের প্রতি

সরাসরি আবেদনের-এই সম্মিলিত পদক্ষেপগুলির মাধ্যমে শিয়ালদহ বিভাগ পুনরায় তার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে যে, তারা শহরতলি রেলযাত্রার অভিজ্ঞতাকে এমন এক পর্যায়ে উন্নীত করবে যা একইসাথে অত্যন্ত দক্ষ এবং পরিচ্ছন্নতার দিক থেকে অনুকরণীয়।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নং ঃ ১৭_২০২৬-২৭, তারিখ ১৬.০৪.২০২৬। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেল স্টেশন এর কাছে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সেচ/ সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা অন্য কোনও সরকার অধিগৃহীত সংস্থায় রেজিস্ট্রিকৃত সহ অনুরূপ ধরনের কাজে অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতি আছে এরূপ টেন্ডারদাতাদের থেকে অন- লাইনে নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **সিনিয়র ডিইএন/সি/হাওড়া। কাজের বিবরণ ঃ** (i) এইএন/নবদ্বীপ ধাম-এর অধীনে লেভেল ক্রশিং গেট নং ১১এ/১-এর পরিবর্তে রেলওয়ের রিলিভিং গার্ডার দ্বারা নতুন লিমিটেড হাইট সাবওয়ে নির্মাণ। (ii) এইএন/নবদ্বীপ ধাম-এর অধীনে লেভেল ক্রশিং গেট নং ১২এ-এর পরিবর্তে রেলওয়ের রিলিভিং গার্ডার দ্বারা নতুন লিমিটেড হাইট সাবওয়ে নির্মাণ। (iii) এইএন/ নবদ্বীপ ধাম-এর অধীনে লেভেল ক্রশিং গেট নং ১২এ/৩-এর পরিবর্তে রেলওয়ের রিলিভিং গার্ডার দ্বারা নতুন লিমিটেড হাইট সাবওয়ে নির্মাণ। (iv) এইএন/কাটোয়া-র অধীনে লেভেল ক্রশিং গেট নং ২১/১/সি/ই (এমএল)-এর পরিবর্তে রেলওয়ের রিলিভিং গার্ডার দ্বারা নতুন লিমিটেড হাইট সাবওয়ে নির্মাণ। (v) এইএন/কাটোয়া-র অধীনে বি.কে শাখায় লেভেল ক্রশিং গেট নং ১৭/সি/ই-এর পরিবর্তে নতুন লিমিটেড হাইট সাবওয়ে নির্মাণ। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ৩২,৪০,১৮,৯০৫.১০ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ৬৪,৮০,৪০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** শূন্য। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** ১২ মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১১.০৫.২০২৬-এ দুপুর ২টা। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত বন্ধের তারিখে কোনও কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হলে, অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখ পরিবর্তিত হবে না যেহেতু আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে আবেদনে টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে জমা করা কোনও অফার অনুমোদন করা হবে না। অবশ্য, পরবর্তী কাজের দিনে অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে। টেন্ডারের বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। উক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইন অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে। ম্যানুয়াল অফার অনুমোদন করা হবে না।

(HWH-25/2026-27)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway Eastern Railway Headquarter

জিয়াগঞ্জে প্রচারে ঝড় তুললেন বিজেপি প্রার্থী গৌরীশংকর, 'জয় বাংলা' স্লোগান ঘিরে তৃণমূলকে কটাক্ষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ১৭ এপ্রিল ঃ ভোটের দামামা বাজতেই প্রচারের ময়দানে ঝড় তুললেন মুর্শিদাবাদ বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী গৌরীশংকর ঘোষ। বৃহস্পতিবার জিয়াগঞ্জের বালি গ্রামে বিপুল সংখ্যক কর্মী-সমর্থককে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরে জনসংযোগ সারলেন তিনি। দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে আশীর্বাদ নেওয়ার পাশাপাশি রাজ্যের বেকার যুবক-যুবতীদের জন্য কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতি দেন গৌরীবাবু। বালি গ্রামে আয়োজিত এক পথসভায় 'জয় বাংলা' স্লোগান নিয়ে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসকে সরাসরি নিশানা করেন বিজেপি প্রার্থী। তাঁর অভিযোগ, জয় বাংলা হল বাংলাদেশের জাতীয় স্লোগান। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গকে বাংলাদেশ বানাতে চাইছেন। তাই বারবার এই স্লোগান দিচ্ছেন। পাল্টা হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি বলেন, বিজেপি সরকার পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় এলে 'জয় বাংলা' স্লোগান আর থাকবে না। তখন পশ্চিমবঙ্গের স্লোগান হবে, জয় পশ্চিমবাংলা। তৃণমূলের 'খেলা হবে' স্লোগানকেও 'বাংলাদেশের স্লোগান' বলে কটাক্ষ করেন তিনি। পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ইতিহাসের প্রসঙ্গ টেনে গৌরীশংকর বলেন, ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি একসময় রক্তক্ষয়ী লড়াই করে পশ্চিমবঙ্গকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই শ্যামাপ্রসাদের অবদানকে অস্বীকার করে রাজ্যকে ফের বাংলাদেশের দিকে ঠেলে দিতে চাইছেন। আরও কড়া সুরে তিনি বলেন বিজেপি ক্ষমতায় এলে যে 'জয় বাংলা' স্লোগান দেবে, তাকে বাংলাদেশে পাঠানোর বন্দোবস্ত করব। এই মাটিতে থাকতে গেলে বলতে হবে 'ভারত মাতা কি জয়' অথবা 'জয় পশ্চিমবাংলা'। বাংলাদেশ-প্রীতি এখানে চলবে না। তৃণমূল সরকারের ১৫ বছরের শাসনকে 'অপশাসন' আখ্যা দিয়ে গৌরীশংকর বলেন, আমাদের কর্মীদের উপর অনেক অত্যাচার হয়েছে। তবু কেউ বিক্রি হননি, মাথাও নত করেননি। আমরা ক্ষমতায় এসেই রাজ্যের বেকার ছেলেমেয়েদের কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেব। মানুষের জন্য লড়াই করছি, ভবিষ্যতেও করব। বৃহস্পতিবারের কর্মসূচির পর শুক্রবার ভোর থেকেই ফের ময়দানে নেমেছেন গৌরীশংকর ঘোষ। এদিন সকাল সাতটায় নতুন গ্রাম অঞ্চলের দিয়ার ঘোষপাড়া এলাকায় জনসংযোগ সারেন তিনি। এরপর মুর্শিদাবাদ পৌরসভার লালবাগ এলাকায় প্রচারে যান। তারপর জেলা বিজেপি কার্যালয়ে সাংগঠনিক বৈঠকেও অংশ নেন তিনি। এক কথায় বলতে গেলে ভোটের আগে শেষ মুহূর্তের প্রচারে কোনও ফাঁক রাখতে নারাজ গেরুয়া শিবিরের এই প্রার্থী।

বালিতে নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে বয়স্ক ও শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তিদের জন্য হোম- ভোটিং শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া, ১৭ এপ্রিল ঃ বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়াকে আরও সহজলভ্য করতে এবার বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে নির্বাচন কমিশন। প্রবীণ নাগরিক ও শারীরিকভাবে অক্ষম ভোটারদের কথা মাথায় রেখে এবারেও বাড়ি গিয়েই ভোট নেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। শুক্রবার থেকে বালি বিধানসভাতেও নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে বয়স্ক ও শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তিদের জন্য হোম- ভোটিং শুরু হয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় বাড়িতে গিয়ে কড়া নিরাপত্তায় শুরু হয়েছে সেই প্রক্রিয়া। বয়স্ক ও শারীরিকভাবে অক্ষম ভোটারদের বাড়িতে গিয়ে ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ায় অনেকেই যাঁরা বিভিন্ন শারীরিক প্রতিবন্ধকতার কারণে ভোটকেন্দ্রে এতদিন যেতে পারতেন না, তাঁরাও এবার এর ফলে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগের সুযোগ পেলেন। মূলতঃ ৮৫ বছরের উর্ধ্বে বয়স্ক ভোটার এবং শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য এই হোম-ভোটিং ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় ভোটকর্মীদের সঙ্গে নিরাপত্তার জন্য কেন্দ্রীয় বাহিনীও মোতায়েন রয়েছেন।

পূর্ব রেলওয়ে

নং ঃ এস.৪/এস/ডিএপি/২০২৬-২৭ তারিখ ১৬.০৪.২০২৬

সংশোধনী

চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার/সেলস্, পূর্ব রেলওয়ে, ৩য় তল, ফেয়ারলি প্লেস, ১৭, নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১ দ্বারা পূর্বে প্রকাশিত **এপ্রিল, ২০২৬ মাসের জন্য পূর্ব রেলওয়ের ই-অকশন কর্মসূচীর** প্রেক্ষিতে **সংশোধনী**। এপ্রিল, ২০২৬ মাসের জন্য হাওড়ার ই-অকশন কর্মসূচীর নিম্নরূপ আংশিক পরিবর্তন করা হয়েছে এবং ডিপো এবং ডিভিশনের অন্যান্য তারিখগুলি অপরিবর্তিত থাকবে।

ডিভিশন	বর্তমান তারিখ	সংশোধিত তারিখ
হাওড়া	২০.০৪.২০২৬	২৭.০৪.২০২৬

(STORES-03/2026-27)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

NIQ & NIT, Govt. of West Bengal.

Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division, Main Block, Ground Floor, Writers' Buildings, Kolkata-700001 from the eligible contractors for the following works.

1. Name of Work: "Renewal of Annual Bandwidth Charges for Internet Leased Line Connectivity of Virtual Office Functioning at Senior IAS Officers' Quarters at 12, Ballygunge Circular Road, Kolkata - 700 019 : (Primary Feed). **[Job No: KIT/RW/010 of 26-27]" e-TENDER No. WBPWD/EEKIT/E-NIT-008/T/26-27 Tender ID: 2026_WBPWD_5013807_1** Bid Submission Closing : **28.04.2026 up to 03.00 PM**

2. Name of Work: "Renewal of Annual Bandwidth Charges for Internet Leased Line Connectivity of Virtual Office Functioning at Senior IAS Officers' Quarters at 12, Ballygunge Circular Road, Kolkata - 700 019 :(Secondary Feed). **[Job No: KIT/RW/011 of 26-27]" e-TENDER No. WBPWD/EEKIT/E-NIT-009/T/26-27 Tender ID: 2026_WBPWD_5013808_1** Bid Submission Closing : **28.04.2026 up to 03.00 PM**

3. Name of Work: "Provision for wired internet connectivity for VVIP office's in Kolkata :: Renewal of Bandwidth for 01(one) year.. **[Job No: KIT/RW/012 of 26-27]" e-TENDER No. WBPWD/EEKIT/E-NIT-010/T/26-27 Tender ID: 2026_WBPWD_5013809_1** Bid Submission Closing : **28.04.2026 up to 03.00 PM**

4. Name of Work: "Internet Connectivity for Running of Common Services at the Office of the Project Director, PIU at 3 Commissariate Road, Kolkata for 01(One) Year.. **[Job No: KIT/RW/013 of 26-27]" e-TENDER No. WBPWD/EEKIT/E-NIT-011/T/26-27 Tender ID: 2026_WBPWD_5013810_1** Bid Submission Closing : **28.04.2026 up to 03.00 PM**

5. Name of Work: "Upgradation of Dedicated Internet Leased Line Connectivity and Allied Infrastructure for The Centralized Internet Service of Purta Bhawan at 2nd Avenue, CF Block, Sector 1, Bidhannagar, Kolkata- 700 091. **[Job No: KIT/OW/002 of 26-27]" e-TENDER No. WBPWD/EEKIT/E-NIT-012/T/26-27 Tender ID: 2026_WBPWD_5013811_1** Bid Submission Closing : **28.04.2026 up to 03.00 PM**

6. Name of Work: "Provision of Man Power for The Purpose of Technical Support Services for IT Equipments at The New Campus of West Bengal Judicial Academy, Newtown for 09 (Nine) Months. **[FY: 26-27]. [Job No: KIT/OW/003 of 26-27]" e-TENDER No. WBPWD/EEKIT/E-NIT-013/T/26-27 Tender ID: 2026_WBPWD_5013812_1** Bid Submission Closing : **12.05.2026 up to 03.00 PM**

7. Name of Work: "Annual Maintnance of CCTV Surveillance System Installed at Presidency University, Kolkata Campus, 86/1 College Street, Kolkata- 700 073 for 01(One) Year. **[FY: 26-27]. [Job No: KIT/OW/004 of 26-27]" e-TENDER No. WBPWD/EEKIT/E-NIT-014/T/26-27 Tender ID: 2026_WBPWD_5013814_1** Bid Submission Closing : **12.05.2026 up to 03.00 PM** Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website.

Sd/-
Executive Engineer, PWD Kolkata IT Division

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, Hooghly Electrical Division, P.W.Dte. invites Short notice Quotation for the work of " Temporary Electrical Installation work for Accommodation of CAPF/SPF at different accommodation centers for WBLA General Election 2026 under CPC/Hooghly Rural Police District, Hooghly.(25 nos accommodation centers)."

NIQ No.- WBPWD/EE/HED/SHORT/NIQ-27 of 2026- 27

Bid submission closing date: **19/04/2026 upto 02.30 P.M.**

Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T.

Sd/-
Executive Engineer, P.W.Dte.
Hooghly Electrical Division

Govt. of West Bengal.

Short Notice Quotation is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, South 24 Parganas Electrical Division, 57/2, Diamond Harbour Road, Kolkata-700023 from the eligible contractors for the following works. Name of Works: i) Temporary Electrical Installation and DG Set, on hire basis at different locations under Dholahat PS for deployment of CAPFs for General Election to Legislative Assembly of West Bengal 2026. (For 15 days w.e.f. 21.04.2026) **(Tender Ref: NIQ No. 111/Q of S24PED of 2026-27)** ii) Temporary Electrical Installation and DG Set, on hire basis at different locations under Mathurapur PS for deployment of CAPFs for General Election to Legislative Assembly of West Bengal 2026. (For 15 days w.e.f. 21.04.2026) **(Tender Ref: NIQ No. 112/Q of S24PED of 2026-27)** iii) Temporary Electrical Installation and DG Set, on hire basis at different locations under Kulpi PS for deployment of CAPFs for General Election to Legislative Assembly of West Bengal 2026. (For 15 days w.e.f. 21.04.2026) **(Tender Ref: NIQ No. 113/Q of S24PED of 2026-27)** iv) Temporary Electrical Installation and DG Set, on hire basis at different locations under Sagar PS for deployment of CAPFs for General Election to Legislative Assembly of West Bengal 2026. (For 15 days w.e.f. 21.04.2026) **(Tender Ref: NIQ No. 114/Q of S24PED of 2026-27)** v) Temporary Electrical Installation and DG Set, on hire basis at different locations under Mandirbazar PS for deployment of CAPFs for General Election to Legislative Assembly of West Bengal 2026 (Phase-I). (For 15 days w.e.f. 21.04.2026) **(Tender Ref: NIQ No. 115/Q of S24PED of 2026-27)** vi) Temporary Electrical Installation and DG Set, on hire basis at different locations under Patharpratima for deployment of CAPFs for General Election to Legislative Assembly of West Bengal 2026. (For 15 days w.e.f. 21.04.2026) **(Tender Ref: NIQ No. 116/Q of S24PED of 2026-27)** vii) Temporary Electrical Installation and DG Set, on hire basis at different locations under Kakdwip PS for deployment of CAPFs for General Election to Legislative Assembly of West Bengal 2026. (For 15 days w.e.f. 21.04.2026) **(Tender Ref: NIQ No. 117/Q of S24PED of 2026-27)** viii) Temporary Electrical Installation and DG Set, on hire basis at different locations under Raidighi PS for deployment of CAPFs for General Election to Legislative Assembly of West Bengal 2026. (For 15 days w.e.f. 21.04.2026) **(Tender Ref: NIQ No. 118/Q of S24PED of 2026-27)** ix) Temporary Electrical Installation and DG Set, on hire basis at diiferent locations under Namkahana PS for deployment of CAPFs for General Election to Legislative Assembly of West Bengal 2026. (For 15 days w.e.f. 21.04.2026) **(Tender Ref: NIQ No. 119/Q of S24PED of 2026-27)** x) Temporary Electrical Installation and DG Set, on hire basis at different locations under Harwood Point Coastal PS for deployment of CAPFs for General Election to Legislative Assembly of West Bengal 2026. (For 15 days w.e.f. 21.04.2026) **(Tender Ref: NIQ No. 120/Q of S24PED of 2026-27)** xi) Temporary Electrical Installation and DG Set, on hire basis at different locations under Ganga Sagar Coastal PS for deployment of CAPFs for General Election to Legislative Assembly of West Bengal 2026. (For 15 days w.e.f. 21.04.2026) **(Tender Ref: NIQ No. 121/Q of S24PED of 2026-27)** xii) Temporary Electrical Installation and DG Set, on hire basis at different locations under Gobardhanpur Coastal PS for deployment of CAPFs for General Election to Legislative Assembly of West Bengal 2026. (For 15 days w.e.f. 21.04.2026) **(Tender Ref: NIQ No. 122/Q of S24PED of 2026-27)** xiii) Temporary Electrical Installation and DG Set, on hire basis at different locations under Frezerganj Coastal PS for deployment of CAPFs for General Election to Legislative Assembly of West Bengal 2026. (For 15 days w.e.f. 21.04.2026) **(Tender Ref: NIQ No. 123/Q of S24PED of 2026-27)** xiv) Temporary Electrical Installation and DG Set, on hire basis at different locations under Bakultala PS for deployment of CAPFs for General Election to Legislative Assembly of West Bengal 2026. (For 15 days w.e.f. 20.04.2026) **(Tender Ref: NIQ No. 124/Q of S24PED of 2026-27)** xv) Temporary Electrical Installation and DG Set, on hire basis at different locations under Jharkahali Coastal PS for deployment of CAPFs for General Election to Legislative Assembly of West Bengal 2026. (For 15 days w.e.f. 20.04.2026) **(Tender Ref: NIQ No. 125/Q of S24PED of 2026-27)** xvi) Temporary Electrical Installation and DG Set, on hire basis at different locations under Baruipur PS for deployment of CAPFs for General Election to Legislative Assembly of West Bengal 2026. (For 15 days w.e.f. 20.04.2026) **(Tender Ref: NIQ No. 126/Q of S24PED of 2026-27)** xvii) Temporary Electrical Installation and DG Set, on hire basis at different locations under Mandirbazar PS for deployment of CAPFs for General Election to Legislative Assembly of West Bengal 2026 (Phase-II). (For 15 days w.e.f. 21.04.2026) **(Tender Ref: NIQ No. 127/Q of S24PED of 2026-27)** xviii) Temporary Electrical Installation and DG Set, on hire basis at different locations under Kultali PS for deployment of CAPFs for General Election to Legislative Assembly of West Bengal 2026. (For 15 days w.e.f. 20.04.2026) **(Tender Ref: NIQ No. 128/Q of S24PED of 2026-27)**

Date of Permission: : **19.04.2026 Upto 01.00 P.M**
Bid Submission closing: **19.04.2026 Upto 01.30 P.M**
Bid opening Date: **19.04.2026 after 02.00 P.M.**

Sd/- A. Haldar
Executive Engineer, PWD
South 24 Parganas Electrical Division

গৃহস্থালী

সন্তানের বয়স বুঝে পোষ্য নির্বাচন, ছোটবেলা থেকেই গড়ে উঠুক দায়িত্ববোধ, সহমর্মিতা ও ভালোবাসা

পোষ্য প্রাণী যে শিশুদের জীবনে অসাধারণ প্রভাব ফেলে, তা এখন আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। একটি ছোট্ট প্রাণীও হতে পারে শিশুর সবচেয়ে কাছের বন্ধু, তার আনন্দ-দু ঃখের সঙ্গী। বিশেষজ্ঞদের মতে, শিশুদের মানসিক ও আবেগিক বিকাশে পোষ্যের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে সব বয়সের শিশুর জন্য একই ধরনের পোষ্য উপযুক্ত নয়। সন্তানের বয়স, মানসিক পরিপক্বতা এবং দায়িত্ব নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করেই পোষ্য নির্বাচন করা উচিত। ছোট থেকেই যদি বাচ্চারা পোষ্যের যত্ন নিতে শেখে, তাহলে তাদের মধ্যে সহমর্মিতা, দায়িত্ববোধ এবং ধৈর্যের মতো গুণগুলি স্বাভাবিকভাবেই গ ে ওঠে। তাই আসুন, সন্তানের বয়স অনুযায়ী কোন পোষ্যটি সবচেয়ে উপযুক্ত হতে পারে, তা বিস্তারিতভাবে জেনে নেওয়া যাক। প্রথমেই ধরা যাক ৩ থেকে ৫ বছর বয়সী শিশুদের কথা। এই বয়সে বাচ্চারা খুব সংবেদনশীল এবং কৌতূহলী হয়। তাদের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত পোষ্য হতে পারে অ্যাকোয়ারিয়ামের মাছ। মাছের নীরব চলাফেরা, রঙিন সৌন্দর্য এবং জলের ভেতরের জীবন শিশুদের মুগ্ধ করে। তারা ধীরে ধীরে জীবনের সহজ কিছু ধারণা শিখতে শুরু করে। যেমন-প্রতিটি প্রাণীরই খাবার প্রয়োজন, যত্ন প্রয়োজন। এই বয়সে বাচ্চাদের মাছকে খাবার দেওয়ার ছোট দায়িত্ব দিলে তারা বুঝতে শেখে নিয়ম এবং দায়িত্বের গুরুত্ব। পাশাপাশি তারা উপলব্ধি করে, এই পৃথিবীতে প্রতিটি জীব একে অপরের উপর নির্ভরশীল। এরপর আসে ৬ থেকে ৮ বছর বয়স। এই সময় শিশুদের স্কুল জীবন শুরু হয় এবং তারা নিয়ম-কানুন মেনে চলতে শেখে। এই বয়সের শিশুদের জন্য গিনিপিগ একটি আদর্শ পোষ্য হতে পারে। গিনিপিগদের নিয়মিত যত্ন, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং সঠিক খাবার প্রয়োজন হয়। বাচ্চারা যখন এই প্রাণীর যত্ন নিতে শুরু করে, তখন তারা বুঝতে পারে অবহেলার ফল কী হতে পারে। এতে তাদের মধ্যে দায়িত্ববোধ আরও দৃঢ় হয়। পাশাপাশি, একটি জীবের প্রতি যত্নশীল হওয়া তাদের আবেগিক বিকাশেও সাহায্য করে। ৯ থেকে ১১ বছর বয়সে শিশুরা অনেক বেশি সচেতন এবং শেখার আগ্রহ প্রবল থাকে। এই সময় তাদের জন্য পাখি একটি চমকার পোষ্য হতে পারে। পাখিদের আচরণ, খাবারের ধরন, বাসস্থানের প্রয়োজন-এসব বিষয় শিশুদের জানার আগ্রহ বা।ায়। তারা নিজেরাই খোঁজ নিতে চায়, কীভাবে পাখিকে ভালো রাখা যায়। এই প্রক্রিয়ায় তাদের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং নতুন কিছু শেখার আগ্রহ আরও বাড়ে। পাখির সঙ্গে সময় কাটানো তাদের মনকে প্রফুল্ল রাখে এবং মানসিক বিকাশে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। ১২ থেকে ১৪ বছর বয়স হল বয়ঃসন্ধিকালের শুরু। এই সময় শিশুরা নানা মানসিক টানাপোড়েনের মধ্যে দিয়ে যায়। এই পর্যায়ে একটি বিড়াল হতে পারে তাদের আদর্শ সঙ্গী। বিড়ালের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব থাকে, যা শিশুদের আকৃষ্ট করে। তারা বিড়ালের সঙ্গে সময় কাটিয়ে মানসিকভাবে অনেকটা স্বস্তি পায়। বিড়ালকে আদর করা, তার সঙ্গে খেলা করা-এসব কার্যকলাপ শিশুদের মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করে। পাশাপাশি তারা সম্পর্কের সূক্ষ্ম দিকগুলো বুঝতে শেখে, যেমন-ব্যক্তিত্বের প্রতি সম্মান এবং সহাবস্থান। অবশেষে, ১৫ বছর বা তার বেশি বয়সী কিশোর-কিশোরীদের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত পোষ্য হল কুকুর। কুকুরের যত্ন নেওয়া একটি বড় দায়িত্বের বিষয়। নিয়মিত হাঁটাতে নিয়ে যাওয়া, সময়মতো খাবার দেওয়া, অসুস্থ হলে চিকিসার ব্যবস্থা করা-এসব কাজের মাধ্যমে কিশোররা দায়িত্বশীল হয়ে ওঠে। একটি কুকুরের সঙ্গে গভীর বন্ধুত্ব তৈরি হয়, যা তাদের মানসিক শক্তি বাড়ায়। এছাড়া কুকুরের সঙ্গে নিয়মিত হাঁটতে গেলে শরীরচর্চাও হয়, যা শারীরিক সুস্থতার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ফলে এটি কেবল মানসিক নয়, শারীরিক উন্নতিতেও সহায়ক। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, পোষ্য পালন শিশুদের জীবনে একটি ইতিবাচক অভ্যাস গড়ে তোলে। যখন একটি শিশু প্রতিদিন মাছকে খাবার দেয় বা কুকুরকে হাঁটাতে নিয়ে যায়, তখন তার মধ্যে নিয়মিত কাজ করার প্রবণতা তৈরি হয়। এই অভ্যাস ভবিষ্যতে তার জীবনের নানা ক্ষেত্রে কাজে লাগে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল-পোষ্যের মাধ্যমে শিশুরা সহমর্মিতা শেখে। তারা বুঝতে পারে, একটি প্রাণীরও অনুভূতি আছে, যত্নের প্রয়োজন আছে। এতে তাদের মানবিকতা বাড়ে। একই সঙ্গে দায়িত্ববোধ, ধৈর্য এবং কৌতূহলও বৃদ্ধি পায়, যা একজন মানুষের জীবনে অত্যন্ত মূল্যবান সম্পদ। সুতরাং, সন্তানের বয়স এবং মানসিক প্রস্তুতি অনুযায়ী সঠিক পোষ্য নির্বাচন করলে তা শুধু তাদের আনন্দই দেবে না, বরং তাদের জীবনের ভিত্তি আরও মজবুত করে তুলবে।

প্রখর গরমে রান্নাঘরের ঝামেলা শেষ! সহজ কৌশলেই হেঁশেল থাকবে ঠান্ডা, খাবার থাকবে টাটকা

বৈশাখের দাবদাহ যেন প্রতিদিন নতুন করে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিচ্ছে। বাইরে প্রখর রোদে শরীর যেমন ক্লান্ত হয়ে পড়ছে, তেমনি ঘরের রান্নাঘরও হয়ে উঠছে একেবারে অগ্নিগর্ভ। এই তীব্র গরমে হেঁশেল সামলানো অনেকের কাছেই ব। সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। দই দ্রুত টক হয়ে যাচ্ছে, ফ্রিজে রাখা পনির শক্ত হয়ে যাচ্ছে, রান্নার বাসন পরিস্কার করা কঠিন হয়ে উঠছে-সব মিলিয়ে নাজেহাল অবস্থা।তবে কিছু সহজ ও কার্যকর কৌশল জানা থাকলে এই সমস্যাগুলো থেকে খুব সহজেই মুক্তি পাওয়া যায়। সামান্য বুদ্ধি ও সচেতনতা আপনাকে এই গরমেও রান্নাঘরকে রাখবে সুশৃঙ্খল, আর খাবার থাকবে সুস্বাদু ও স্বাস্থ্যকর। চলুন জেনে নেওয়া যাক এমনই কিছু কার্যকর টিপস। প্রথমেই আসা যাক দইয়ের কথায়। গরমের দিনে দই যেন সবচেয়ে বেশি সমস্যায় ফেলে। বাইরে রাখলেই খুব দ্রুত গেঁজে গিয়ে টক হয়ে যায়। ফলে খাওয়ার অযোগ্য হয়ে প।ে। এই সমস্যা থেকে বাঁচতে দইয়ের পাত্রে একটি ছোট নারকেলের টুকরো দিয়ে রাখুন। নারকেল দইয়ের ভেতরে অতিরিক্ত ফারমেন্টে শন ধীর করে দেয়, ফলে দই দীর্ঘক্ষণ টাটকা থাকে। স্বাদেও কোনও পরিবর্তন আসে না। এটি একটি সহজ অথচ অত্যন্ত কার্যকর পদ্ধতি, যা গরমে দই সংরক্ষণের ক্ষেত্রে দারুণ সাহায্য করে। এবার পনিরের প্রসঙ্গে আসা যাক। ফ্রিজে রাখা পনির রান্না করার পর অনেক সময় শক্ত ও রাবারের মতো হয়ে যায়, যা খেতে একেবারেই ভালো লাগে না। কিন্তু এই সমস্যারও সহজ সমাধান রয়েছে। রান্নার আগে পনিরের টুকরোগুলো হালকা গরম নুন-জলে কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রাখুন। এতে পনিরের ভেতরে আর্দ্রতা ফিরে আসে এবং রান্নার পর তা নরম ও তুলতুলে থাকে। পাশাপাশি মশলাও ভালোভাবে ভেতরে ঢুকে যায়, ফলে স্বাদ হয় আরও সুস্বাদু। রান্নাঘরের আরেকটি বড় সমস্যা হল বাসনপত্র পরিস্কার করা, বিশেষ করে কড়াই পুড়ে গেলে। পোড়া দাগ তুলতে গিয়ে অনেক সময়ই বেশ কষ্ট করতে হয়। এই ঝামেলা কমাতে একটি সহজ উপায় হল-পোড়া ক।ইতে জল এবং বেকিং সোডা দিয়ে কিছুক্ষণ ফুটিয়ে নেওয়া। এতে পোড়া অংশ আলগা হয়ে যায় এবং সহজেই পরিস্কার করা যায়। এতে সময় ও পরিশ্রম দুটোই বাঁচে, আর কড়াই ফিরে পায় তার আগের উজ্জ্বলতা। লঙ্কা কাটার সময় হাত জ্বালা করা একটি খুবই সাধারণ সমস্যা। অনেকেই এই অস্বস্তির সম্মুখীন হন। এই জ্বালা থেকে বাঁচতে লঙ্কা কাটার আগে হাতে সামান্য সরষের তেল বা দই মাখতে পারেন। এটি ত্বকের ওপর একটি সুরক্ষামূলক স্তর তৈরি করে, ফলে লঙ্কার ঝাল সরাসরি ত্বকে প্রভাব ফেলতে পারে না। এর ফলে হাত জ্বালাপো।া থেকে রক্ষা পায় এবং কাজ করাও অনেক সহজ হয়ে ওঠে।রান্নার সময় কখনও কখনও ভুলবশত ক।ইতে বেশি তেল প। যায়, যা খাবারের স্বাদ ও স্বাস্থ্য-দুইয়ের ওপরই প্রভাব ফেলে। কিন্তু এই সমস্যারও রয়েছে সহজ সমাধান। তরকারির ওপর ভাসমান অতিরিক্ত তেল সরাতে কয়েক টুকরো বরফ ফেলে দিন। বরফের সংস্পর্শে তেল দ্রুত জমাট বেঁধে যায়। এরপর সহজেই চামচ দিয়ে সেই তেল তুলে ফেলা যায়। এতে রান্না হয় কম তেলযুক্ত এবং অনেক বেশি স্বাস্থ্যকর। এই ছোট ছোট টিপসগুলো হয়তো শুনতে সাধারণ মনে হতে পারে, কিন্তু বাস্তবে এগুলো অত্যন্ত কার্যকর। বিশেষ করে গরমকালে, যখন রান্নাঘরের কাজ সামলানোই একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়, তখন এই কৌশলগুলো আপনার কাজ অনেকটাই সহজ করে দিতে পারে। সবশেষে বলা যায়, গরমের দিনে হেঁশেল সামলানো কঠিন হলেও অসম্ভব নয়। একটু সচেতনতা, কিছু সহজ কৌশল এবং সঠিক পদ্ধতি জানলেই রান্নাঘরের যাবতীয় ঝামেলা অনেকটাই কমিয়ে আনা যায়। এতে শুধু কাজ সহজ হয় না, বরং খাবারের গুণগত মানও বজায় থাকে। তাই এই তীব্র গরমেও দুশ্চিন্তা না করে, এই সহজ টিপসগুলো কাজে লাগান। দেখবেন, আপনার রান্নাঘর থাকবে পরিপাটি, খাবার থাকবে টাটকা, আর আপনার দিন

অতিরিক্ত পরিচ্ছন্নতার ফাঁদ! অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল সাবানেই বাড়ছে ‘সুপারবাগ’-র ভয়, বলছে নতুন গবেষণা

বিশেষ প্রতিনিধি ঃ পরিচ্ছন্নতা মানেই সুস্থতা-এই ধারণা আমাদের জীবনের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে আছে। বিশেষ করে গত কয়েক বছরে স্বাস্থ্য সচেতনতা অনেক বেড়েছে, আর তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল সাবান, হ্যান্ডওয়াশ এবং বিভিন্ন জীবাণুনাশক পণ্যের ব্যবহার। আমরা অনেকেই মনে করি, যত বেশি শক্তিশালী ক্লিনার ব্যবহার করব, তত বেশি নিরাপদ থাকব। কিন্তু সাম্প্রতিক এক আন্তর্জাতিক গবেষণা এই ধারণাকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছে। গবেষণায় উঠে এসেছে উদ্বেগজনক তথ্য-যে অ্যাঃিটব্যাকটেরিয়াল সাবান ও ডিটারজেন্ট ব্যবহার করে আমরা নিজেদের জীবাণুমুক্ত রাখতে চাইছি, সেগুলিই হয়তো অজান্তে আরও বড় বিপদ ডেকে আনছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ধরনের পণ্য অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে তৈরি হচ্ছে ‘সুপারবাগ’ যা সাধারণ অ্যান্টিবায়োটিকেও সহজে দমন করা যায় না। গবেষণাটি প্রকাশিত হয়েছে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিজ্ঞান পত্রিকায়। সেখানে বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন, বাজারে প্রচলিত অনেক নামী অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল পণ্যে এমন কিছু রাসায়নিক থাকে, যা ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করার পাশাপাশি তাদের গঠন ও আচরণে পরিবর্তন ঘটায়। বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে ‘ অ্যামোনিয়াম কম্পাউন্ড’ এবং ‘ মতো উপাদানের কথা। এই রাসায়নিকগুলি সাধারণত হ্যান্ডওয়াশ, ডিটারজেন্ট , ক্লিনিং স্প্রে এবং অন্যান্য জীবাণুনাশক পণ্যে ব্যবহৃত হয়। সমস্যার মূল জায়গাটা এখানেই। যখন ব্যাকটেরিয়া বারবার এই শক্তিশালী রাসায়নিকের সংস্পর্শে আসে, তখন তারা ধীরে ধীরে নিজেদের মধ্যে প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি করতে শুরু করে। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় অ্যাঃিটমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স। অর্থা, যে রাসায়নিক দিয়ে তাদের ধ্বংস করার চেষ্টা করা হচ্ছে, তার বিরুদ্ধেই তারা নিজেদের রক্ষা করতে শিখে যায়।

এর ফল অত্যন্ত ভয়ঙ্কর হতে পারে। এই পরিবর্তিত ব্যাকটেরিয়াগুলিই পরবর্তীতে ‘সুপারবাগ-এ পরিণত হয়। এরা এতটাই শক্তিশালী হয়ে ওঠে যে সাধারণ অ্যান্টিবায়োটিক আর তাদের ওপর কাজ করে না। ফলে ভবিষ্যতে যদি শরীরে সংক্রমণ হয়, তাহলে তা নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়ে পড়তে পারে। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে জীবনহানির ঝুঁকিও তৈরি হয়।

বিশ্ব স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, এই সমস্যা এখন আর ভবিষ্যতের আশঙ্কা নয়, বরং বর্তমানের বাস্তব। প্রতি বছর বিশ্বজুড়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী সংক্রমণের কারণে প্রাণ হারাচ্ছেন। আর এই পরিস্থিতির পিছনে অন্যতম কারণ হিসেবে উঠে আসছে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অতিরিক্ত অ্যান্দিব্যাকটেরিয়াল পণ্যের ব্যবহার। আমরা অনেকেই মনে করি, সাধারণ সাবান যথেষ্ট কার্যকর নয়, তাই অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়াল সাবানই ব্যবহার করা উচিত। কিন্তু গবেষণা বলছে, এই ধারণা পুরোপুরি ভুল। সাধারণ সাবান ও জল দিয়ে নিয়মিত হাত ধুলেই বেশিরভাগ জীবাণু দূর করা সম্ভব। বরং অকারণে শক্তিশালী রাসায়নিক ব্যবহার করলে তার ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশি। বিশেষজ্ঞরা আরও জানাচ্ছেন, সব সময় জীবাণুমুক্ত পরিবেশে থাকার চেষ্টাও ঠিক নয়। আমাদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেকটাই নির্ভর করে বিভিন্ন ধরনের মাইক্রোবের সঙ্গে স্বাভাবিক সংস্পর্শের ওপর। অত্যধিক পরিস্কার পরিবেশে থাকলে সেই প্রাকৃতিক প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল হয়ে যেতে পারে। তাহলে কী করা উচিত? প্রথমত, অকারণে অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়াল সাবান বা শক্তিশালী ক্লিনার ব্যবহার কমাতে হবে। প্রতিদিনের সাধারণ হাত ধোয়ার জন্য সাধারণ সাবান ও জলই যথেষ্ট। বিশেষ পরিস্থিতি-যেমন কোনও মহামারি বা গুরুতর সংক্রমণের সময়-তবেই শক্তিশালী জীবাণুনাশক ব্যবহার করা উচিত। ঘর পরিস্কারের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। প্রতিদিনের পরিস্কারের জন্য হালকা ক্লিনার ব্যবহার করাই ভালো। একান্ত প্রয়োজনে ব্লিচ ব্যবহার করা যেতে পারে, কারণ এতে ব্যাকটেরিয়ার এমন প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে ওঠার সম্ভাবনা তুলনামূলকভাবে কম। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল সচেতনতা। শুধুমাত্র বিজ্ঞাপনের প্রভাবে বা ‘ পরিস্কার মানেই বেশি নিরাপদ’-এই ধারণা থেকে বেরিয়ে আসা প্রয়োজন। আমাদের বুঝতে হবে, সবকিছুরই একটি সীমা আছে, আর অতিরিক্ত কিছুই ভালো নয়-পরিচ্ছন্নতাও তার ব্যতিক্রম নয়।

পরিশেষে বলা যায়, সুস্থ থাকার জন্য পরিচ্ছন্নতা অবশ্যই জরুরি, কিন্তু তা যেন অতি-সতর্কতায় পরিণত না হয়। সামান্য সচেতনতা এবং সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করলেই আমরা নিজেদের এবং আমাদের পরিবারের স্বাস্থ্যকে সুরক্ষিত রাখতে পারি। কারণ, প্রকৃত সুস্থতার চাবিকাঠি লুকিয়ে আছে ভারসাম্যের মধ্যেই।

‘সোসাল মিডিয়াতেই বাম’ কটাক্ষকে অস্ত্র, কন্টেন্ট ক্রিয়েটরদের পাশে চাইছেন দীপ্সিতা ধর

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ১৭ এপ্রিল ঃ ভোটবাক্সে বামেদের দুর্বল উপস্থিতি নিয়ে বিরোধীদের কটাক্ষ নতুন নয়। দীর্ঘদিন ধরেই শোনা যায়, বামেরা এখন শুধু সোশাল মিডিয়াতেই সীমাবদ্ধ। তবে সেই কটাক্ষকেই এবার প্রচারের হাতিয়ার করতে চাইছে সিপিএম। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে নতুন কৌশল নিয়েছেন দমদম উত্তর কেন্দ্রের সিপিএম প্রার্থী দীপ্সিতা ধর। তিনি সরাসরি কন্টেন্ট ক্রিয়েটরদের পাশে চাইছেন এবং তাঁদের মাধ্যমে এলাকার বিভিন্ন জ্বলন্ত ইস্যু তুলে ধরার আহ্বান জানিয়েছেন। নির্বাচনের প্রচারে সব রাজনৈতিক দল যখন মাঠে নেমেছে, তখন বামেরাও নিজেদের মতো করে নতুন পথ খুঁজছে। প্রার্থীরা যেমন ভোটারদের কাছে পৌঁছচ্ছেন, তেমনই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মকেও গুরুত্ব দিচ্ছেন তাঁরা। সোশাল মিডিয়ায় সক্রিয় উপস্থিতি বাড়িয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে চাইছে লালপার্টি। এই লক্ষ্যেই প্রার্থীদের ব্যক্তিগত পেজ থেকেও নিয়মিত পোস্ট ও ভিডিও শেয়ার করা হচ্ছে, যেখানে এলাকার সমস্যাগুলি তুলে ধরা হচ্ছে এবং তার সম্ভাব্য সমাধানের কথাও জানানো হচ্ছে। এই আবহেই সম্প্রতি দীপ্সিতা ধরের সোশাল মিডিয়া পেজে একটি পোস্ট নজর কাড়ে। সেখানে সরাসরি আবেদন জানানো হয়েছে, তাঁকে জেতাতে চাইলে সোশাল মিডিয়ায় লড়াইয়ে শামিল হতে হবে। পোস্টে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, দমদম উত্তরের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে রিল, ভিডিও বা পোস্টার তৈরি করতে হবে এবং তা নিজের প্রোফাইল থেকে শেয়ার করতে হবে। পাশাপাশি সেই কনটেন্টের সঙ্গে প্রার্থীর পেজে কোলাবোরেশনের অনুরোধ পাঠানোর কথাও উল্লেখ করা হয়েছে।

NAME CHANGE

I, Madan Mohan Balmiki (Old Name) S/o Chandkiran Balmiki Residing at Rail Bazar P.o - Bongaon, P.s - Bongaon, District - North 24 Parganas, Pin - 743235, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Madan Balmiki (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Bongaon, North 24 Parganas, vide affidavit no 17740 Dated 20-12-2025. Madan Mohan Balmiki (Old Name) and Madan Balmiki (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Swapan Das (Old Name) S/o Pranballav Das Residing at 16, Bagmari Lane, Block-3, Flat - 10, District - Kolkata, Pin - 700054, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Swapan Kumar Das (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 17-04-2026. Swapan Das (Old Name) and Swapan Kumar Das (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Gauri Paul Chowdhury, Gouri Paul Chowdhury (Old Name) W/o Pranab Paul Chowdhury Residing at 11/63A, Bijoygarh Jadavpur University, District - Kolkata, Pin - 700032, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Gouri Paul Choudhury (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 17-04-2026. Gauri Paul Chowdhury, Gouri Paul Chowdhury (Old Name) and Gouri Paul Choudhury (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Payel Charaborty (Old Name) W/o Prantosh Biswas Residing at Saltee Spacio, Flat - A4/4, 1 Mall Road, Dumdum, North 24 Parganas, Kolkata - 700080, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Payel Chakraborty Biswas (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 17-04-2026. Payel Charaborty (Old Name) and Payel Chakraborty Biswas (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Vineeta Miharia (Old Name) D/o Ajit Kumar Kejriwal Residing at Aasha Apartment, Flat-2/E/2, 93, Deshpran Sasmal Road, P.o - Tollygunge, P.s - Charu Market, District - Kolkata, Pin - 700033, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Vineeta Kejriwal (New Name) as declared before the Ld. Metropolitan Magistrate at Kolkata, vide affidavit no 424 Dated 03-09-2021. Vineeta Miharia (Old Name) and Vineeta Kejriwal (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Gouri Jana (Old Name) W/o Shambhu Jana Residing at Vill - Renjura, P.o - Renjura, P.s - Datan, District - Paschim Medinipur, Pin - 721443, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Asima Jana (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Datan, Paschim Medinipur vide affidavit no 3301 Dated 10-04-2026. Gouri Jana (Old Name) and Asima Jana (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Deepa N Doshi, Deepa Doshi (Old Name) W/o Nilesh Doshi Residing at 47A Girish Mukherjee Road, Bhawanipore S.O, Bhawanipore, District - Kolkata, Pin - 700025, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Dipa Doshi (New Name) as declared before the Notary public kolkata vide affidavit no 40/2026 Dated 17-04-2026. Deepa N Doshi, Deepa Doshi (Old Name) and Dipa Doshi (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Soumya Nilesh Doshi (Old Name) D/o Nilesh Doshi Residing at 47A Girish Mukherjee Road, Vtc - Bhawanipore, P.o - Bhawanipore, District - Kolkata, Pin - 700025, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Soumya Doshi (New Name) as declared before the Notary public kolkata vide affidavit no 41/2026 Dated 17-04-2026. Soumya Nilesh Doshi (Old Name) and Soumya Doshi (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Alisha Sultana, D/O- SK Yakub Hossain, resident of Rasikpur J.B. Hazra Road, P.O.- Burdwan, P.S.- Burdwan, Dist.- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713101, do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as ALISA SULTANA vide Affidavit No.- 1156 dated 10/04/2026 sworn before the Notary Public at Purba Bardhaman.That Alisha Sultana and Alisa Sultana both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Sarada Begum Singh, D/O-Tej Singh, resident of Rasikpur J.B. Hazra Road, P.O.- Burdwan, P.S.- Burdwan, Dist.- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713101, do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as SARADA BEGAM vide Affidavit No.- 1160 dated 10/04/2026 sworn before the Notary Public at Purba Bardhaman.That Sarada Begum Singh and Sarada Begam both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Sumit Kumar Banerjee, S/O-Deba Prasad Banerjee, resident of Muchi Para G.T. Road East, P.O.- Sripalli, P.S.- Burdwan, Dist.- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713103, do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as SUMIT BANERJEE vide Affidavit No.- 1817 dated 17/04/2026 sworn before the Notary Public at Purba Bardhaman.That Sumit Kumar Banerjee and Sumit Banerjee both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Anjum Ara, W/O Md Murtuja, DO Abdul Nayem গ্রামঃ হরিপুর, পোঃ রাজারামপুর, থানাঃ লালগোলা, মুর্শিদাবাদের বাসিন্দা। পূর্বে আমি দেহরি পাড়াদগাছাইয়া, গ্রামঃ বাকিয়া, অঞ্চল সামিলি, জেলাঃ কাটিহার ৮৫৪১০৪ এর বাসিন্দা। আমার আসল নাম Anjum Ara, W/O Md Murtuja, যা আধার এবং প্যান কার্ডে লিপিবদ্ধ রয়েছে। ভোটার কার্ডে আমার নাম Anjuara Khatun, WO Mo Murateja নথিভুক্ত রয়েছে। ০১.০৪.২০২৬ তারিখ মুর্শিদাবাদের লালবাগ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের ৫২৩৮ নং এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি Anjum Ara, W/O Md Murtuja and Anjuara Khatun, W/O Mo Murateja এক ও অভিন্ন হিসাবে সর্বত্র পরিচিত হলাম।

NAME CHANGE

I, NARESH BISWAS S/O Lt. NAGEN BISWAS, Residing at Vill-Nimijhimi Colony, PO-Gadpukuria, P.S-Bagdah, Dist North 24 Parganas, do hereby solemnly affirm and declare That my Correct Name is Naresh Biswas S/O Nagen Biswas instead of Shree Naresh Chandra Biswas S/o Shree Nagendra Nath Biswas and Naresh Biswas instead of Naresh Chandra Biswas and my wife's actual name Debaki Biswas instead of Eboki Biswas, vide an affidavit sworn before the Executive Magistrate at Bongaon, North 24 Parganas on 10/04/2026. That I further declare that Naresh Biswas S/O Lt. Nagen Biswas and Naresh Biswas S/O Nagen Biswas and Shree Naresh Chandra Biswas S/O Shree Nagendra Nath Biswas and Naresh Chandra Biswas is one and same identical person having no difference.

NAME CHANGE

I, Biswas Debki alias Eboki Biswas (old name) W/o Naresh Biswas residing at Vill-Nimijhimi Colony, PO-Gadpukuria, P.S-Bagdah, Dist North 24 Parganas, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Debaki Biswas(new name), as declared before the Learned 1st Class Executive Magistrate at Bongaon, North 24 Parganas, on 10/04/2026. Biswas Debki, Eboki Biswas and Debaki Biswas both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Chumki Hansda Lakshmi Hasda, S/O Vede Hansda, গ্রামঃ শিমুল জুড়ি, পোঃ শ্রীরামপুর, থানাঃ মুরারই, বীরভূমের বাসিন্দা। আমার আসল নাম Chumki Hansda, So Vede Hansda যা আধার, ভোটার, প্যান, রেশন কার্ড এবং জন্ম শংসাপত্রে লিপিবদ্ধ রয়েছে। আমার ডাক নাম Lakshmi Hasda যা SBI ব্যাঙ্কের রাজগ্রাম শাখায় লিপিবদ্ধ রয়েছে। ০৬.০১.২০২৬ তারিখ রামপুরহাট নোটারি পাবলিকের এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি Chumki Hansda Lakshmi Hasda এক এবং অভিন্ন হিসাবে সর্বত্র পরিচিত হলাম।

NAME CHANGE

I, Kumari Namita Debnath, (DOB-12/8/1975) W/o GREF GS No. 173622Y Rank MT/DVR Swapan Kanti Debnath, residing at Vill Gohal Bati, P.O.&P.S. Habra, Dist North 24 Pgs shall henceforth be known as Namita Debnath as declared before the 1st class Judicial Magistrate at Barasat vide affidavit No 2654. dt. 21/1/2026. Now Kumari Namita Debnath and Namita Debnath both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Habibe Mostafa S/O Abdul Jabbar, গ্রামঃ আম্ভা, পোঃ কালুহা, থানাঃ মাড়গ্রাম, বীরভূমের বাসিন্দা। আমার নাম Habibe Mostafa S/O Abdul Jabbar, যা আধার, প্যান এবং পুরনো ভোটার কার্ডে লিপিবদ্ধ রয়েছে। নতুন ভোটার কার্ডে আমার নাম Habiba Mustafa S/O Abdul Jabbar লিপিবদ্ধ রয়েছে। ০৭.০৪.২০২৬ তারিখ রামপুরহাট এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি Habibe Mostafa S/O Abdul Jabbar and Habiba Mustafa S/O Abdul Jabbar এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

NAME CHANGE

I, HOSENARA BEGUM SEKH W/O Sekh Mannan Ali, Residing at Bankra Purba Mollah Para, PO-Bankra, PS-Domjur, Dist-Howrah, Pin-711403, do hereby solemnly affirm and declare That my Correct Name is HOSENARA BEGUM SEKH instead of HOSNARA BEGUM, my husband's actual name SEKH MANNAN ALI instead of SK. MANNAN and my daughter's actual name YEASMINA KHATUN instead of IASMINA KHATUN, vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Alipore on 10/04/2026. 7) That my name HOSENARA BEGUM SEKH and HOSNARA BEGUM is the same and one identical person and my husband's name SEKH MANNAN ALI and SK. MANNAN ALI and my daughter's name YEASMINA KHATUN and IASMINA KHATUN.

NAME CHANGE

I, Premananda Saha S/O Narayan Chandra Saha(Old Name), resident of Sarojit Colony, Hamiltonganj, P.S. Kalchini, Dist. Alipurduar, West Bengal, henceforth my father will be known as Narayan Saha (New Name) as declared before the Ld. Notary Public at Jalpaiguri, vide affidavit SL No. 41AA 761952, dated 08.04.2026 that Narayan Chandra Saha (Old Name) and Narayan Saha (New Name) both are the same and one identical person.

দার্জিলিং রেলওয়ে স্টেশনে মেগা এসভিইইপি অনুষ্ঠানঃ প্রতিটি ভোটের গুরুত্বে জোর

মালিগাঁও, ১৭ এপ্রিলঃভোটারের মধ্যে সচেতনতা ও গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ শক্তিশালী করার লক্ষ্যে এক অনন্য ও যৌথ প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ঐতিহ্যবাহী দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (ডিএইচআর)-এর মাধ্যমে, দার্জিলিংয়ের জেলা নির্বাচন আধিকারিকের কার্যালয়ের সাথে অংশীদারিত্বে ১৭এপ্রিল ২০২৬ তারিখে একটি মেগা এসভিইইপি (ভোটারদের পদ্ধতিগত শিক্ষা ও নির্বাচনী অংশগ্রহণ) কর্মসূচির আয়োজন করে। এই পদক্ষেপের লক্ষ্য ছিল পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার (ডব্লিউবিএনএ) ২০২৬-এর আসন্ন সাধারণ নির্বাচনে সচেতন ও সর্বজনীন অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করা।কর্মসূচির একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্ব ঐতিহাসিক দার্জিলিং রেল স্টেশনে আয়েজিত হয়। স্টেশন প্রাঙ্গণে রেলওয়ে আধিকারিক, জেলা প্রশাসন এবং জনসাধারণ উৎসাহপূর্বকভাবে অংশগ্রহণ করেন তাঁরা সকলেই একটি প্রাণবন্ত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রতিটি ভোটের গুরুত্ব তুলে ধরার লক্ষ্যে একজোট হয়।অনুষ্ঠানের সূচনা বিশিষ্ট অতিথিদের আগমনের মাধ্যমে হয়, এরপর এক প্রথাগত অভ্যর্থনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়, যার মধ্যে 'খাদা’ প্রদান এবং আনুষ্ঠানিক প্রদীপ প্রজ্জ্বলন অন্তর্ভুক্ত ছিল, যা ভোটারদের মাঝে সচেতনতা ও আলোকায়নের প্রতীক হিসেবে বিবেচিত। এই কর্মসূচিটি একটি শেরপা সাংস্কৃতিক দল দ্বারা পরিবেশিত মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধামে আরও সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে যা শুধু সমৃদ্ধ স্থানীয় ঐতিহ্যকেই তুলে ধরেনি, বরং নাগরিক দায়িত্ববোধের চেতনাকেও সুদৃঢ় করেছে।অনুষ্ঠানস্থলে একটি স্বাক্ষর অভিযানেরও আয়োজন করা হয়, যেখানে নাগরিক ও আধিকারিকরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং নৈতিক ও সচেতন ভোটাধিকার প্রয়োগের বিষয়ে তাঁদের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে 'আক্রান্ত' হুমায়ুন কবীর

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ১৭ এপ্রিল ঃ 'আম জনতা উন্নয়ন পার্টি'র চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবীরের নিরাপত্তায় বড়সড়ো ত্রুটি। বৃহস্পতিবার রাতে মুর্শিদাবাদের নওদা বিধানসভা এলাকায় নির্বাচনী প্রচার চালাতে গিয়ে 'আক্রান্ত' হলেন হুমায়ুন কবীর। বড় কোনও ঘটনা ঘটার আগেই হুমায়ুনের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা রক্ষীরা 'আক্রমণকারী'কে সরিয়ে নিয়ে যান। যদিও এই ঘটনায় হুমায়ুন কবীরের তরফ থেকে কারও বিরুদ্ধে কোনও লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়নি। হুমায়ুন কবীরের নির্দেশের পর তাঁর দায়িত্বে থাকা নিরাপত্তারক্ষী এবং স্থানীয় থানার পুলিশ ওই ''আক্রমণকারী'কে জিজ্ঞাসাবাদের পর ছেড়ে দিয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

রাজ্যে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে মুর্শিদাবাদ জেলার দু'টি বিধানসভা কেন্দ্র- নওদা এবং রেজিনগর- থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন 'আম জনতা উন্নয়ন পার্টি'র চেযারম্যান হুমায়ুন কবীর। বৃহস্পতিবার রাতে নওদার গোঘাট ন'নম্বর চাঁদপুর এলাকায় একটি নির্বাচনী জনসভায় বক্তব্য রাখার জন্য পৌঁছান হুমায়ুন। বক্তব্য শুরুর একেবারেই প্রথমেই ঘটে যায় বিপত্তি। হুমায়ুন কবীর তাঁর বক্তব্য শোনার জন্য দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষারত জনগণকে সম্বোধন করে কিছু বলতে শুরু করতেই এক যুবক হঠাৎই লাফিয়ে স্টেজে উঠে পড়েন এবং হুমায়ুন কবীরকে পেটের কাছ থেকে চেপে ধরে টানাটানি করতে শুরু করেন। এই ঘটনায় প্রাথমিক বিহ্বলতা কাটিয়ে উঠেই হুমায়ুন কবীরের দায়িত্বে থাকা নিরাপত্তারক্ষীরা ওই যুবককে জাপটে ধরে ধরেন এবং হুমায়ুনের কাছ থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে স্টেজের পেছনে চলে যান। প্রসঙ্গত হুমায়ুন কবীর নিজের দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে রাজ্যের দেওয়া নিরাপত্তারক্ষী পেয়ে এসেছেন। গত ৪ মার্চ থেকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক হুমায়ুনের জন্য ওয়াই প্লাস ক্যাটাগরির নিরাপত্তা বরাদ্দ করেছে। বর্তমানে তাঁর বাড়িতে ১৭ জন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান রয়েছেন। সেখানে ২৪ ঘন্টা সেন্ট্রি ডিউটি করেন একজন জওয়ান। এছাড়া প্রয়োজন অনুযায়ী হুমায়ুন কবীরের সঙ্গে অফিসার সহ মোট ৫-৭ জন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান সবসময় থাকেন। তবে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা পাওয়ার পর থেকে হুমায়ুন কবীরের জন্য বরাদ্দ রাজ্যের নিরাপত্তারক্ষীদের তুলে নেওয়া হয়েছে। কেন্দ্র সরকারের ওয়াই প্লাস নিরাপত্তা পাওয়া সত্ত্বেও কীভাবে একজন যুবক নিরাপত্তা বেষ্টনী এড়িয়ে হুমায়ুন কবীরের কাছে পৌঁছে গিয়ে তাঁকে জাপটে ধরে টানাটানি করলেন তা নিয়ে প্রশ্ন উঠে গেছে। সূত্রের খবর, গোটা ঘটনা নিয়ে ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকের তরফ থেকে হুমায়ুনের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা আধিকারিকদের কাছে বিস্তারিত রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে। শুক্রবার থেকেই হুমায়ুনের নিরাপত্তার চাদর আরও বাড়ানো হতে পারে বলে সূত্রের খবর। বৃহস্পতিবার রাতে নওদার জনসভায় হুমায়ুন নিজের বক্তব্য শুরু করতেই বছর তিরিশের ওই যুবক হঠাৎই লাফিয়ে স্টেজের উপর উঠে পড়েন এবং হুমায়ুন কবীরকে জাপটে ধরে হিন্দিতে বলেন, 'আপকা বহুত বড়া ফ্যান হুঁ স্যার' (আমি আপনার খুব বড় প্রশংসক)। এই ঘটনায় হতচিত হয়ে পড়েন হুমায়ুন কবীর। প্রাথমিক বিহ্বলতা কাটিয়ে তিনি নিজের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা রক্ষীদের মঞ্চ থেকে নির্দেশ দেন, ছেলেটি অতিরিক্ত আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছে। তবে আমি ভীত নই। ও আবেগের বশে করেছে। সিকিউরিটিদের বলছি ওকে কিছু বলবেন না। আমি ওকে যা বুঝিয়ে বলার বলছি। গোটা ঘটনা নিয়ে প্রতিক্রিয়ার জন্য হুমায়ুন কবীরের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, স্থানীয় একটি ছেলে ঘটনা ঘটিয়েছে। কী উদ্দেশ্য করেছে বুঝতে পারছি না। মঞ্চে যখন এই ঘটনাটি হয় তখন আমার জনসভা সমাজমাধ্যমের পাতায় লাইভ চলছিল। তাই সবাই দেখতে পেয়েছেন আমার সঙ্গে কী হয়েছে। তবে আমার শারীরিক কোনও ক্ষতি হয়নি। ঘটনার সময় আমার ব্যক্তিগত নিরাপত্তারক্ষীরা ছাড়াও স্থানীয় থানার পুলিশ এবং প্রচুর কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান আশেপাশে উপস্থিত ছিল। হুমায়ুন বলেন, নতুন রাজনৈতিক দল এবং বাবরি মসজিদ তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর কিছু মানুষ যে আমার পেছনে লাগছে তা অস্বীকার করার কোনও জায়গা নেই। তবে এই ঘটনাকে নিয়ে আমি আতঙ্কিত বা ভীত নই। আমি শুক্রবার থেকে স্বাভাবিক ছন্দেই নির্বাচনী প্রচার চালাবো। হুমায়ুন বলেন, আমি জানতে পেরেছি গতকালকে আমার সঙ্গে যে ঘটনাটি হয়েছে তারপরই নযড়া থেকে আমার সঙ্গে থাকা কেন্দ্রীয় সুরক্ষা বাহিনীর জওয়ানদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। সেখান থেকে আধিকারিকরা গোটা ঘটনার বিস্তারিত খবর নিয়েছেন। কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরাও গতকাল গভীর রাত পর্যন্ত নিজেদের মধ্যে বৈঠক করেছেন। শুক্রবার থেকে সম্ভবত আমার নিরাপত্তায় বেশ কিছু পরিবর্তন আসতে চলেছে।

দিঘা জগন্নাথ মন্দিরের ভিতরেই...! ছাপান্ন ভোগ থেকে নৌকা উৎসব, বর্ষপূর্তিতে এলাহি আয়োজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, দিঘা, ১৭ এপ্রিল ঃ মাত্র এক বছরেই দিঘা জগন্নাথ মন্দির- এ দেড়শটিরও বেশি দেশের ইসকন ভক্তরা এসেছেন। ভক্তদের এই বিপুল সাড়ায় এবার বর্ষপূর্তি উপলক্ষে দিঘা জগন্নাথ মন্দিরের দু'দিনের বিরাট কর্মসূচির আয়োজন করা হযেছে। ১৯ এপ্রিল সন্ধ্যা থেকে শুরু হচ্ছে বর্ষপূর্তির বিশেষ আয়োজন। মন্দির কর্তৃপক্ষের তরফে ইতিমধ্যেই কর্মসূচি প্রকাশ হয়েছে। ১৯ এপ্রিল থেকে শুরু হবে নানান আচার অনুষ্ঠান। সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিটে ভগবানের বিশেষ অভিষেকের মধ্য দিয়ে বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান শুরু হবে। এরপর রাত ৮ টায় দর্পণ অভিষেক। ২০ এপ্রিল সকাল ছ'টা থেকেই শুরু হয়ে যাবে বর্ষপূর্তির দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠান। সকাল ছ'টায় শুরু হবে শ্রী বিষ্ণু নরসিংহ যজ্ঞ। যজ্ঞর পরেই সকাল ১০ টায় রয়েছে রাধা মদনমোহন জীউর অভিষেক। সকাল ১১ টায় রয়েছে ভগবানের ছাপান্ন ভোগ নিবেদন। দুপুর ১২টা ৩০ মিনিটে রাজভোগ আরতি অনুষ্ঠিত হবে। এই রাজভোগ আরতির মধ্য দিয়ে প্রথম পর্যায়ের আচার অনুষ্ঠান শেষ হবে। বিকাল ৫টা ৩০ মিনিট থেকে আবার শুরু হবে দ্বিতীয় পর্বের অনুষ্ঠান। রাধামোদন মোহন জীউর পালকি উৎসবের মধ্য দিয়ে এই পর্বের সূচনা হবে। সন্ধ্যা ৬টা ১৫ মিনিটে গৌরনিতাই জীউর স্বাগত উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। ঠিক ১৫ মিনিট পরেই শুরু হবে নৌকা উৎসব। রাত ৮টায় পুষ্প বৃষ্টি অনুষ্ঠিত হবে। এই পুষ্প বৃষ্টির মধ্য দিয়েই বর্ষপূর্তির প্রথম বছরের কর্মসূচির সমাপ্তি ঘটবে। বর্ষপূর্তির এই আয়োজন প্রসঙ্গে ইসকন কলকাতার সহ-সভাপতি এবং দিঘা জগন্নাথ ধাম ট্রাস্টি ও প্রধান পুরোহিত রাধারমন দাস বলেন, 'অক্ষয় তৃতীয়া চিরন্তন মঙ্গলময়তার প্রতীক। ভগবান জগন্নাথের অশেষ কৃপায় এই ধাম এক বছরের সেবা ও ভক্তির যাত্রা সম্পূর্ণ করছে। এই অল্প সময়ে লক্ষ লক্ষ মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতি ঘটানোর পাশাপাশি অসংখ্য মানুষের জীবিকা ও আশার উৎস হয়ে উঠেছে।' দিঘা জগন্নাথ মন্দির কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গেছে, গত এক বছরে দিঘা জগন্নাথ ধামে বিপুল সংখ্যক দর্শনার্থীকে আকর্ষণ করেছে। যার মধ্যে ১৫০ টিরও বেশি দেশের ইসকন ভক্তরাও রয়েছেন। দেশ- আয়োজনকে ঘিরে মন্দির চত্বরে নিরাপত্তা ব্যবস্থাও জোরদার করা হচ্ছে। প্রশাসনের তরফে বাড়তি পুলিশ মোতায়েন করা হবে।

বিদেশের ভক্তদের এই উপস্থিতি দিঘার সমুদ্র সৈকতের এই মন্দিরের জনপ্রিয়তা আরও বাড়িয়েছে। প্রতিদিনই এখানে ভক্তদের ভিড় লক্ষ্য করা যায়। বর্ষপূর্তির এই বিরাট ভক্তদের নিরাপত্তা এবং ভিড় নিয়ন্ত্রণে বিশেষ নজর রাখা হচ্ছে। ভক্তরা যাতে শান্তিপূর্ণভাবে দর্শন ও অনুষ্ঠানে অংশ নিতে পারেন, সেই দিকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

দুঃসাহসিক চুরি, মন্দির থেকে দানপাত্র নিয়ে চম্পট দিলো চোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৭ এপ্রিল ঃ এক চাঞ্চল্যকর চুরির ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছে। এসএফ রোড সংলগ্ন সিদ্ধেশ্বরী কালীবাড়ি চত্বরের শিব মন্দির থেকে শুক্রবার ভোরে একটি দানপাত্র চুরি হওয়ার ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, এদিন ভোর সাড়ে চারটে নাগাদ এই চুরির ঘটনা ঘটে। একজন চোর মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রবেশ করে এবং সেখানে রাখা দানপাত্রটি নিয়ে পালিয়ে যায়। পুরো ঘটনাটি মন্দিরের ভেতরে থাকা সিসিটিভি ক্যামেরায় স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে। সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গেছে যে, চুরির করে পালানোর আগে ওই অভিযুক্ত মন্দিরের বিগ্রহের সামনে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত ভক্তিভরে প্রণাম জানায়। এমন আচরণে অনেকেই অবাক হয়েছেন। ঘটনা জানাজানি হওয়ার পরেই মন্দির কমিটির পক্ষ থেকে শিলিগুড়ি থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে এবং অভিযুক্তকে শনাক্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছে। মন্দির কমিটির সদস্য জয়ন্ত সাহা এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে বলেন যে, এমন অভিযুক্তকে কঠোর শাস্তি দেওয়া উচিত। এর পাশাপাশি তিনি সাধারণ মানুষের কাছেও আবেদন জানিয়েছেন যে, কেউ যদি অভিযুক্তকে চিনতে পারেন তবে যেন অবিলম্বে পুলিশকে অবহিত করেন। স্থানীয় পুলিশ ঘটনার গুরুত্ব বিবেচনা করে তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে।

পাহাড়ে নতুন আকর্ষণ 'ডেমোক্রেসি এক্সপ্রেস'! বিশেষ চমক রেলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, দার্জিলিং, ১৭ এপ্রিল ঃ দার্জিলিংয়ে ভোটের আগে অন্য আমেজ! রেলের পক্ষ থেকে চালু করা হল 'ডেমোক্রেসি এক্সপ্রেস'। আসন্ন ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে দার্জিলিং পাহাড়ে ভোটার সচেতনতার এক অভিনব উদ্যোগ নজর কাড়ল। ঐতিহ্যবাহী দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়েকে কেন্দ্র করে রেল ও প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত হলো 'মেগা SVEEP' কর্মসূচি, যার মূল আকর্ষণ ডেমোক্রেসি এক্সপ্রেস। শুক্রবার সকাল সাড়ে ১০টা নাগাদ দার্জিলিং স্টেশন চত্বরে শুরু হয় এই বিশেষ অনুষ্ঠান। খাদা পরানো ও প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে ঐতিহ্যবাহী আবহে সূচনা হয় কর্মসূচির।

উপস্থিত প্রশাসনিক আধিকারিকরা ভোটদানের গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং সকলকে নির্ভয়ে, সচেতনভাবে ভোটদানে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে বিশেষ মাত্রা যোগ করে পাহা।রে নিজস্ব সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। শেরপা সম্প্রদায়ের বর্ণময় নৃত্য দর্শকদের মন কাড়ে, যা শুধু বিনোদন নয়, বরং গণতন্ত্র ও সংস্কৃতির মিলিত বার্তাও বহন করে। একই সঙ্গে আয়োজিত স্বাক্ষর অভিযানে অংশ নেন বহু মানুষ, যেখানে তাঁরা দায়িত্বশীল ও নৈতিক ভোটদানের অঙ্গীকার করেন। দিনের প্রধান আকর্ষণ ছিল ডেমোক্রেসি এক্সপ্রেসের যাত্রা সূচনা। দার্জিলিং থেকে বিশ্ববিখ্যাত বাতাসিয়া লুপ পর্যন্ত এই বিশেষ ট্রেন যাত্রা নজর কাড়ে স্থানীয় ও পর্যটকদের। প্রশাসনের মতে, এই উদ্যোগ প্রমাণ করে যে ভোট শুধুমাত্র একটি প্রশাসনিক প্রক্রিয়া নয়, বরং একটি সামাজিক উৎসব। ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও নাগরিক দায়িত্ববোধকে একসূত্রে গেঁথে দার্জিলিংয়ে তৈরি হল এক অনন্য উদাহরণ।

সীমান্ত রক্ষী বাহিনী ভোটারদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে অভিযোগ তৃণমূল প্রার্থীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ১৭ এপ্রিল ঃ সীমান্ত রক্ষী বাহিনি ভোটারদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে অভিযোগ মালদার বৈষ্ণবনগরের তৃণমূল প্রার্থী চন্দনা সরকারের। যদিও পাল্টা বিজেপির অভিযোগ তৃণমুলের কোন ইস্যু নেই। অপপ্রচার করে ভোটকে ভুল পথে পরিচালিত করার চেষ্টা করছে। ভ্ভোটের মুখে সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন মালদার বৈষ্ণবনগর বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী চন্দনা সরকার। তাঁর অভিযোগ একাংশ সীমান্ত রক্ষী বাহিনী ভোটারদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে। তাঁর দাবী সীমান্ত রক্ষী বাহিনী কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্ত। ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের কোন নির্দেশিকা থাকতে পারে। কিন্তু সীমান্তবর্তী গ্রামগুলি ভীতি, ভয় প্রদর্শন করছে বিএসএফ। তৃণমূল প্রার্থীর এমন দাবীকে কার্যত উড়িয়ে দিয়ে মালদা দক্ষিণ বিজেপির সাংগঠনিক জেলার প্রাক্তণ সভাপতি পার্থ ঘোষের দাবী গত পাঁচ বছরে এলাকার উন্নয়নের কোন কাজ করেননি। মানুষের সাথে দুর্ব্যবহার করেছেন। তাই এমন অভিযোগ তুলে নিজের স্বপক্ষে ভোট করার চেষ্টা করছে। বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই ইস্যু নিয়ে সরগরম মালদার বৈষ্ণবনগর কেন্দ্র।

জামালপুরে প্রচারে আসছেন অভিষেক

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১৭ এপ্রিল ঃ আজ শনিবার তৃণমূল প্রার্থী -এর সমর্থনে বড় সভা করতে আসছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ও সাংসদ। সভাকে ঘিরে ইতিমধ্যেই এলাকায় উৎসবমুখর পরিবেশ তৈরি হয়েছে। শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে সেলিমাবাদ তরুণ সংঘের মাঠে পৌঁছন তৃণমূলের ব্লক সভাপতি। সেখানে বর্তমানে জোরকদমে চলছে মঞ্চ, আলো- সাউন্ডসহ অন্যান্য আয়োজনের কাজ। সরেজমিনে পরিদর্শনের পর মেহেমুদ খাঁন জানান, আজ রাত ১০টার মধ্যেই সমস্ত প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হয়ে যাবে বলে তিনি আশাবাদী। তিনি আরও বলেন, তাঁদের নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যাযকে কাছ থেকে দেখা ও তাঁর বক্তব্য শোনার জন্য জামালপুরের মানুষ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। আগামীকাল দুপুর ১টার মধ্যে সকল কর্মী, সমর্থক ও সাধারণ মানুষকে সভাস্থলে উপস্থিত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। তাঁর দাবি, এত বড় জনসমাগম হবে যে মাঠে তিল ধারণের জায়গা থাকবে না। উল্লেখ্য, সভায় রাজ্য সরকারের উন্নয়নের পাশাপাশি কেন্দ্র সরকার ও নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়েও বক্তব্য রাখবেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাংলাদেশি গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ১৭ এপ্রিল ঃ মালদা টাউন স্টেশন থেকে দুই বাংলাদেশিকে গ্রেপ্তার করল মালদা টাউন জিআরপি থানার পুলিশ। ধৃতদের সাত দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদনে মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হবে। জিআরপি থানার আইসি প্রশান্ত রাই জানান, টিকিট কাউন্টারের সামনে দুই ব্যক্তিকে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখা যায়। ওই দুই ব্যক্তিকে আটক করে জেরা করতেই জানা যায় তারা বাংলাদেশের বাসিন্দা। এরপরেই গ্রেপ্তার করা হয় ওই দুই ব্যক্তিকে। ধৃতদের নাম সফিকুল আলম ও মহম্মদ সোনি। ধৃতরা বাংলাদেশের বাসিন্দা। প্রাথমিক জেরায় জানা গেছে, দুদিন আগে কালিয়াচক বা বৈষ্ণবনগর সীমান্ত এলাকা দিয়ে অবৈধভাবে প্রবেশ করে তিনজন। ধৃতরা চেন্নাইয়ে কাজের খোঁজে যাওয়ার ছক কষেছিল। আরও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ধৃতদের সাতদিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদনে মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হবে।

NOTICE

আপনাকে জানানো যাচ্ছে যে, উন্নত পরিকাঠামোগত সুবিধার জন্য আসীর্বাদ মাইক্রো ফাইন্যান্স লিমিটেড-এর গলসি শাখা (পুরানো ঠিকানা: গ্রাউন্ড ফ্লোর, মৌজা গলসি, থানা ও পোস্ট: গলসি, পূর্ব বর্ধমান, পিন- ৭১৩০৪৬)-এর কার্যক্রম আগামী 18-07-2026 তারিখ থেকে নিচের নতুন ঠিকানায় স্থানান্তরিত করা হবে।

নতুন ঠিকানা: আসীর্বাদ মাইক্রো ফাইন্যান্স লিমিটেড, গলসি শাখা, পুরাতন চটি, পূর্ব বর্ধমান, পোস্ট ও থানা: গলসি, জেলা: বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১৩৪০৬। গ্রাহকদের যাতে কোনো অসুবিধা না হয় তার জন্য সবরকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তবুও যদি কোনো সমস্যার সম্মুখীন হন, তবে সাহায্যের জন্য নিচের নম্বরগুলিতে যোগাযোগ করুন: নম্বরগুলিতে যোগাযোগ করার অনুরোধ জানানো হচ্ছে:

শাখা প্রধান : 7719357801
আঞ্চলিক প্রধান : 6294493225
প্রধান কার্যালয় : 9025401720

Asirvad Micro Finance Ltd.
(Subsidiary of Manappuram Finance Limited)

নিবন্ধিত কার্যালয় : আসীর্বাদ মাইক্রো ফাইন্যান্স লিমিটেড, সিরোস মঞ্জুলা, ৩য় তলা, অফিস নং-১, নতুন নং ৩৯, পুরনো নং ৪৫, মন্টিথ রোড, এগমোর, ইন্ডিয়ান রেড ক্রস সোসাইটির বিপরীতে, চেন্নাই - ৬০০০০২, তামিলনাড়ু।

কর্পোরেট কার্যালয় : আসীর্বাদ মাইক্রো ফাইন্যান্স লিমিটেড, বিল্ডিং নম্বর: ৪/৮৫ B, C ও D, চান্তাম্প্রাদি, ভালাপ্পাদ, ত্রিশুর, কেরালা - ৬৮০৫৬৭।

NOTICE

আপনাকে জানানো যাচ্ছে যে, উন্নত পরিকাঠামোগত সুবিধার জন্য আসীর্বাদ মাইক্রো ফাইন্যান্স লিমিটেড-এর চণ্ডীপুর শাখা (প্লট নং ১১৩৮, এলআর খতিয়ান নং ৪২৪/১, গ্রাম- এরাশল, আপার গ্রাউন্ড ফ্লোর, মঠ চণ্ডীপুর, কালিকাখালি, দিঘা রোড, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন- ৭২১৬৫৯)-এর কার্যক্রম আগামী 18-07-2026 তারিখ থেকে নিচের নতুন ঠিকানায় স্থানান্তরিত করা হবে।

নতুন ঠিকানা: আসীর্বাদ মাইক্রো ফাইন্যান্স লিমিটেড, চণ্ডীপুর শাখা, রামকৃষ্ণ প্রাইমারি স্কুলের কাছে, ১ম তলা, বাস স্ট্যান্ড রোড, মঠ চণ্ডীপুর কালিকাখালি, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ - ৭২১৬৫৯। গ্রাহকদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে সমস্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে যাতে আপনাদের কোনো অসুবিধা না হয়। তবুও যদি কোনো সমস্যার সম্মুখীন হন, তবে বিস্তারিত তথ্যের জন্য নিচের নম্বরগুলিতে যোগাযোগ করার অনুরোধ জানানো হচ্ছে:

শাখা প্রধান : 7719382512
আঞ্চলিক প্রধান : 7548975761
প্রধান কার্যালয় : 9025401720

Asirvad Micro Finance Ltd.
(Subsidiary of Manappuram Finance Limited)

নিবন্ধিত কার্যালয় : আসীর্বাদ মাইক্রো ফাইন্যান্স লিমিটেড, সিরোস মঞ্জুলা, ৩য় তলা, অফিস নং-১, নতুন নং ৩৯, পুরনো নং ৪৫, মন্টিথ রোড, এগমোর, ইন্ডিয়ান রেড ক্রস সোসাইটির বিপরীতে, চেন্নাই - ৬০০০০২, তামিলনাড়ু।

কর্পোরেট কার্যালয় : আসীর্বাদ মাইক্রো ফাইন্যান্স লিমিটেড, বিল্ডিং নম্বর: ৪/৮৫ B, C ও D, চান্তাম্প্রাদি, ভালাপ্পাদ, ত্রিশুর, কেরালা - ৬৮০৫৬৭।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল সুফেরা বেগম সেখ, স্বামী- সেলিম সেখ, ঠিকানা- SR No.- 43/3, Block No.- 208, Somnath Nagar, Wadgaon Sheri, Near Shivraj Vidyamandir School, Wadgaon Sheri, Pune City, P.S.- Shivajinagar, Dist.- Pune, Maharashtra-411005, মুর্শিদাবাদ জেলার রঘুনাথগঞ্জ থানার অন্তর্গত ১১০ নং জরুর মৌজাস্থিত এল. আর. ১৯৫৬ নং দাগের এল, আর. ১১৩৪৮ নং খতিয়ানে ০.৮২ শতক ও ১৯৫৭ নং দাগের এল. আর. ৮৮৭৪, নং খতিয়ান ভুক্ত ৫.৭০ শতক সম্পত্তির বর্তমান রায়তঃ তাপস কুমার দাস, পিতা- শশাঙ্ক কুমার দাস, সাং- গোপালনগর, পোঃ- ও থানা- রঘুনাথগঞ্জ, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২২৩৫, এর নিকট হইতে খরিদ করিবেন বলিয়া ১৭.০৪.২০২৬ তারিখে বায়না নামা করিয়াছেন।
উক্ত সম্পত্তির বিষয়ে কোন Dispute থাকলে বা কাহারো কোন দাবিদাওয়া, ইত্যাদি প্রকারের অভিযোগ থাকিলে বিজ্ঞাপন প্রকাশ হওয়ার পরবর্তীতে ১৫ দিনের মধ্যে আমার সহিত যোগাযোগ করিবেন। অন্যথায় পরবর্তীতে কোন অভিযোগ আইন ও ন্যায়মতে গ্রাহ্য হইবে না।

NOTICE

আপনাকে জানানো যাচ্ছে যে, উন্নত পরিকাঠামোগত সুবিধার জন্য আসীর্বাদ মাইক্রো ফাইন্যান্স লিমিটেড-এর সাঁইথিয়া শাখা (১ম তলা, ওয়ার্ড নং ১১, হোল্ডিং নং ৭৩১, সাঁইথিয়া পৌরসভার কাছে, সাঁইথিয়া-সিউড়ি মেইন রোড, বীরভূম - ৭৩১২৩৪)-এর সমস্ত কার্যক্রম আগামী 18-07-2026 তারিখ থেকে নিচের নতুন ঠিকানায় স্থানান্তরিত করা হবে।

নতুন ঠিকানা: আসীর্বাদ মাইক্রো ফাইন্যান্স লিমিটেড, সাঁইথিয়া শাখা, মুরাডিহি কলোনি, হোল্ডিং নং ২৩০/এ, ওয়ার্ড নং ৬, সাঁইথিয়া, জেলা: বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৩১২৩৪। গ্রাহকদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে সমস্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে যাতে আপনাদের কোনো অসুবিধা না হয়। তবুও যদি কোনো সমস্যার সম্মুখীন হন, তবে বিস্তারিত তথ্যের জন্য নিচের

শাখা প্রধান : 8101169672
আঞ্চলিক প্রধান : 6295738300
প্রধান কার্যালয় : 9025401720

Asirvad Micro Finance Ltd.
(Subsidiary of Manappuram Finance Limited)

নিবন্ধিত কার্যালয় : আসীর্বাদ মাইক্রো ফাইন্যান্স লিমিটেড, সিরোস মঞ্জুলা, ৩য় তলা, অফিস নং-১, নতুন নং ৩৯, পুরনো নং ৪৫, মন্টিথ রোড, এগমোর, ইন্ডিয়ান রেড ক্রস সোসাইটির বিপরীতে, চেন্নাই - ৬০০০০২, তামিলনাড়ু।

কর্পোরেট কার্যালয় : আসীর্বাদ মাইক্রো ফাইন্যান্স লিমিটেড, বিল্ডিং নম্বর: ৪/৮৫ B, C ও D, চান্তাম্প্রাদি, ভালাপ্পাদ, ত্রিশুর, কেরালা - ৬৮০৫৬৭।

NIQ, Govt. of West Bengal

Quotation is here by invited by the Executive Engineer, Bidhannagar IT Division, PWD, Room No 115, 1st Floor DF Block Purta Bhavan Sector-I, Saltlake, Kolkata-700091 from eligible contractor for the following work: Name of Work: 1. Temporary IT works for helipads at Jhargram in connection with visit of Honble Prime Minister Government of India on 19.04.2026. **SHORT NOTICE INVITING QUOTATION No: WBPWD/EE/BIT/NIQ-01 of 2026-27**. Last date of submission of Quotation: **18.04.2026 up to 09:00 AM**. Corrigendum or Addendum if issued will be published only on the website. (**https://www.pwdwb.in**)

Sd/- EE
Bidhannagar IT Division, PWD

Format C-1
(for candidate to publish in News papers, TV)

Declaration about criminal cases:

(As per the judgment dated 25" September, 2018 of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No. 536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors. -VS- Union of India & Anr.)

Name and address of Candidate: **MD. GHULAM RABBANI**
Village: Uttar Biprit, PO- Bahar, PS- Goalpokhar, District- Uttar Dinajpur (West Bengal), PIN-733210

Name of Political Party: **ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS.**
(independent Candidate should write "Independent" here)

Name of Election: **GENERAL ELECTION TO THE LEGISLATIVE ASSEMBLY OF WEST BENGAL, 2026**

* Name of Constituency: **30-GOALPOKHAR ASSEMBLY CONSTITUENCY**

I, **MD. GHULAM RABBANI** (name of Candidate), a candidate for the above mentioned election, declare for public information the following details about my criminal antecedents.

(A) Pending Criminal cases

Sl. No.	Name of Court	Case No. and Dated	Status of case (s)	Section(s) of Acts concerned & brief description of offence(s)
1.	Ld. Additional Chief Judicial Magistrate, islampur, District Uttar Dinajpur (West Bengal)	Islampur PS Case No. 13/2002 (G.R. No. 36/2002) Date: 17-01-02	Charge framed Next date 14-05-2026 for evidence	Alleged offences under Sections 147/148/325/427/506 of Indian Penal Code 1860 (Punishment for rioting, armed with deadly weapons, Punishment for voluntarily causing grievous hurt, Mischief causing damage to the amount of fifty rupees, and punishment for criminal intimidation)

(B) Details about cases of conviction for criminal offences

Sl. No.	Name of Court & date(s) of order(s)	Description of offences) & punishment	Maximum Punishment Imposed
1.	NOT APPLICABLE	NOT APPLICABLE	NOT APPLICABLE
2.	NOT APPLICABLE	NOT APPLICABLE	NOT APPLICABLE
3.	NOT APPLICABLE	NOT APPLICABLE	NOT APPLICABLE

ওমকারা অ্যাসেটস রিকনস্ট্রাকশন প্রাইভেট লিমিটেড
OMKARA ASSETS RECONSTRUCTION Pvt. Ltd.
নিবন্ধিত কার্যালয়ঃ ৯, এম.পি. নগর, ১ম স্ট্রিট, কোঙ্গু নগর এক্সটেনশন, তিরুপুর - ৬৪১৬০৭, ফোনঃ ০৪২১-২২২১১৪৪
কর্পোরেট কার্যালয়ঃ সি / ৫১৫, কানাকিয়া জিলিয়ন, এলবিএস রোড ও সিএসটি রোডের সংযোগস্থল, বিকেসি অ্যানেক্স, ইকুইনক্স-এর সন্নিকটে, কুরলা (পশ্চিম), মুম্বাই - ৪০০০৭০, টেলিফোনঃ ০২২-২৬৫৪৪০০০

পাবলিক নোটিশ

ব্যক্তিগত জামানত বলবৎকরণের জন্য

এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, শ্রী অনিল কুমার কেদিয়া, যার ঠিকানা ৪ /৫, সিংঘি বাগান লেন, কলকাতা - ৭০০০০৭, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত (যিনি অতঃপর 'জামিনদার' হিসেবে অভিহিত হবেন), ২০.০১.২০১২ তারিখে IFCI Factors Limited-এর অনুকূলে একটি 'ব্যক্তিগত জামিননামা' সম্পাদন করেছিলেন উক্ত জামিননামার মাধ্যমে তিনি Concast Exim Limited-এর (যার নিবন্ধিত কার্যালয় ২১, হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১-যা তাদের সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানা হিসেবে বিবেচিত) গৃহীত আর্থিক সুবিধাসমূহের যথাসময়ে পরিশোধের নিশ্চয়তা প্রদান করেছিলেন। আরও উল্লেখ্য যে, উল্লিখিত আর্থিক সম্পদটি-তসহ এর অন্তর্নিহিত যাবতীয় জামানত-স্বার্থ, অধিকার, স্বত্ব ও স্বার্থসমূহ (যার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে জামিন)-বৈধভাবে Omkara Asset Reconstruction Private Limited-এর অনুকূলে হস্তান্তরিত বা অর্পণ করা হয়েছে। এই হস্তান্তর প্রক্রিয়াটি ২৬.০৭.২০২৩ তারিখে IFCI Factors Limited-এর সাথে সম্পাদিত একটি 'হস্তান্তর চুক্তি'-এর মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে যা SARFAESI Act, ২০০২-এর অধীনে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত প্রযোজ্য নির্দেশিকা এবং সংশ্লিষ্ট প্রজ্ঞাপনসমূহ-যার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে RBI-এর প্রজ্ঞাপন নং DNBR (PD) CC.No.007/03.10.119/2016-17 এবং এর পরবর্তী সংশোধনীসমূহ-অনুযায়ী কার্যকর করা হয়েছে (উক্ত প্রতিষ্ঠানটি অতঃপর পাওনাদার হিসেবে অভিহিত হবে)।
এবং এই বিষয়টি বিবেচনায় রেখে যে, কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা তার বকেয়া পাওনা পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছে এবং ৩১.১২.২০১৭ তারিখে তার ঋণ হিসাবটিকে একটি 'অনুপার্জিত সম্পদ' হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে-
এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, 'ওমকারা অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন প্রাইভেট লিমিটেড' উপরোক্ত নামধারী ব্যক্তিগত জামিনদারদের সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায়-অর্থাৎ ৪ /৫, সিংঘি বাগান লেন, কলকাতা - ৭০০০০৭, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত- তারিখ ০৮.০১.২০২৬-এর একটি 'দাবি নোটিশ' জারি করেছিল। তবে, 'ঠিকানাদার স্থান ত্যাগ করেছেন' এই কারণবশত উক্ত নোটিশটি প্রাপকের নিকট পৌঁছানো সম্ভব হয়নি।
৩১.১২.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী, মোট ৩১,২৩,৭০,৩৫০.৬৮ /- টাকা (একত্রিশ কোটি তেইশ লক্ষ সত্তর হাজার তিনশত পঞ্চাশ টাকা এবং আটষট্টি পয়সা মাত্র) বকেয়া ও পরিশোধযোগ্য রয়েছে যার সাথে যুক্ত হবে পূর্ণ ও চূড়ান্ত আদায় না হওয়া পর্যন্ত অর্জিত অতিরিক্ত সুদ, দণ্ডমূলক চার্জ, খরচাদি এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক পাওনা, সেই সাথে প্রযোজ্য সমস্ত আইনি খরচ।
অতএব, উপরোক্ত খেলাপি অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, পাওনাদার পক্ষ এতদ্বারা এই গণবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে উপরোক্ত নামধারী জামিনদার(গণ)-এর দ্বারা সম্পাদিত 'ব্যক্তিগত জামানত' কার্যকর করছেন এবং তাঁদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছেন যেন তাঁরা এই নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ বকেয়া পাওনা পরিশোধ করেন।

এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, চেতন কুমার জৈন, যার ঠিকানা এফ ৫৩ /৭, করুণাময়ী এস্টেট, সল্টলেক, কলকাতা-৭০০০৯১, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত (যিনি অতঃপর জামিনদার হিসেবে অভিহিত হবেন), গত ২০.০১.২০১২ তারিখে IFCI Factors Limited-এর অনুকূলে একটি 'ব্যক্তিগত জামিননামা' সম্পাদন করেছিলেন উক্ত জামিননামার মাধ্যমে তিনি Concast Exim Limited-এর (যার নিবন্ধিত কার্যালয় ২১, হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১-যা তাদের সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানা হিসেবে বিবেচিত) গৃহীত আর্থিক সুবিধাসমূহের যথাসময়ে পরিশোধের নিশ্চয়তা প্রদান করেছিলেন।
আরও উল্লেখ্য যে, উল্লিখিত আর্থিক সম্পদটি-তৎসংলগ্ন সমস্ত জামানত-স্বার্থ, অধিকার, স্বত্ব এবং স্বার্থ (যার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে উক্ত জামিন)-গত ২৬.০৭.২০২৩ তারিখে IFCI Factors Limited-এর সাথে সম্পাদিত একটি 'স্বত্ব-হস্তান্তর চুক্তি'-এর মাধ্যমে বৈধভাবে Omkara Asset Reconstruction Private Limited-এর অনুকূলে হস্তান্তর বা অর্পণ করা হয়েছে। এই হস্তান্তর প্রক্রিয়াটি 'SARFAESI Act, ২০০২'-এর অধীনে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত প্রযোজ্য নির্দেশিকা এবং সংশ্লিষ্ট প্রজ্ঞাপনসমূহ-যার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে RBI-এর প্রজ্ঞাপন নং DNBR (PD) CC.No.007/03.10.119/ 2016-17 এবং এর পরবর্তী সংশোধনীসমূহ-অনুযায়ী সম্পন্ন হয়েছে (Omkara Asset Reconstruction Private Limited অতঃপর পাওনাদার হিসেবে অভিহিত হবে)।
এবং এই বিষয়টি বিবেচনায় রেখে যে, কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা তার বকেয়া পাওনা পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছে এবং ৩১.১২.২০১৭ তারিখে তার ঋণ হিসাবটিকে একটি অ-পারফর্মিং সম্পদ (NPA) হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে-
এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, ওমকারা অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন প্রাইভেট লিমিটেড কর্তৃক উপরোক্ত নামধারী ব্যক্তিগত জামিনদারদের সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায়-অর্থাৎ এফ৫৩ / ৭, করুণাময়ী এস্টেট, সল্ট লেক, কলকাতা-৭০০৯১, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত-তারিখ ০৮.০১.২০২৬-এর একটি 'দাবি নোটিশ' জারি করা হয়েছিল। তবে, ঠিকানাধারী স্থান ত্যাগ করেছেন -এই কারণবশত উক্ত নোটিশটি প্রাপকের নিকট পৌঁছানো সম্ভব হয়নি।
৩১.১২.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী, মোট ৩১,২৩,৭০,৩৫০.৬৮ টাকা (একত্রিশ কোটি তেইশ লক্ষ সত্তর হাজার তিনশত পঞ্চাশ টাকা এবং আটষট্টি পয়সা মাত্র) বকেয়া ও পরিশোধযোগ্য রয়েছে যার সাথে পূর্ণ ও চূড়ান্ত আদায় না হওয়া পর্যন্ত অর্জিত অতিরিক্ত সুদ, দণ্ডমূলক চার্জ, খরচ, ব্যয় এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক অর্থরাশি-সহ প্রযোজ্য সমস্ত আইনি খরচও যুক্ত হবে। অতএব, উপরোক্ত খেলাপি অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, পাওনাদার এতদ্বারা এই গণবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে উপরোক্ত নামধারী জামিনদার(গণ)-এর দ্বারা সম্পাদিত ব্যক্তিগত জামানত(সমূহ)-এর অধিকার প্রয়োগ করছেন এবং তাঁদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছেন যেন তাঁরা এই নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ বকেয়া পাওনা পরিশোধ করেন।

এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, মহেশ কুমার সুরকা, যার ঠিকানা ২৮ /১, শেক্সপিয়র সরণি, কলকাতা - ৭০০০০১৭, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত (যিনি অতঃপর জামিনদার হিসেবে উল্লিখিত হইবেন), IFCI Factors Limited-এর অনুকূলে গত ১১.০৮.২০১১ তারিখে একটি 'ব্যক্তিগত জামিননামা' সম্পাদন করিয়াছিলেন উক্ত জামিননামার মাধ্যমে তিনি Concast Power & Steel Limited-এর গৃহীত আর্থিক সুবিধাসমূহের যথাযথ পরিশোধের নিশ্চয়তা প্রদান করিয়াছিলেন। উল্লেখ্য যে, Concast Power & Steel Limited-এর নিবন্ধিত কার্যালয় ২১, হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১ ঠিকানায় অবস্থিত (যা তাহাদের সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানা)।
এই মর্মে বিবেচনা করা হইতেছে যে, উল্লিখিত আর্থিক সম্পদ-তসহ সংশ্লিষ্ট সকল জামানত-স্বার্থ, অধিকার, স্বত্ব ও স্বার্থ, এবং জামিননামা-গত ২৬.০৭.২০২৩ তারিখে IFCI Factors Limited-এর সহিত সম্পাদিত একটি 'স্বত্ব-হস্তান্তর চুক্তি' -এর মাধ্যমে বৈধভাবে Omkara Asset Reconstruction Private Limited-এর অনুকূলে হস্তান্তরিত বা অর্পিত হইয়াছে। উক্ত স্বত্ব-হস্তান্তর প্রক্রিয়াটি SARFAESI Act, ২০০২-এর অধীনে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত প্রযোজ্য নির্দেশিকা এবং সংশ্লিষ্ট আরবিআই বিজ্ঞপ্তি ও সংশোধনীসমূহ (যিনি অতঃপর পাওনাদার হিসেবে উল্লিখিত হইবেন)-এর বিধানাবলি অনুসরণপূর্বক সম্পন্ন হইয়াছে।
এবং এই বিষয়টি বিবেচনায় রাখা হইতেছে যে, উক্ত 'কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা' তাহাদের বকেয়া পাওনা পরিশোধে খেলাপি হইয়াছে এবং গত ৩১.১২.২০১৭ তারিখে তাহাদের ঋণ হিসাবটিকে একটি 'অনুপার্জক সম্পদ' বা NPA হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা হইয়াছে।
এতদ্বারা আরও জানানো হইতেছে যে, Omkara Asset Reconstruction Private Limited গত ০৮.০১.২০২৬ তারিখে উপরে উল্লিখিত 'ব্যক্তিগত জামিনদার'-গণের সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায-অর্থা ২৮১, শেক্সপিয়র সরণি, কলকাতা-৭০০০০১৭, পশ্চিমবঙ্গ-একটি 'দাবি-নোটিশ' প্রেরণ করিয়াছিল। কিন্তু, ঠিকানাদার স্থান ত্যাগ করিয়াছেন -এই কারণবশত উক্ত নোটিশটি প্রাপকের নিকট পৌঁছানো সম্ভব হয় নাই। গত ৩১.১২.২০২৫ তারিখের হিসাব অনুযায়ী, মোট ৪৮,৫৭,৫৫,৮৪৯.৩২ টাকা (কথায়ঃ আটচল্লিশ কোটি সাতান্ন লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার আটশত ঊনপঞ্চাশ টাকা বত্রিশ পয়সা মাত্র) পাওনা ও পরিশোধযোগ্য রহিয়াছে। উক্ত পাওনা অর্থের সহিত পূর্ণ ও চূড়ান্ত আদায় না হওয়া পর্যন্ত উদ্ভূত অতিরিক্ত সুদ, দণ্ডমূলক চার্জ, খরচপত্র এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক অর্থরাশি এবং তদুপরি প্রযোজ্য সকল আইনি খরচও যুক্ত হইবে। অতএব, উল্লিখিত খেলাপি অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, পাওনাদার এতদ্দ্বারা এই প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে উপরোক্ত নামধারী জামিনদার(গণ)-এর দ্বারা সম্পাদিত ব্যক্তিগত জামানত(সমূহ) কার্যকর করছেন এবং তাঁদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছেন যেন তাঁরা এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সমুদয় বকেয়া পাওনা পরিশোধ করেন।

এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, সঞ্জয় কুমার সুরেশা, যার ঠিকানা ২৮ /১, শেক্সপিয়র সরণি, কলকাতা - ৭০০০০১৭, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত (যিনি অতঃপর জামিনদার হিসেবে অভিহিত হবেন), গত ১১.০৮.২০১১ তারিখে IFCI Factors Limited-এর অনুকূলে একটি 'ব্যক্তিগত জামিননামা' সম্পাদন করেছিলেন। উক্ত জামিননামার মাধ্যমে তিনি Concast Exim Limited-এর (যার নিবন্ধিত কার্যালয় ২১, হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১ যা তাদের সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানা) গৃহীত আর্থিক সুবিধাসমূহের যথাসময়ে পরিশোধের নিশ্চযতা প্রদান করেছিলেন। উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত আর্থিক সম্পদ-তসহ এর অন্তর্নিহিত সমস্ত জামানত-স্বার্থ, অধিকার, স্বত্ব এবং স্বার্থসমূহ (যার মধ্যে জামিনও অন্তর্ভুক্ত)-বৈধভাবে Omkara Asset Reconstruction Private Limited-এর অনুকূলে হস্তান্তরিত বা অর্পিত হযেছে। এই হস্তান্তর প্রক্রিয়াটি গত ২৬.০৭.২০২৩ তারিখে IFCI Factors Limited-এর সাথে সম্পাদিত একটি 'হস্তান্তর চুক্তি' -এর মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে যা SARFAESI Act, ২০০২-এর অধীনে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত প্রযোজ্য নির্দেশিকা এবং সংশ্লিষ্ট প্রজ্ঞাপনসমূহ-যার মধ্যে RBI-এর প্রজ্ঞাপন নং DNBR (PD) CC.No.007/03.10.119/ 2016-17 এবং এর সংশোধনীসমূহ অন্তর্ভুক্ত-অনুযায়ী কার্যকর করা হয়েছে (Omkara Asset Reconstruction Private Limited অতঃপর পাওনাদার হিসেবে অভিহিত হবে)।
এবং এই বিষয়টি বিবেচনায় রেখে যে, উক্ত 'কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা' তাদের বকেয়া পাওনা পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছে এবং গত ৩১.১২.২০১৭ তারিখে তাদের ঋণ হিসাবটিকে একটি 'অনুপার্জক সম্পদ' বা Non-Performing Asset (NPA) হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে-
এতদ্বারা ঘোষণা করা হচ্ছে যে, Omkara Asset Reconstruction Private Limited গত ০৮.০১.২০২৬ তারিখে উপরোক্ত ব্যক্তিগত জামিনদারদের সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায়-অর্থাৎ ২৮ /১, শেক্সপিয়র সরণি, কলকাতা - ৭০০০০১৭, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত-এ-একটি 'দাবি নোটিশ' প্রেরণ করেছিল। তবে, ঠিকানাধারী স্থান ত্যাগ করেছেন এই কারণবশত উক্ত নোটিশটি প্রাপকের নিকট পৌঁছানো সম্ভব হযনি। ৩১.১২.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী, মোট ৩১,২৩,৭০,৩৫০.৬৮ /- টাকা (একত্রিশ কোটি তেইশ লক্ষ সত্তর হাজার তিনশত পঞ্চাশ টাকা এবং আটষট্টি পয়সা মাত্র) পাওনা ও পরিশোধযোগ্য রয়েছে যার সাথে পূর্ণ ও চূ।ান্ত আদায় না হওয়া পর্যন্ত অর্জিত অতিরিক্ত সুদ, দণ্ডমূলক চার্জ, খরচ, ব্যয় এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক অর্থরাশি-তদুপরি প্রযোজ্য সকল আইনি খরচও-যুক্ত থাকবে।
অতএব, উপরোক্ত খেলাপি অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, পাওনাদার অত্র গণবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে উপরোল্লিখিত জামিনদার(গণ)-এর দ্বারা সম্পাদিত ব্যক্তিগত জামানত কার্যকর করার ঘোষণা দিচ্ছেন এবং তাঁদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছেন যেন তাঁরা এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ বকেয়া পাওনা পরিশোধ করেন।

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উল্লিখিত দাবি পালনে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে, পাওনাদার আর কোনো প্রকার উল্লেখ বা নোটিশ প্রদান ব্যতিরেকেই-এবং যাবতীয় খরচ ও পরিণতির সম্পূর্ণ ঝুঁকি জামিনদার(গণ)-এর ওপর ন্যস্ত করিয়া-ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল সহ উপযুক্ত ফোরামে জামিনদার(গণ)-এর বিরুদ্ধে যথাযথ আইনি কার্যক্রম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবেন।

তারিখ- ১৮।০৪।২০২৬
স্থান- মুম্বই

স্বাক্ষরিত- অনুমোদিত কর্মকর্তা,
ওমকারা অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন প্রাইভেট লিমিটেড
(ওমকারা PS09/ 2023-24 ট্রাস্টের ট্রাস্টি হিসেবে দায়িত্ব পালনরত)

শুভমানকে সরিয়ে শ্রেয়সকে এখনই সাদা-বলের অধিনায়ক করা উচিত

না হলে টিম ইন্ডিয়ারই ক্ষতি

নিজস্ব প্রতিবেদন

মাত্র ছ' মাস আগেও শ্রেয়স আইয়ারের ক্রিকেট জীবন যেন অনিশ্চয়তার অন্ধকারে ঢেকে গিয়েছিল। একটি কঠিন ক্যাচ নিতে গিয়ে গুরুতর চোট পান তিনি, যার জন্য প্রায় দু'মাস মাঠের বাইরে থাকতে হয়। কিন্তু সেখান থেকেই দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তন। জানুয়ারিতে নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজে ফিরলেও তখন বড় রান আসেনি। তবে ২০২৬ সালের আইপিএল-এ যেন নতুন করে জ্বলে উঠেছেন শ্রেয়স। টানা ৫০, অপরাজিত ৬৯ এবং ৬৬ রানের ঝলমলে ইনিংস খেলে পাঞ্জাব কিংসকে পয়েন্ট টেবিলের একেবারে শীর্ষে তুলে দিয়েছেন তিনি। শুধু রান নয়, শ্রেয়স আইয়ারের উপস্থিতিই বদলে দিয়েছে দলের চেহারা। এক সময় পাঞ্জাব কিংস ছিল মাঝামাঝি মানের দল, কিন্তু ২০২৬ সালের আইপিএল নিলামে তাঁকে দলে নেওয়ার পর থেকেই বদল শুরু। গত মরশুমে দলকে ফাইনালে তুলেছিলেন তিনি, আর এ বারও একই ছবি দেখা যাচ্ছে। ব্যাটিং, নেতৃত্ব- সব দিকেই নিজেকে প্রমাণ

করেছেন শ্রেয়স আইয়ার। তাই প্রশ্ন উঠছে, এত ভালো পারফরম্যান্সের পরেও কেন তিনি ভারতের সীমিত ওভারের দলে নিয়মিত নন? ২০২৩ বিশ্বকাপে ১১ ম্যাচে ৫৩০ রান করে দলের বড় ভরসা হয়ে উঠেছিলেন শ্রেয়স। তবুও টি-টোয়েন্টি দলে তাঁকে নিয়মিত দেখা যায় না, যা অনেকের কাছেই বিস্ময়। অনেকেই মনে করেন, নেতৃত্বের লড়াইয়ে শুভমান গিলের থেকে অনেকটাই এগিয়ে শ্রেয়স আইয়ার। এখন সময় এসেছে পুরনো ভাবনা বদলানোর- এক ফরম্যাটে এক অধিনায়ক নয়। যদি গিল নিজের জায়গা পাকা করতে না পারেন, তবে দায়িত্ব তুলে দেওয়া উচিত শ্রেয়সের হাতেই। ২০১৯ সাল থেকেই শ্রেয়স আইয়ারকে ভবিষ্যতের অধিনায়ক হিসেবে ভাবা হচ্ছিল। ঘরোয়া ক্রিকেটে ধারাবাহিক পারফরম্যান্স, আন্তর্জাতিক ম্যাচে গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস- সব মিলিয়ে তিনি বারবার নিজেকে প্রমাণ করেছেন। তবু বারবার উপেক্ষিত হয়েছেন শ্রেয়স। এই মুহূর্তে শ্রেয়স দুর্দান্ত ছন্দে রয়েছেন। দলের জন্য খেলছেন, নেতৃত্ব দিচ্ছেন, ম্যাচ জেতাচ্ছেন। তাই প্রশ্নটা আরও জোরালো- এখন না হলে আর কবে?

অধিনায়কত্ব ছাড়ুন হার্দিক

রোহিতকে ফেরানোর পরামর্শ মনোজের

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ১৭ এপ্রিলঃ আইপিএলে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের টানা ব্যর্থতা ঘিরে বাড়ছে চাপ। আতশকাচের নীচে অধিনায়ক হার্দিক পাণ্ডিয়া। পাঁচ ম্যাচে মাত্র একটি জয়। দল টেবিলের নীচের দিকে। এর মধ্যেই হার্দিকের অধিনায়কত্ব নিয়ে সরাসরি প্রশ্ন তুললেন প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার মনোজ তিওয়ারি। তাঁর মতে, সমস্যা শুধু ফলাফলে নয়, নেতৃত্বের ধরনেই বড়সড় ঘাটতি রয়েছে। তাঁর পরামর্শ-হার্দিকের উচিত অধিনায়কত্ব ছেড়ে দেওয়া, বদলে রোহিত শর্মার হাতে ফেরানো হোক টিমের দায়িত্ব! তিওয়ারির বক্তব্য, এই ব্যর্থতা হঠাৎ তৈরি হয়নি। তিনি বলেন, ''শুধু এ বছর ফলাফল খারাপ বলেই সব সমস্যা তৈরি হয়েছে, এমন নয়। গোড়ার দিকটা দেখতে হবে। ২০১৫ থেকে ২০২৩-রোহিত শর্মা মুম্বইকে একাধিক ট্রফি জিতিয়েছে!'' অর্থাৎ, দীর্ঘমেয়াদে যে কাঠামো তৈরি হয়েছিল, তা পরিবর্তনের জেরে ভারসাম্য নষ্ট হয়েছে। এমনই ইঙ্গিত মনোজের। পাশাপাশি তিনি হার্দিককে নিশানা করে আরও যোগ করেন, ''নিজের দিকেও তাকাতে হবে। কীভাবে খেলছ, কীভাবে নেতৃত্ব দিচ্ছ-সেগুলোও গুরুত্বপূর্ণ।'' পাণ্ডিয়ার নেতৃত্বের ধরন নিয়ে তিওয়ারি জোর গলায় অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তাঁর কথায়, ''অধিনায়কত্ব যথেষ্ট শক্তিশালী নয়। খুব কঠোর হতে চাই না, কিন্তু যেভাবে দলকে নেতৃত্ব দেওয়া উচিত, সেটা হচ্ছে না।'' মনোজের প্রস্তাব, ''সমাধান একটাই-হার্দিকের উচিত অধিনায়কত্ব ছেড়ে রোহিতকে দায়িত্ব ফিরিয়ে দেওয়া। যেভাবে ওকে সরানো হয়েছিল, সেটা ঠিক হয়নি।'' এই মন্তব্যে পরিষ্কার-দলের অন্দরের ভারসাম্য ও সিদ্ধান্ত নিয়ে ক্রিকেট মহলে বড়সড় প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। শুধু নেতৃত্ব নয়, ম্যাচ চলাকালীন হার্দিকের কিছু সিদ্ধান্ত নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তিওয়ারি। বিশেষ করে পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে ম্যাচে অধিনায়কের ব্যাটিং পজিশনে নাখুশ তিনি। মনোজের মতে, ''হার্দিক নিজেকে উপরে তুলে ভুল করেছে। ১২ বলে ১৪ রান করেছে। রাদারফোর্ড যদি বেশি বল পেত, ৩-৪টা ছয় মারতে পারত।'' এ ছাড়াও নতুন বলে দীপক চাহারকে কাজে লাগানো এবং বুমরাহকে প্রথম ওভারে না আনার সিদ্ধান্ত ঘিরে সওয়াল তোলেন তিনি। সব মিলিয়ে, মুম্বই শিবিরে এখন চাপ স্পষ্ট। ফল খারাপ, পরিকল্পনা নিয়ে প্রশ্ন, নেতৃত্ব নিয়ে বিতর্ক-সবকিছু মিলিয়ে পরিস্থিতি জটিল। এখন দেখার, কীভাবে পরিবর্তনের পথে হাঁটে টিম ম্যানেজমেন্ট।

উইকেটহীন বুমরাহ, তবু দোষ দেখছে না মুম্বই!

আসল সমস্যা অন্যত্র, বলছে টিম ম্যানেজমেন্ট

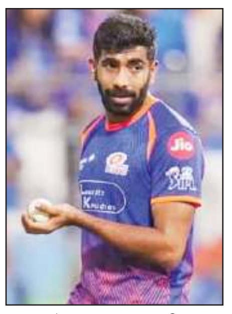

মুম্বই, ১৭ এপ্রিলঃ চলতি আইপিএলে এখনও একটিও উইকেট তুলতে পারেননি জসপ্রীত বুমরাহ। পরিসংখ্যান বলছে, এটা তাঁর কেরিয়ারের অন্যতম 'অস্বাভাবিক' ওপেনিং। সমর্থকরা উদ্বিগ্ন, বিশেষজ্ঞরা বিচলিত। তবু মুম্বই ইন্ডিয়ান্স শিবির একে 'খারাপ ফর্ম' বলতে নারাজ। দলের কোচ মাহেলা জয়বর্ধনে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন-সমস্যা বুমরাহ নন, বরং পুরো বোলিং ইউনিটের পরিকল্পনা। বোলারদের দুর্বল, নিষ্ক্রিয় শুরুই বড় বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। জয়বর্ধনের বক্তব্য পরিষ্কার। তাঁর মতে, বুমরাহ নিজের কাজ ঠিকই করছেন, কিন্তু অন্য প্রান্ত থেকে সেভাবে চাপ তৈরি হচ্ছে না। বলেন, ''বুমরাহ ভাল বল করছে। কিন্তু পাওয়ারপ্লেতে আমরা চাপ তৈরিতে ব্যর্থ। ফলে ব্যাটাররা ওর বিরুদ্ধে ঝুঁকি নিতে বাধ্য হচ্ছে না।'' অর্থাৎ, শুরুতে উইকেট না পড়ায় প্রতিপক্ষ সহজে সেট হয়ে যাচ্ছে, আর সেই কারণে বুমরাহর স্পেল প্রভাব ফেলতে অসফল। কোচের সংযোজন, ''ঠিক নির্দিষ্ট কারণ বলা কঠিন, কেন ও উইকেট পাচ্ছে না। কিন্তু দল হিসেবে আমরা সেই ধারাবাহিকতা দেখাচ্ছি না, যেটা দেখানো দরকার!'' মুম্বইয়ের বোলিং আক্রমণে অভিজ্ঞ নামের অভাব নেই। নতুন বলে দীপক চাহার ও ট্রেন্ট বোল্ট-দুজনেই পাওয়ারপ্লেতে প্রমাণিত। তবু প্রথম ছ'ওভারে উইকেট না পড়া মাথাব্যথার কারণ। তখন সহজে ঝুঁকি না নিয়ে ইনিংস গড়ে ফেলছে প্রতিপক্ষ টিম। এই পরিস্থিতিতে বুমরাহ যখন আক্রমণে, তখন ম্যাচের গতি প্রতিপক্ষের নিয়ন্ত্রণে। ফলে তাঁর বোলিংও ম্যাচ ঘোরানোর সময় ও সুযোগ-কোনওটাই জুটছে না। এই সমন্বয়ের অভাব মুম্বইয়ের ধারাবাহিক ব্যর্থতার অন্যতম কারণ। মনে করছে মুম্বইয়ের টিম ম্যানেজমেন্ট। কোচ জয়বর্ধনে কিন্তু বুমরাহর উপর আস্থা হারাননি। তাঁর মতে, একবার উইকেট পাওয়া শুরু করলে অভিজ্ঞ পেসার আবার আগের ছন্দে ফিরবেন। বলেন, ''ও একবার উইকেট পেতে শুরু করলে থামানো কঠিন। তাই আমাদের ওর উপর ভরসা রাখতে হবে।'' একই সঙ্গে তিনি দলের অন্য বোলারদের দায়িত্ব নেওয়ার কথা জানিয়েছেন। তাঁর মন্তব্য, ''ও একা নয়, আমাদের আরও ভালো বোলার আছে। সবাইকে একসঙ্গে দায়িত্ব নিতে হবে।'' চোট ও অসুস্থতার কারণে দল পূর্ণ শক্তিতে খেলতে পারেনি বলেও উল্লেখ করেছেন মুম্বই-কোচ। সব মিলিয়ে, মুম্বই শিবিরের বার্তা পরিষ্কার-বুমরাহর উইকেটশূন্যতা আলাদা সমস্যা নয়, বরং পুরো ইউনিটের ব্যর্থতার অংশ। এখন দেখার, এই ব্যাখ্যা মাঠের পারফরম্যান্সে কতটা বদল আনতে পারে।

জয় শাহকে বিরাট সম্মান বিশ্ব ইকোনমিক ফোরামের

নয়াদিল্লি, ১৭ এপ্রিলঃ বিশ্বমঞ্চে সাফল্যের মুকুট জয় শাহের মাথায়। বিশ্ব ইকোনমিক ফোরাম দ্বারা নির্বাচিত 'ইয়ং গ্লোবাল লিডার্সে'র তালিকায় নাম আছে আইসিসি প্রধানের। ক্রিকেটের উন্নতি ও বৈশ্বিক করে তোলার জন্য তাঁর প্রচেষ্টাকে স্বীকৃতি দিয়েছে বিশ্ব ইকোনমিক ফোরাম। মূলত ৪০ বছরের কম বয়সিদের যাঁরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিভাশালী নেতা এবং বিশ্বের ভবিষ্য নির্মাণে তাঁদের কাজকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য এই তালিকা তৈরি করা হয়। এবছর ৫৫টি দেশের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে প্রতিনিধি নির্বাচন করা হয়েছে। ২০২৪ সালে জয় শাহ আইসিসি চেয়ারম্যান হন। তার আগে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সচিব ছিলেন। আইসিসি'র দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে ক্রিকেটের উন্নতির জন্য তিনি যে পদক্ষেপ নিয়েছেন, তার স্বীকৃতি দিল বিশ্ব ইকোনমিক ফোরাম। জয় শাহের আমলে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ২০ দলের হয়েছে। এবার মহিলাদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ১২ দলের হবে। বিশ্বের বহু দেশে ক্রিকেটকে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। পাশাপাশি তুলনায় কম শক্তিশালী দেশগুলোকে তুলে আনার জন্য ৩৭ বছর বয়সি জয় শাহের চেষ্টা প্রশংসিত হয়েছে। এছাড়া মহিলা ক্রিকেট নিয়েও তিনি বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছেন। বিসিসিআইয়ের পদে থাকার সময় ঘরোয়া ক্রিকেটে মহিলাদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পায়। মহিলাদের প্রিমিয়ার লিগের বাণিজ্যিক মূল্য বাড়ে। আইসিসি'তে আসার পর মহিলাদের বিভিন্ন টুর্নামেন্টের পুরস্কার মূল্য বেড়েছে। সব মিলিয়ে বিশ্ব ক্রিকেটে জয় শাহ এক গুরুত্বপূর্ণ ও প্রভাবশালী চরিত্র। তবে সমালোচনাও কম হয় না ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের পুত্রকে নিয়ে।

২০২৭ বিশ্বকাপে খেলবেন রোহিত?

একাধিক সমর্থন রয়েছে, আগরকরের সিদ্ধান্তের অপেক্ষা

মুম্বই, ১৭ এপ্রিলঃ রোহিত শর্মা এখন তাঁর কেরিয়ারের এক গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে দাঁড়িয়ে। ৩৯-এর কাছাকাছি বয়সে এসে একটি চোট বা খারাপ সিরিজই অনেক কিছু বদলে দিতে পারে। তবু কঠোর পরিশ্রম করে নিজেকে নতুন করে তৈরি করেছেন তিনি। কারণ সামনে হয়তো শেষ সুযোগ- একদিনের বিশ্বকাপ জেতার স্বপ্ন, যা দু'বার তাঁর হাতছাড়া হয়েছে। ২০২৩ সালের সেই ফাইনালের হতাশা এখনও তাঁকে তাড়া করে, তবে সেটাই আরও লড়াকু করে তুলেছে রোহিতকে। লক্ষ্য একটাই- দক্ষিণ আফ্রিকায় ট্রফি তুলে কেরিয়ার শেষ করা। বিশ্বকাপের আগে হাতে আছে প্রায় দেড় বছর। কিন্তু এই সময়েই হ্যামস্ট্রিং চোট বড় ধাক্কা দিয়েছে রোহিতকে। সাধারণত এই চোট সারতে কয়েক সপ্তাহ লাগে, আর হার্দিক পান্ডিয়া ইঙ্গিত দিয়েছেন, কয়েকটি ম্যাচে রোহিতকে পাওয়া যাবে না। তবে আইপিএল শেষের পর একদিনের ক্রিকেটে নিয়মিত খেলার সুযোগ পাবেন তিনি, যা ম্যাচ প্র্যাকটিসে সাহায্য করবে। তবে সামনে কঠিন পরীক্ষা অপেক্ষা করছে। ইংল্যান্ড ও নিউ জিল্যান্ডের মতো দলের বিরুদ্ধে ভালো করতে হবে। একটি খারাপ সিরিজই তাঁর ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিতে পারে। রোহিতের ছোটবেলার কোচ দীনেশ লাড মনে করেন, বয়স বাড়লেও রোহিতের মধ্যে ক্লান্তি বা চাপের ছাপ নেই। তিনি বলেন, ''২৫ আর ৩৮ বছরের ফিটনেসে অনেক পার্থক্য থাকে, কিন্তু ওকে দেখে সেটা বোঝা যায় না। ফিল্ডিং, দৌড়- সব জায়গাতেই ওর চেষ্টা চোখে পড়ে। দ্রুত সিঙ্গল নিচ্ছে, সুযোগ পেলে দুই রানও নিচ্ছে। সবচেয়ে বড় কথা, ওর মানসিকতা খুব ইতিবাচক। ও ভাবে না যে বয়স হয়ে গিয়েছে।'' তিনি আরও পুরনো স্মৃতি তুলে ধরে বলেন, ''একসময় সুযোগ না পেয়ে রোহিত বলেছিল, আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি না। সুযোগ পেতেই দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে অর্ধশতরান করে প্রমাণ করে দেয় ও কী করতে পারে। আবার ২০১১ বিশ্বকাপে সুযোগ না পেয়ে কষ্ট পেয়েছিল, কিন্তু সেখান থেকেই বদলে যায় ওর মানসিকতা। ২০১৩-তে ওপেনার হওয়ার পর আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি।'' সঙ্গে দীনেশ লাড যোগ করেন, ''ও জানে কী করতে হবে। ওকে কিছু বলতে হয় না। ও সব সময়ই নির্ভার। ওকে দেখে মনে হয় না কোনও চাপ আছে। এখনও অনায়াসে ব্যাট করছে, বড় শট মারছে। ও বিশ্বকাপ জিততেই চায়। ২০২৩-এ ফাইনাল হেরেছে, ২০১৯-এ সেমিফাইনাল। তাই এ বার ট্রফি জেতার জন্য সবটা নিংড়ে দেবে।'' প্রাক্তন নির্বাচক দিলীপ বেঙ্গসরকার রোহিতের পাশে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর মতে, বয়স কোনও বাধা নয়, যদি ফর্ম ও ফিটনেস ঠিক থাকে। তিনি বলেন, ''আমি আইপিএল-এ ওকে খুব দেখিনি, কিন্তু ও দুর্দান্ত ক্রিকেটার। বড় খেলোয়াড়রা সব সময় নিজের পারফরম্যান্স নিয়ে গর্ব করে। ও বিশ্বের সেরাদের একজন। টেকনিক, দক্ষতা, মানসিকতা- সব দিক থেকেই ও ম্যাচ জেতাতে পারে। ক্রিকেটে বয়স নয়, ফর্ম আর ফিটনেসটাই আসল। সেটা থাকলে ও খেলতেই পারে।'' প্রসঙ্গত, এখনও পর্যন্ত বিশ্বকাপে ভারতের সবচেয়ে বেশি বয়সে খেলা ক্রিকেটার হলেন সুনীল গাভাসকর। ১৯৮৭ সালে ৩৮ বছর বয়সে খেলেছিলেন তিনি। এ বার প্রশ্ন- রোহিত কি সেই ইতিহাস ছুঁতে পারবেন?

ডাগআউটে মোবাইল ব্যবহার! শাস্তি পেলেন রাজস্থান রয়্যালসের ম্যানেজার, কড়া বার্তা বোর্ডের

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ১৭ এপ্রিলঃ চলতি আইপিএলে মাঠের বাইরের এক ঘটনায় শাস্তির কোপে রাজস্থান রয়্যালসের টিম ম্যানেজার রোমি ভিন্দের। ডাগআউটে মোবাইল ফোন ব্যবহার করার অভিযোগে তাঁকে ১ লক্ষ টাকা জরিমানা করেছে বিসিসিআই। পাশাপাশি দেওয়া হয়েছে কড়া সতর্কবার্তা-ভবিষ্যতে এমন ঘটনা ঘটলে সাজার ধরন আরও কঠোর হতে পারে। ঘটনাটি

সামনে আসে গুয়াহাটির মাঠে। রাজস্থান রয়্যালস বনাম রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ম্যাচ চলাকালীন টিভি ক্যামেরায় ধরা পড়ে, ডাগআউটে বসে মোবাইল ব্যবহার করছেন ভিন্দের। আইপিএলের নিয়ম অনুযায়ী, 'প্লেয়ার্স অ্যান্ড ম্যাচ অফিসিয়ালস এরিয়া'য় কোনও ধরনের যন্ত্র ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। মাঠে ঢোকার আগে সব ডিভাইস জমা দিতে হয়। ফলে ভিন্দের নিয়ম ভাঙায় তদন্তে নামে বিসিসিআইয়ের দুর্নীতিদমন শাখা। ঘটনার পর রাজস্থান ম্যানেজারের কাছে ব্যাখ্যা চাওয়া হয়। তিনি নিজের অবস্থান জানান ঠিকই, কিন্তু তদন্তকারী সংস্থার সেই জবাব সন্তোষজনক বলে মনে হয়নি। এরপরই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ। বিসিসিআই সচিব দেবজিৎ সাইকিয়া জানিয়েছেন, নিয়ম উল্লঙ্ঘনের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে জরিমানা এবং সতর্কবার্তা-দুটি পদক্ষেপই একসঙ্গে নেওয়া হয়েছে। এই ঘটনার মাধ্যমে আবারও স্পষ্ট করে দেওয়া হল-ডাগআউট বা নিয়ন্ত্রিত এলাকায় কোনও ছাড় নেই। দুর্নীতি বা ম্যাচ ফিক্সিংয়ের ঝুঁকি এড়াতে সমস্ত নিয়ম কঠোরভাবে মানা বাধ্যতামূলক। যদিও গোটা ঘটনায় কোনও দুর্নীতির ইঙ্গিত পাওয়া যায়নি, তবু স্রেফ নিয়মভঙ্গকে বড় অপরাধ হিসেবে দেখা হচ্ছে। বোর্ডের অবস্থান পরিষ্কার-ছোট ভুল হলেও তা উপেক্ষা করা হবে না। সব মিলিয়ে, বড় শাস্তি এড়ালেও সতর্কবার্তা স্পষ্ট। রাজস্থান শিবির চাইবে এই বিতর্ক দ্রুত পিছনে ফেলে পারফরম্যান্সে মন দিতে।

'ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হওয়ার আগে ক্রিকেট ছাড়ব' বলা বিরাটের ইউ-টার্ন!

বাস্তব মেনে বদলালেন নিজেকে

সংবাদ সংস্থা, বেঙ্গালুরু, ১৭ এপ্রিলঃ কথার সঙ্গে বাস্তবের ফারাক কখনও কখনও ময়দানেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। চলতি আইপিএলে লখনউয়ের বিরুদ্ধে ম্যাচে প্রথমবার 'ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার' হিসেবে খেললেন বিরাট কোহলি। আর তাতেই সামনে এল তাঁর আগের অনড় অবস্থানের সঙ্গে স্পষ্ট বিরোধ। একসময় জানিয়েছিলেন, এই ভূমিকায় খেলতে হলে ক্রিকেটই ছেড়ে দেবেন। বাস্তবে সেই কোহলিই এখন দলের প্রয়োজনে ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসেবে নামলেন! কেরিয়ারে প্রথমবার। গত বছর এক সাক্ষাকারে কোহলির সতীর্থ স্বস্তিক চিকারা জানান কোহলির বক্তব্য। তিনি নাকি স্পষ্ট বলেছিলেন-'যতদিন খেলব, পুরো ফিট থেকে। ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসেবে নয়। যেদিন ওই ভূমিকায় নামতে হবে, সেদিন ক্রিকেট ছেড়ে দেব!' সেই বক্তব্যই এবার নতুন করে আলোচনায়। কারণ লখনউয়ের বিরুদ্ধে ম্যাচে বিরাট ফিল্ডিং করেননি, কিন্তু ব্যাট হাতে ওপেন করতে নেমেছেন ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসেবে। এই বদলের পেছনে

প্রেক্ষাপট স্পষ্ট। আগের ম্যাচে চোট পান। ফলে পুরো ম্যাচে ফিল্ডিং করার মতো অবস্থায় ছিলেন না কোহলি। কিন্তু তাতে ব্যাট করতে সমস্যা হয়নি। ৩৪ বলে ৪৯ রান করে দলকে জিতিয়েছেন। অর্থাৎ, পুরোপুরি ফিট না থাকলেও দলের প্রয়োজনে আংশিক ভূমিকা পালন করেছেন। এই পরিস্থিতিতেই 'ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার' নিয়ম কার্যকর হয়েছে। আইপিএলের রুল নিয়ে বিতর্ক নতুন নয়। অনেকেই মনে করেন, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এমন ব্যবস্থা না থাকায় এর প্রয়োজনীয়তা নেই। তবু গতরাতের ম্যাচ দেখাল, নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার দলের জন্য সুবিধা তৈরি করতে পারে। চোট বা ফিটনেস সমস্যার মধ্যেও গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়কে ব্যবহার করার সুযোগ এনে দেয়। সব মিলিয়ে, কোহলির এই সিদ্ধান্তকে শুধু ইউ-টার্ন বলে দেখলে পুরো ছবি ধরা যায় না। বরং, একে বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া বলাই বেশি যুক্তিযুক্ত। মাঠে দলের প্রয়োজনই শেষ কথা-এই ম্যাচ সেই বার্তাই দিল।

এমএলএসে যোগ দেওয়ার গুঞ্জন উড়িয়ে দিলেন নেইমার

ব্রাজিল ছেড়ে যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি দিতে পারেন নেইমার, কিছুদিন ধরে শোনা যাচ্ছে এমন খবর। তবে এখনই মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) কোনো ক্লাবে যোগ দিতে নারাজ তিনি। শৈশবের ক্লাব সান্তোসের সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ পূর্ণ করার ইচ্ছা তার।

সংবাদ সংস্থা, সান্তোস, ১৭ এপ্রিলঃ চলতি মাসের শুরুতে ক্রীড়াভিত্তিক ওয়েবসাইট ইএসপিএন সূত্রের বরাত দিয়ে জানায়, নেইমারকে এবারের গ্রীষ্মের দলবদলে স্কোয়াডে যোগ করতে আগ্রহী এমএলএসের ক্লাব সিনসিনাটি। নেইমারের আগ্রহ জানতে তার প্রতিনিধিদের সঙ্গেও নাকি আলোচনা করছিল তারা। ইএসপিএনের বুধবারের প্রতিবেদনে লেখা হয়, এমনকি নেইমারের সম্ভাব্য দলবদল নিয়ে এমএলএসের ক্লাবের সঙ্গে আরও আলোচনার জন্য অপেক্ষায় আছেন তার বাবা। চলতি বছরের শেষ পর্যন্ত সান্তোসের সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ রয়েছে নেইমারের। সেই পর্যন্ত ব্রাজিলের ক্লাবটিতেই থাকতে চান তিনি। দেপোর্তিভো রিকলেতার বিপক্ষে ১-১ ড্রয়ের পর মিক্স জোনে নেইমারকে সান্তোস ছাড়ার সম্ভাবনা নিয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে, সেটি উড়িয়ে দেন তিনি। ''আমি জানি না (ট্রান্সফার উইন্ডোতে সান্তোস ছাড়ার সম্ভাবনার বিষয়ে)। সত্যি বলতে, আমি এই সম্পর্কে কিছুই জানি না। চলতি বছরের শেষ পর্যন্ত সান্তোসের সঙ্গে আমার চুক্তি রয়েছে। আমি সেটা পূর্ণ করতে চাই।'' হাঁটুর

চোটে মাঠে নিয়মিত হতে পারছেন না নেইমার। ২০২৬ সালে কেবল আটটি ম্যাচ খেলেছেন ৩৪ বছর বয়সী ফুটবলার। চারটি গোল করার পাশাপাশি তিনটি অ্যাসিস্ট করেছেন তিনি। বার্সেলোনা ও পিএসজির প্রাক্তন ফরোয়ার্ড চোট কাটিয়ে রিকলেতার বিপক্ষে মাঠে ফেরেন। দলের একমাত্র গোলটি করেন তিনি। ম্যাচ শেষে সান্তোসের এক সমর্থকের সঙ্গে ঝামেলায় জড়ান তিনি। ওই সময় সান্তোসকে কটাক্ষ করছিল সমর্থকরা। পরে সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম ইনস্টাগ্রাম নেইমার লেখেন, 'হার, জিত ও ড্র ফুটবলের অংশ! আমরা উন্নতির জন্য কাজ করে যাব...কেবল এটাই আমরা করতে পারি।' ব্রাজিলের বিশ্বকাপ দলে জায়গা পেতে সান্তোসের জার্সিতে ভালো খেলার পাশাপাশি নিজের ফিটনেস প্রমাণ করতে হবে নেইমারের। নেইমার ২০১৩ সাল থেকেই ব্রাজিল জাতীয় দলে নিয়মিত মুখ ছিলেন। তবে ২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে হাঁটুর চোট ও ফিটনেস সমস্যায় আর দেশের হয়ে খেলা হয়নি তাঁর। তবে নেইমার এখন উন্মুখ হয়ে আছেন জুনে উত্তর আমেরিকায় হতে যাওয়া বিশ্বকাপে খেলতে। বিশ্বকাপ দলে তাঁর অন্তর্ভুক্তি নিয়ে এখনো চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্ত জানাননি ব্রাজিল কোচ কার্লো আনচেলত্তি। ব্রাজিলের সিরি 'আ' লিগে সান্তোসের অধিনায়ক নেইমার ২০২৬ সালে হাঁটুর চোটের কারণে মাত্র ৮টি ম্যাচ খেলতে পেরেছেন। ৪ গোল করার পাশাপাশি ৩টি গোলও সতীর্থদের দিয়ে করিয়েছেন নেইমার। চলতি মাসের শুরুর দিকে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়, নেইমারকে চলতি গ্রীষ্মেই মেজর লিগ সকারে নিতে সম্ভাব্য উপায় খুঁজছে এফসি সিনসিনাটি কর্তৃপক্ষ।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com